BanglaBook.org

দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড

কোনান ডয়েল

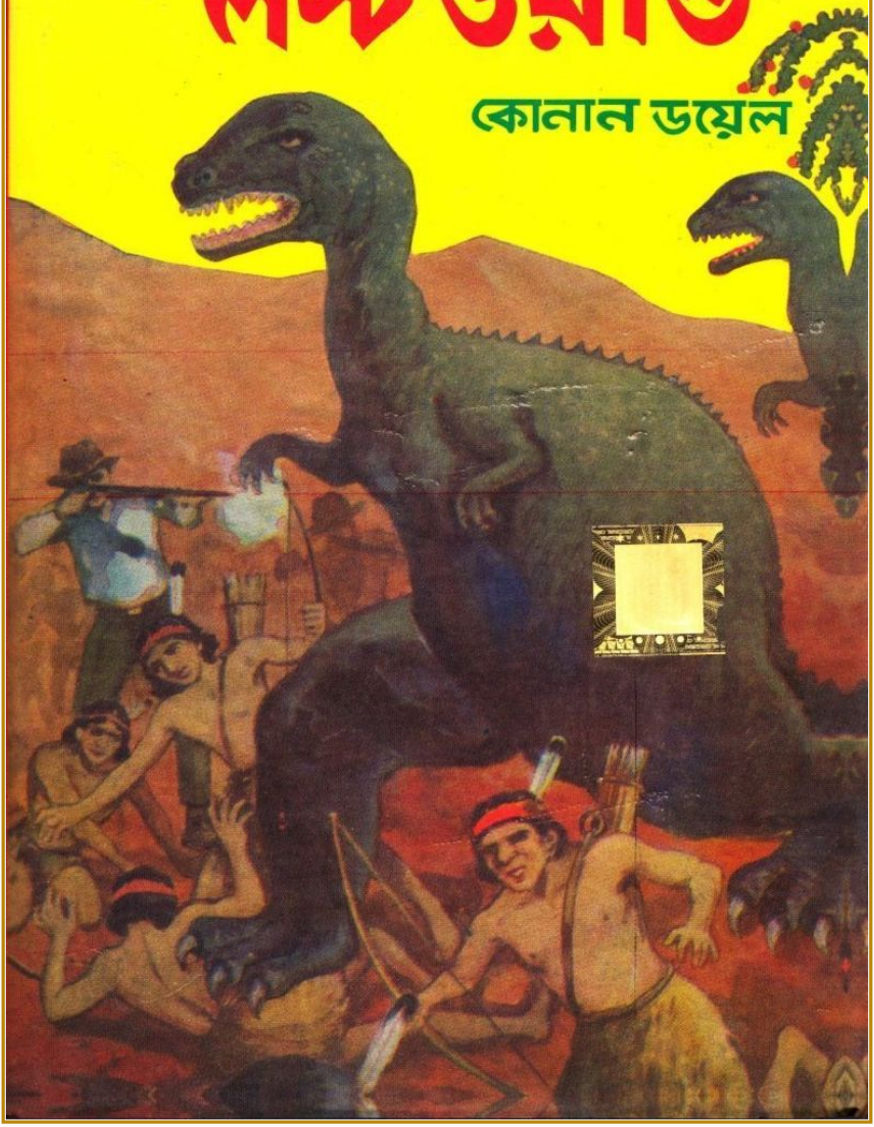

www.BanglaBook.org

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ

দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড

কোনান্ ডয়েল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

www.BanglaBook.org

THE LOST WORLD
CODE NO. : 44 T 42

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

এপ্রিল
১৯৯১
৬
পুনর্মুদ্রণ ঃ
জুন
২০১৩

ছেপেছেন ঃ
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উঃ)

দাম ঃ টা. ৪০.০০

www.BanglaBook.org

লেখক-পরিচিতি

স্বনাম-খ্যাত ডিটেকটিভ্ শার্লক হোমস্-এর কীর্তি-কাহিনি পড়েননি, ইংরেজি সাহিত্যের এমন পাঠক বিরল। স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল এই অত্যাশ্চর্য গোয়েন্দা কাহিনির স্রষ্টা। তিনি আর গোয়েন্দা কাহিনি লিখবেন না স্থির করে হোমস্-এর যখন মৃত্যু ঘটান, তখন পাঠকমহল থেকে দাবি উঠল, শার্লক হোমস্কে বাঁচিয়ে তুলে তার আরও কীর্তিকলাপ পাঠকদের উপহার দিতে হবে। ডয়েলকে শেষ পর্যন্ত সেই দাবি মেনে নিতে হয়। এমনি ছিল শার্লক হোমস্-এর জনপ্রিয়তা। এতদিন পরেও সে জনপ্রিয়তা একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি।

অভিজাত বংশের উচ্চশিক্ষিত সন্তান স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল প্রথম জীবনে ছিলেন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন তিনি চিকিৎসক হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিন বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন।

গোয়েন্দা কাহিনি ছাড়াও কোনান্ ডয়েল বহু ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস ও চমকপ্রদ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচনা করে গেছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বিকৃত না করে রসোত্তীর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচনায় তিনি যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড তার চমৎকার নিদর্শন। তিনি শতাধিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করে গেছেন তার প্রত্যেকটাই সুখপাঠ্য।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

সেদিন মনে বড় আশা নিয়ে গিয়েছিলাম, গ্ল্যাডিস্ এক কথায়ই আমায় বিয়ে করতে রাজি হবে। তার সাথে এতদিন মেলামেশার ফলে আমার ধারণা হয়েছিল, সেও আমায় ভালোবাসে। কিন্তু নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়। তাদের মনের খবর পাওয়া শক্ত।

সে আমার প্রস্তাবের উত্তরে পরিষ্কার জানাল, এমন লোককে সে বিয়ে করবে, যে প্রাণ হাতে করে কোনো দুঃসাহসিক কাজ করেছে। হয়তো পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে, নয়তো চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, কিংবা কোনো অজানা দেশ আবিষ্কার করেছে। তার মানে, এমন লোক হওয়া চাই, যার নাম সবার মুখে মুখে শোনা যাবে, খবরের কাগজে যার ছবি বেরুবে, আর তার স্ত্রী বলে সে সবার কাছে গর্ব করতে পারবে।

"তা হলে তো তোমাকে পাবার আশা আমার চিরদিন দুরাশা হয়ে থাকবে। অত বড় হবার সুযোগ আমার জীবনে কোনোদিনই আসবে না।"—আমি বললাম।

"কোনোদিনই কারো সুযোগের অভাব হয় না। অভাব হয় শুধু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার। তোমার তো সবই আছে—যৌবন, স্বাস্থ্য, শক্তি, শিক্ষা ও মনোবল। তবে এত নিরাশ হচ্ছ কেন?"

নিরাশ কেন হচ্ছি, সে আর তাকে কি করে বোঝাব! সে কথা না বলে শুধু বললাম, "বেশ কোনোদিন যদি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারি, তখন আর আপত্তি করবে না তো?"

"যখন সে দিন আসবে, তখন ও কথা হবে। এখনই তা নিয়ে এত তাড়াহুড়োর কি আছে!" এই বলে সে আমার সব আলোচনা বন্ধ করে দিল।

প্রথমে খুবই দমে গেলাম। আমার এমন কি আছে, যা দিয়ে গ্ল্যাডিসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে পারি? পরক্ষণেই মনে হল, গ্ল্যাডিস্ সত্যি কথাই বলেছে। আমার নেই কি? আমি শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ। সাহস আছে, বুদ্ধিরও অভাব নেই। অসাধারণ কিছু একটা করা কি একেবারেই অসম্ভব?

এই ভেবে আমি গেজেটের বার্তা-সম্পাদক মিঃ ম্যাক্আর্ডলের সাথে দেখা করতে গেলাম। আমি গেজেটেরই একজন রিপোর্টার। ইতিমধ্যেই রিপোর্টিং-এর কাজে আমার বেশ কিছুটা নামও হয়েছে।

আমাকে দেখেই মিঃ ম্যাক্আর্ডল্ বললেন, "এই যে মিঃ মেলোন্, এ সময় কি মনে করে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।"

"আমার কাছে অত ভণিতার দরকার কি? ব্যাপার কি বলুন।"

"আমাদের কাগজের পক্ষ থেকে আমাকে কোনো অভিযানে পাঠানো সম্ভব কি?"

"কি রকম অভিযান?"

"যার মধ্যে বিপদ আছে, প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

"প্রাণের উপর আপনার মায়া নেই দেখছি।"

"মায়া খুবই আছে। তবে জীবনটাকেও সার্থক করতে চাই।"

"কথাটা মন্দ নয়। তবে কি জানেন, কোনো অভিযানে বেরুতে হলেই তার পেছনে নামকরা লোক থাকা চাই। নইলে কেউ আর তার উপর গুরুত্ব দিতে চায় না। আজকাল রোমান্সের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আবিষ্কার করার মতো নূতন দেশও আর নেই। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। একজনের জুয়াচুরির রহস্য ভেদ করতে পারবেন কি? পারবেন তার মিথ্যার মুখোশ সবার সামনে খুলে দিতে? কাজটা ভারী শক্ত!"

"যত শক্তই হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। বরঞ্চ শক্ত কাজেই রোমাঞ্চ বেশি।"

"আচ্ছা এন্‌মোর্ পার্কের অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের সাথে আপনার আলাপ আছে কি?"

"আপনি কি বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের কথা বলছেন, যিনি একবার টেলিগ্রাফ পত্রিকার মিঃ ব্রান্ডেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন?"

মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল্ স্মিতহাস্যে বললেন, "ঠিকই অনুমান করেছেন।"

"তাঁর সাথে আমার আলাপ নেই, তবে আলাপ জমাতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"অত সহজ ভাববেন না। লোকটি মোটেই সুবিধের নয়।"

"তাঁর সম্বন্ধে আপনি যা জানেন, আমায় মোটামুটি বলুন না।"

মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল্ তাঁর ড্রয়ার খুলে এক তাড়া কাগজ বের করলেন। তারই একটা থেকে তিনি পড়ে শোনাতে লাগলেন—চ্যালেঞ্জারের পুরো নাম জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। ১৮৬৩ সালে উত্তর ব্রিটেনের লার্গস্ শহরে জন্ম। পড়াশুনা করেছেন লার্গস্ একাডেমি আর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। তার পরের বছর তুলনামূলক নৃতত্ত্ব বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কিপার হিসাবে কাজ করেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কিছুদিন পরই সে কাজ ছেড়ে দেন। প্রাণীতত্ত্বের গবেষণার জন্য ক্রাস্টন্ মেডেল লাভ করেন। দেশি-বিদেশি বহু

www.BanglaBook.org

প্রাণীতত্ত্ব সংস্থার সদস্য। প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি দু'খানা বইও লিখেছেন, তার একখানায় কাল্‌মাক্ জাতির মাথার খুলির গড়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়খানা লিখেছেন, মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে উইজ্‌ম্যানের মতের সমালোচনা করে যে প্রবন্ধ লেখেন, তা নিয়ে ভিয়েনার প্রাণীতত্ত্ব কংগ্রেসের অধিবেশনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। হেঁটে বেড়ানো, আলপস্ পর্বতারোহণ তাঁর বাতিক।

"অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করার সাথে আমি যে অভিযানের কথা বললাম, তার কি সম্পর্ক, তা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?"

মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল্ বললেন, "দু'বছর আগে তিনি একা দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে বেরোন। গত বছর ফিরে আসেন। দক্ষিণ আমেরিকা গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠিক কোথায় গিয়েছিলেন, সে কথা কিছুতেই খুলে বলেননি। সেখানে তিনি কি করেছেন, কি দেখেছেন, মোটামুটি তার বর্ণনা দেন। কিন্তু বিশদভাবে কিছুই বলতে চাননি, অনেক কথাই চেপে গেছেন। তাই নিয়ে অনেকে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্নেরই কোনো জবাব দেননি। তিনি যা বলেছেন, হয়তো তা সত্যি। আবার তা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজিও হতে পারে। কারণ তিনি কোনো প্রমাণ দিতে রাজি হননি। কয়েকখানা অস্পষ্ট ফটো দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি জাল ফটো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনো জেরা করতে গেলেই তিনি চটে যান, প্রশ্নকর্তাকে মারতে ওঠেন। খেয়াল চাপলে তিনি মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করেন না। কাজেই সহজে কেউ তাঁকে ঘাঁটাতে চায় না। আপনি যদি তাঁর দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান-কাহিনির মিথ্যার মুখোশ খুলে দিতে পারেন, তবে মস্ত কাজ হয়। আমাদের কাগজেরও সুনাম বাড়ে।"

মিঃ ম্যাক্‌আর্ডলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমাদের স্যাভেজ ক্লাবে গেলাম। এক পেয়ালা কফি খেয়ে ঠান্ডা মাথায় সব জিনিসটা ভালো করে ভেবে দেখলাম। সেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা নেচারের সম্পাদকীয় বিভাগের মিঃ টার্প হেন্‌রির সাথে দেখা।

অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, "দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি আজগুবি সব কাহিনি শুনিয়ে সবার তাক লাগাতে চেয়েছিলেন, তার কথা বলছেন?"

"আজগুবি কাহিনি! তার মানে?"

"তা নয়তো কি? তিনি এসে বললেন, সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কতগুলি প্রাণী জীবন্ত দেখে এসেছেন। প্রমাণ চাইলে তা দেখাতেও পারছেন না, দেখাতে চাইছেনও না। রয়টারের প্রতিনিধি একবার এ বিষয়ে তাঁর সাথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি তাঁর সাথে এমন অভদ্র ব্যবহার করলেন, সে বলবার নয়। জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটের সভাপতি একবার তাঁদের এক সভায় যোগদান করবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাঁর উত্তরে লিখলেন, জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটের সভাপতি জাহান্নমে গেলেই তিনি খুশি হবেন। ভাবুন, কি চূড়ান্ত অভদ্রতা!"

"চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে আপনি আর কিছু জানেন কি?"

"জীবাণু নিয়ে আমার কারবার। অণুবীক্ষণের চোখ দিয়ে আমি সব জিনিস দেখতে অভ্যস্ত। খালি চোখে যা দেখা যায়, তা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা নেই। বাজে গালগল্পে কাটাবার মতো সময়ও আমার নেই। কাজেই চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহও নেই। তবুও বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে মাঝে মাঝে যা শুনেছি, তাই আপনাকে বলছি।"

"তাই বলুন।"

"চ্যালেঞ্জারের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর খেয়ালিপনারও অন্ত নেই। তা ছাড়া সবার সাথে ঝগড়া করাই তাঁর স্বভাব। সব চেয়ে বড় দোষ, তাঁর বিবেকেরও বালাই নেই। কতকগুলি নকল বাজে ফটোকে আসল ফটো বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, তাঁর দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য। এই নিয়ে ভিয়েনা কংগ্রেসের অধিবেশনে চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি হয়েছিল।"

"সে কাহিনি আমায় বলুন না!"

"তাহলে আপনাকে আমাদের আফিসে যেতে হবে।"

তখনই আমরা 'নেচার' পত্রিকার আফিসে চললাম। নেচার পত্রিকায় যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, মিঃ হেন্‌রি আমায় তা পড়তে দিলেন।

আমি বিজ্ঞানী নই। প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার পড়াশুনাও তেমন বেশি কিছু নেই। তাই অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের বক্তৃতার যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, তার বেশিরভাগই আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হল। তবে এইটুকু পরিষ্কার বুঝলাম, বক্তৃতার বিষয় ছিল, বিবর্তনবাদ সম্পর্কে উইজম্যান্ ও ডারুইনের মতামত বিচার। তাঁর বক্তব্য শুনে সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে তাঁর বক্তব্য মেনে নিতে রাজি হননি।

এতেই আমার কাজ হল। আমি তাঁর বক্তৃতা থেকে একটি অংশ বেছে নিয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানি এই—প্রিয় অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার! ডারুইন্ ও উইজম্যানের মতের বিচার বিশ্লেষণ করে আপনি যে সব নূতন অনুমান করছেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একজন সাধারণ ছাত্র হিসাবে আমি তা বেশ মনোযোগ সহকারে লক্ষ করে যাচ্ছি। সম্প্রতি আমি এ বিষয়ে ভিয়েনা

www.BanglaBook.org

কংগ্রেসে প্রদত্ত আপনার বক্তৃতা আবার নূতন করে পড়লাম। নির্ভুল যুক্তিতর্কের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়কে সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করা বিষয়ে আপনি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপনার সাথে আমি একমত। কিন্তু এক জায়গায় আপনি বলেছেন, 'আদি থেকেই প্রত্যেক জীবেরই পৃথক পৃথক অস্তিত্ব ছিল এবং যুগান্তকালব্যাপী নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা বর্তমান রূপ পেয়েছে— এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমি এ সম্পর্কে আমার ঘোর আপত্তি জানাচ্ছি।' এ বিষয়ে সম্প্রতি যে সব নূতন গবেষণা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি এখনও আপনার মতে অটল থাকবেন? আপনার এই আপত্তিটা কি সত্যই যুক্তিসহ? এ বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য আপনাকে সাক্ষাতে জানাতে চাই। আপনি যদি দয়া করে পরশু বেলা এগারটার সময় আপনার সাথে দেখা করবার অনুমতি দেন, তবে কৃতার্থ হব। ইতি—

এড্‌ওয়ার্ড ডি মেলোন্

আমার এই চিঠিখানি পড়ে মিঃ হেন্‌রি হাসতে হাসতে বললেন, "মিথ্যার বেসাতিতে বেশ হাত পাকিয়েছেন! দেখা যাক, অধ্যাপক কি উত্তর দেন।"

দুই

পরদিনই অধ্যাপকের জবাব এল।

তিনি লিখেছেন, "আপনার চিঠি পেয়েছি! লিখেছেন, আপনি আমার মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আপনার জেনে রাখা ভালো যে আমি কারো মতামতের ধার ধারিনে। তারপর আপনি 'অনুমান' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এতে যে কত বড় অন্যায় করেছেন, তা বলবার নয়। আপনি অজ্ঞাতবশেই এটা করেছেন, আমাকে হেয় করবার জন্য নয়। এই ভেবেই আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। আপনি আমার বক্তৃতা থেকে একটি লাইন তুলে তার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমার ধারণা ছিল যার মাথায় শুধু গোবরভরা, সেও এই সহজ কথাটা বুঝতে পারবে। যাক এটা যখন ব্যাখ্যা করে বোঝানো দরকার, তখন আপনি আপনার লেখা সময়ে এলেই আমার সাথে দেখা হবে। আমি আমার মতে অটল থাকব কিনা জানতে চেয়েছেন। আমি বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে যা বলি, তা বদলাই না, বদলাবার প্রয়োজন বোধ করি না। সাংবাদিক বলে যে সব হতভাগারা নিজেদের পরিচয় দেয়, তাদের সাথে দেখা করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। তাই আসবার সময় এই চিঠিখানা নিয়ে আসবেন। নইলে আমার লোক আপনাকে আমলই দেবে না। ইতি—

জর্জ এড্‌ওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠিখানা পড়েই ভদ্রলোকের মেজাজের পরিচয় পাওয়া গেল। বুঝলাম, তাঁর সাথে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে আধঘণ্টা আগেই অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। বেশ বড় বাড়ি, দরজা-জানলায় দামি ভারী পর্দা। অধ্যাপকের আর্থিক অবস্থা যে বেশ সচ্ছল, তা সহজেই বোঝা যায়।

একজন কালো রোগা লোক দরজা খুলে দিল। তার গায় কালো কোট। পরে জানতে পারলাম, সে অধ্যাপকের গাড়ির ড্রাইভার। সে আমার আপাদমস্তক বেশ খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কি আসবার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ।" বলে আমি তাকে অধ্যাপকের চিঠিখানা দেখালাম।

"আসুন।" বলে সে আমাকে পথ দেখিয়ে চলল।

খানিকটা গিয়েছি এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়ান। অস্টিন্, তুমি একটু ওদিকে যাও।" বুঝলাম ড্রাইভারের নাম অস্টিন্।

মহিলাটি দেখতে ছোটখাটো। কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। কালো চোখ দুটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। আমি দাঁড়াতেই, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার স্বামীর সাথে এর আগে কোনোদিন আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে কি?"

"না, আমার সে সৌভাগ্য হয়নি।"

"তবে আপনাকে গোড়ায়ই সাবধান করে দেওয়া ভালো। আমার স্বামী ভারী বদ মেজাজের লোক। সহজেই চটে ওঠেন। কাজেই আপনি বেশ ঠান্ডা মাথায় তাঁর সাথে কথা বলবেন।"

"আপনার এই উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।"

"যদি দেখেন, তিনি খুব রেগে গেছেন, তবে তাঁর সাথে তর্ক না করে আপনি সোজা বেরিয়ে আসবেন। তা না হলে রাগের মাথায় তিনি আপনাকে দু'এক ঘা বসিয়েও দিতে পারেন। এর আগে অনেকবারই এমন হয়েছে। বোঝেন তো এতে কি কেলেঙ্কারি হয়! ফলে আমারই মুখ দেখানো ভার হয়ে ওঠে। আচ্ছা, আপনি কি দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ!"

"তবে তো মারাত্মক ব্যাপার। তিনি যা বলবেন, তার এক বর্ণও আপনার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু দোহাই আপনার, তা যেন মুখ ফুটে প্রকাশ করবেন না। আপনি এমন ভাব দেখাবেন, যেন তাঁর সব কথাই আপনি বিশ্বাস করছেন। কারণ তিনি যা বলবেন, তার প্রতি বর্ণই সত্য বলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেন। আর মিথ্যে কথা বলবার লোকও তিনি নন। আপনাদের কথাবার্তা শেষ হলেই আপনি চলে যাবেন। এক মিনিটও অযথা দেরি করবেন না। আর যদি এমন হয় যে তিনি চটেমটে আপনাকে মারধোর করতে উদ্যত হয়েছেন, তবে অমনি বেল বাজাবেন এবং আমি না আসা পর্যন্ত কোনো মতে তাঁকে সামলিয়ে রাখবেন। তাঁর যতই রাগ হোক, আমি এলে তাঁকে ঠান্ডা করতে পারবই।"

এই বলে তিনি অস্টিন্‌কে ডাকলেন। বললেন, "ভদ্রলোককে কর্তার কাছে নিয়ে যাও।"

ভেতরে ঢুকে দেখি, অধ্যাপক একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনের প্রকাণ্ড টেবিলে নানারকম বই, ম্যাপচার্ট। তাঁর চেহারা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। দৈত্যের মতো বিরাট দেহ, মাথাটি প্রকাণ্ড বড়। মুখে লম্বা ঢেউ-খেলানো দাড়ি। মাথার চুল এবং মুখের দাড়ির রংও অদ্ভুত। বুকের ছাতিও ছাপ্পান্ন ইঞ্চির কম হবে না। সত্যিকার বৃষস্কন্ধ পুরুষ। চোখ দুটি বুদ্ধিতে ঝলমল করছে। গলার স্বরও চেহারা অনুযায়ী বেশ ভারী।

আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার চেয়ে বললেন, "কি চান?"

"আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সাথে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।"—বলে আমি তাঁর চিঠিখানা দেখালাম।

"ও, আপনিই সেই ছোকরা সাংবাদিক, সাধারণ ইংরেজি বুঝবার জ্ঞানও যার নেই?"

এ প্রশ্নের আর কি উত্তর দেব! তাই চুপ করে রইলাম।

তিনি আবার বললেন, "আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে আপনি একমত, আপনার চিঠিতে তো তাই লিখেছিলেন?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।"

"আপনার বয়স এবং অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করলে, আপনার এই মতের খানিকটা মূল্য আছে। অন্তত ভিয়েনার সেই গণ্ডমূর্খের দল, আর ইংলন্ডের সেই হাঁদারমের চাইতে আপনার কথাবার্তায় খানিকটা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।"

"ভিয়েনাতে ওঁরা আপনার সাথে ভারী অশোভন আচরণ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

"আমি তার থোড়াই পরোয়া করি। আমার ঘর কি করে সামলাতে হয়, সে আমি ভালোই জানি। এ বিষয়ে আপনার কোনো মতামতের দরকার নেই। কাজেই ওসব বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে, কাজের কথায় আসুন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনর্থক সময় নষ্ট করা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারিনে। আমার বক্তব্যের একটা জায়গা আপনি ভালো বুঝতে পারেননি, তাই না?"

বুঝলাম বাজে কথায় তাঁকে ভোলানো চলবে না। তাই বললাম, "আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি, আমি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একজন সাধারণ ছাত্র মাত্র। জিজ্ঞাসুও বলতে পারেন। আমার মনে হয়েছিল, উইজ্‌ম্যান্ সম্পর্কে আপনি সুবিচার করেননি। আপনার বক্তৃতার পর সম্প্রতি যে সব নূতন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কি উইজ্‌ম্যানের মতই সমর্থিত হয় না?"

"কোন তথ্যের কথা বলছেন?"

"বিশেষ কোনো একটি তথ্যের কথা বলছি না। আমি প্রাণীবিজ্ঞানীদের আধুনিক চিন্তাধারার ইঙ্গিত করেছি মাত্র।"

"জীব মাত্রেরই মাথার খুলির অস্থি-সংস্থান—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ক্র্যানিয়েল্ ইনডেক্স—তা যে অপরিবর্তনীয় এ কথা জানেন তো?"

"সবাই এটা জানে।"

"বংশের এক পুরুষের গুণ তার সন্তানেও বর্তায় এ মত নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে, এর শেষ মীমাংসা এখনও হয়নি, আশা করি এও আপনার অজানা নয়?"

"আজ্ঞে, তা জানি বইকি?"

"জীবকোষ আর ভ্রূণ যে ঠিক এক জিনিস নয়, এ মানেন তো?"

"নিশ্চয়ই মানি।" আমার এ বেপরোয়া উত্তর দেওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। কারণ আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তার আসল তাৎপর্য কি, তার মানেই বা কি—সত্যি কথা বলতে কি—তা বুঝবার মতোও আমার বিদ্যা ছিল না।

তিনি একটু হাসলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে কি প্রমাণিত হয়?"

আমি একটু আমতা আমতা করছি দেখে বললেন, "আমাকেই বলতে হবে?"

"আপনিই বলুন।"

"এতে প্রমাণ হয়, গোটা লন্ডন শহরে আপনার মতো বুজরুক, আহাম্মক, বাজে মার্কা সাংবাদিক আর দ্বিতীয়টি নেই। কেবল সংবাদ রচনাই শিখেছেন, বিজ্ঞানের ক খও জানেন না।"

বলতে বলতে তিনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। রাগে যেন তিনি ফেটে পড়ছিলেন। সেই অবস্থায়ও আমি দেখলাম, দৈত্যের মতো চেহারা হলেও মাথায় তিনি খুবই খাটো। পাগুলিও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তিনি বলতে লাগলেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বৈজ্ঞানিক আলোচনার নামে এতক্ষণ শুধু বাজে বকবকানিই হল। আপনি ভেবেছিলেন, আমাকে ধোঁকা দিয়ে কার্যোদ্ধার করবেন? এই রকম মোটা বুদ্ধি না হলে কি আর সাংবাদিক হওয়া যায়? আপনারা ভাবেন, আপনারা সবজান্তা। আপনাদের প্রশংসায় সবাই গলে যায়, আপনাদের সমালোচনায় সবাই ভয় পায়। আমি সে বান্দা নই। এখানে সে সব চালাকি চলবে না। আগের দিন হলে আপনাদের মতো লোকদের দু'কান কেটে দেওয়া হত। এখন তা করা যায় না। তবে আপনাকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেব, যাতে জীবনে আর এ রকম ফাজলামি করবার শখ না হয়। আগুন নিয়ে যখন খেলতে এসেছেন, একটু পোড়া দাগ নিয়ে যেতে হবে বই কি!"

বলতে বলতে তিনি আমার দিকে এগুতে লাগলেন। আমি তখন দোরের কাছে গিয়ে দোর খুলে বললাম, "এভাবে গালি দেওয়ারও একটা সীমা থাকা উচিত!"

"কি! আপনার কাছ থেকে উপদেশ শুনতে হবে!" বলেই তিনি আমাকে ধরতে এলেন।

"দেখুন, গোঁয়ারতুমি করবেন না। আমার ওজন একশো কুড়ি পাউন্ডেরও বেশি। রীতিমতো ব্যায়াম করি। খেলোয়াড় হিসাবেও আমার নাম আছে। কাজেই—"

আমার কথা শেষ করবার আগেই তিনি বললেন, "তাই নাকি?" আর সাথে সাথে তাঁর হাত দুটো আমার কাঁধে রেখে আমায় এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আপনার মতো অনেক বীরপুরুষকে ধাক্কা দিয়ে পথে ফেলে দিয়েছি। তার জন্য তিন পাউন্ড পনের শিলিং করে জরিমানাও দিতে হয়েছে। চার-পাঁচবার যখন দিতে পেরেছি, আজও না হয় আর একবার দেওয়া যাবে।"

আমি তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ফলে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। শেষে দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তায় এসে পড়লাম।

অধ্যাপক চটপট উঠে দাঁড়িয়ে আমায় ঘুঁষি দিতে যাবেন, এমন সময় একজন পুলিশ নোটবই হাতে সেখানে হাজির হল। আমিও রেহাই পেয়ে গেলাম।

পুলিশটি অধ্যাপককে বললেন, "ফের মারামারি! আপনার কি লজ্জা-শরমও নেই?"

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছিল বলুন তো!"

"এই ভদ্রলোক আমায় প্রথম আক্রমণ করেন।"

"ইনি যা বললেন, তা সত্যি?" পুলিশটি অধ্যাপককে লক্ষ করে বলল। কিন্তু অধ্যাপক কোনো উত্তর দিলেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুলিশটি তখন অধ্যাপককে বলল, "এর আগেও আপনি কয়েকবার এরকম হাঙ্গামা বাধিয়েছেন। এবারও আবার আপনি এই ভদ্রলোকের চোখের কোণে মেরেছেন দেখছি। কালশিরা ফুটে উঠেছে।"

তারপর আমাকে বলল, "আপনি কি এঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতে চান?"

"না।"

"তার মানে?" পুলিশটি আমার উত্তর শুনে বিস্মিত হল।

"দোষ আমারই। ভদ্রলোক আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমিই সে কথা শুনিনি।"

ইতিমধ্যে পথের উপর কিছু লোক জমে গিয়েছিল। পুলিশটি তাদের সরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অধ্যাপক তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার সাথে আমার এখনও শেষ মীমাংসা হয়নি। পথে দাঁড়িয়ে তা হবেও না। আপনি কি ভেতরে আসবেন?"

তাঁর এই আহ্বানের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করব কি করব না, ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে আবার তাঁর বাড়িতে ঢুকলাম।

তিন

অধ্যাপকের ঘরে প্রবেশ করে দোরটি ভেজিয়ে দিতে না দিতে মিসেস্ চ্যালেঞ্জার উত্তেজিতভাবে সে ঘরে ছুটে এলেন। তারপর স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি একটা আস্ত নরপশু। কোন আক্কেলে তুমি সেই ভদ্রলোকের ওপর চড়াও হলে?"

অধ্যাপক স্ত্রীর এই ভর্ৎসনায় বিন্দুমাত্র লজ্জিত হলেন না। শুধু বললেন, "এই দেখ, ভদ্রলোক আমার পেছনে সুস্থ শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

ভদ্রমহিলার নজর এতক্ষণে আমার উপর পড়ল। তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, "আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।"

"আমার জন্যে মোটেই ভাববেন না।" আমি বললাম।

"আমার স্বামী আপনার চোখ-মুখের এ কি দশা করেছেন! সত্যি জর্জ, তুমি একটি নরপশুই বটে! রোজই তোমার একটা না একটা কেলেঙ্কারি করা চাইই। এ নিয়ে যে সবাই হাসাহাসি করে, এটুকুও তুমি বুঝতে পার না। তোমার এ অসভ্যতা দিনদিনই বড্ড বেড়ে যাচ্ছে।"

"তোমার বাজে কথা রাখ তো?"

"তোমার কাণ্ডকারখানার কথা লন্ডনের কে না জানে? তোমার মান-ইজ্জত

www.BanglaBook.org

বলে আজ আর কিছু নেই। কোথায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক হবে, হাজার হাজার ছাত্র মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার কথা শুনবে, তা নয়, আজ তুমি সবার ঘৃণার পাত্র, সবাই তোমার উপর বিরক্ত।"

"তুমি কি থামবে না?"

"সত্যি কথা বুঝি শুনতে ভালো লাগছে না?"

"জেলি, লক্ষ্মীটি! একটু চুপ করো।"

"কেন চুপ করব? তোমার ষাঁড়ের মতো চেঁচানি শুনব বলে?"

অধ্যাপক আর কোনো কথা না বলে তাঁর স্ত্রীকে আলগোছে তুলে একটা উঁচু পাথরের উপর বসিয়ে দিলেন। পাথরটি এতই সরু যে তার উপর থেকে প্রতি মুহূর্তেই পড়বার ভয়।

মিসেস্ চালেঞ্জার ভয়ে চিৎকার করে বললেন, "শীগ্‌গির আমায় নামিয়ে দাও, বলছি!"

"বলো, দয়া করে নামিয়ে দাও!"

"এই শয়তান, এক্ষুনি আমায় নামাও। নইলে ভালো হবে না কিন্তু।"

"বলো, দয়া করে নামাও। তাহলেই নামিয়ে দেব।"

"এই শয়তান! দয়া করে নামিয়ে দাও।"

অধ্যাপক তখন তাঁর স্ত্রীকে নামিয়ে দিতেই তিনি বললেন, "একটু ভব্যসভ্য হতে শেখো। মিঃ মেলোন্ একজন সাংবাদিক। তিনি যদি এসব কথা তাঁর কাগজে ছাপিয়ে দেন, তবে কি কেলেঙ্কারি হবে বলো দেখি!"

"মিঃ মেলোনের কথা বলছ? যত নোংরা ঘাঁটাই তো এঁদের কাজ।"

"আপনার মুখের কোনো আগল নেই, দেখছি!" আমি বললাম।

"আপনার সাথে শীগ্‌গিরই আমার বোঝাপড়া হবে। তাই আপনি আমাদের এই পারিবারিক ব্যাপারে নজর নাই বা দিলেন! এজন্য তো আর আপনাকে ডেকে আনিনি। আপনার সঙ্গে আমার আরও গুরুতর আলোচনা আছে।"

এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "লক্ষ্মীটি! এবার ওঠো! রান্নাঘরে বসে তোমার গেরস্থালির কাজকর্ম করো গে। বসে বসে তোমার উপদেশ শুনতে গেলে হয় তো আমি আর দশজনের মতো ভদ্রলোক হতাম, কিন্তু জর্জ এড্‌ওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার হতে পারতাম না। দুনিয়ায় অনেক ভদ্রলোক পাবে, কিন্তু চ্যালেঞ্জার শুধু একজনই আছে। কাজেই তাকে নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করো।"

ভদ্রমহিলা চলে যেতেই, অধ্যাপক আমাকে নিয়ে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকলেন। দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর আবার কেন ডেকে এনেছি, তা বলা দরকার। আপনি যে পুলিশের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার দোষ স্বীকার করেছেন, এতে বোঝা গেল, আপনারা সাংবাদিকের দল যে স্তরের লোক, আপনি তার কিছুটা উর্ধ্বে। তাই ভাবলাম, আপনার সাথে আলাপ-পরিচয়টা আর একটু ভালো করেই হোক।"

ক্লাসের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেবার মতো কথাগুলি বলে তিনি তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে একটা ময়লা ছেঁড়া নোটবই বার করলেন। তারপর বললেন, "আমি আপনাকে আমার দক্ষিণ আমেরিকার অভিযানের কথা বলব। কিন্তু আপনি এ নিয়ে কোনো টীকাটিপ্পনী কাটতে পারবেন না। আমি যা বলব, আমার অনুমতি ছাড়া তা কোথাও প্রকাশ করতে পারবেন না। আর সে অনুমতি আপনি জীবনে কোনো দিনও পাবেন না।"

"এ যে বড় কঠিন শর্ত। নিশ্চয়ই আপনি এ বিষয়ে একটু—"

আমার কথা শেষ করার আগেই তিনি তাঁর নোটবইটি ড্রয়ারে পুরে ফেলে বললেন, "তবে এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ হোক। আপনি এবার আসুন! নমস্কার!" বেগতিক দেখে আমি বললাম, "আমি আপনার সব শর্তেই রাজি আছি।"

"কথা দিচ্ছেন?"

"দিচ্ছি।"

"কিন্তু আপনি যে আপনার কথার খেলাপ করবেন না, তার নিশ্চয়তা কি?"

"মানুষকে অহেতুক অপমান করতে কি আপনার একটুও বাধে না?"—আমি রাগ করে বললাম।

আমার এই উষ্মা প্রকাশে তিনি রাগ না করে বরং কৌতুক বোধ করলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "গোল মাথা, মাথার খুলি লম্বায়-চওড়ায় প্রায় সমান, কটা চোখ, কালো চুল—এ সব কি বোঝায় জানেন? নিগ্রো টাইপ! আপনি বোধ হয় কেলটিক?"

"না আমি আইরিশ!"

"এতক্ষণে আপনার রাগের কারণ বোঝা গেল। আপনি কথা দিয়েছেন যে, আমার কোনো কথাই আপনি বাইরে প্রচার করবেন না। আপনার এ কথা কতখানি রাখবেন, আপনিই জানেন। তবু আমি আপনাকে এমন কয়েকটা খবর দেব, যা শুনতে আপনার খুবই ভালো লাগবে। আপনি জানেন যে, দু'বছর আগে আমি দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে যাই। নানা দিক দিয়েই এই অভিযান বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। প্রাণিবিজ্ঞানী ওয়ালেস্ ও বেটস্-এর কয়েকটি সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য যাচাই করাই ছিল আমার এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। আমি যদি শুধু তাই করেই ফিরে আসতাম, তাহলেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাখিটা উড়ে গেল, আর সাথে নিয়ে গেল আমাদের এত আশার ঝলসানো 'এজুতি'!

www.BanglaBook.org

অমনি গাছের উপর থেকে দুইখানা লম্বা লোমশ হাত আমার কাঁধে এসে লাগল।

www.BanglaBook.org

এ অভিযানের গুরুত্ব কম হত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যার ফলে আমাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে অনুসন্ধান চালাতে হল।

"আপনি হয়তো জানেন না যে, আমাজন নদীর অনেকগুলি উপনদীই এখনও চিহ্নিত হয়নি। আমার সংকল্প ছিল, এসব জায়গায় জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা করব। এতে প্রাণিবিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। আমি আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে ফিরে আসছি, এমন সময় রেড ইন্ডিয়ানদের একটি গ্রামে এক রাত কাটাতে হয়। কোন গ্রাম, কি বৃত্তান্ত, সে সব আমি কিছুই বলব না। যাবার পথে কয়েকজন অসুস্থ গ্রামবাসীকে আমি ঔষধপত্র দিয়ে আরোগ্য করেছিলাম, তাই তারা আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করত। কাজেই ফেরার পথে আমাকে পেয়ে তারা যে খুবই খুশি হল, এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হলাম না। আমি যাওয়া মাত্র তারা আকার-ইঙ্গিতে আমাকে জানাল যে, এক জায়গায় আমাকে ঔষধপত্র নিয়ে এক্ষুনি যেতে হবে। যার জন্যে যাওয়া, গিয়ে দেখি, আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। সে রেড ইন্ডিয়ান নয়, আমারই মতো সাদা চামড়ার লোক। তার পরনের কাপড়-চোপড় তালিমারা, চেহারা একদম শুকনো। দেখলেই মনে হয় বহুদিন বহু কষ্টে তার দিন কেটেছে। রেড ইন্ডিয়ানরা যা বলল, তা থেকে বুঝলাম, লোকটি বনপথ ধরে এ গ্রামে এই প্রথম এসেছিল। তখনই তার প্রায় শেষ অবস্থা।

"তাঁর বিছানার কাছে তাঁর একটা ঝোলা পড়েছিল। তার উপরে তাঁর নাম লেখা—ম্যাপল্ হোয়াইট, লেক্ এভিনিউ, ডেট্রয়, মিশিগান। ভদ্রলোক যে কি অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, তার ইতিহাস যদি কোনোদিন লেখা হয়, তবে তাঁর নাম বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে থাকবে।

"ভদ্রলোক ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী, কবিতাও লিখতেন। তাঁর ঝোলায় কয়েকটি কবিতা, কয়েকটি ছবি, রঙের বাক্স, তুলি, একটা বাঁকা হাড় (যা আমার টেবিলের উপর রেখেছি), একটা বাজে রিভলবার, কয়েকটি কার্তুজ ও ব্যাক্সটারের লেখা 'পতঙ্গ ও প্রজাপতি' নামে বিখ্যাত বইয়ের একখণ্ড ছিল। তাঁর নিজের ব্যবহারের আর কোনো জিনিসই তাতে ছিল না—হয় তা কোনোরকমে খোয়া গেছে, নয়তো ব্যবহারে ব্যবহারে শেষ হয়ে গেছে।

"আমি চলে আসব, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল, তার ছেঁড়া জামার পকেটে একটা নোটবই আছে। এই সেই নোটবই। আমি আপনাকে এর প্রত্যেকটি পাতা উলটিয়ে দেখতে বলছি।"

অনেক কৌতূহল নিয়ে আমি নোটবইখানা খুললাম। তার অনেক পাতা লেখা এবং ছবি বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবুও মোটামুটি বোঝা যায়।

প্রথম কয়েকটি ছবির তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। রেড ইন্ডিয়ান নর-

www.BanglaBook.org

নারী, তাদের ছেলেমেয়ে, একজন মোটা পাদরী, একটা নদী—এমনি সব সাধারণ ছবির পর শুরু হয়েছে নানারকম পশুপাখির ছবি। বালুচরে সমুদ্র-গাভী, কচ্ছপ ও তার ডিম, পাম গাছের নীচে কালো অ্যাজুতি—এমনি সব ছবি। শেষের ছবিটা অনেকটা শুয়োরের মতো। তারপর কয়েক পাতা জুড়ে কেবল লম্বা ঠোঁটওয়ালা গিরগিটির ছবি। এদের আকৃতি এমন কুৎসিত যে দেখলে ঘৃণা হয়। এগুলি যে কি তা ঠিক বুঝতে না পেরে অধ্যাপককে বললাম, "এগুলি নিশ্চয়ই এক জাতের কুমির।"

"দক্ষিণ আমেরিকায় সত্যিকার কুমির কোথায়?"

"আমি বলতে চাইছিলাম, আমি অসাধারণ কিছু দেখছি না।"

"পরের পাতাটি খুলুন।"

খুলে দেখি প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি রঙিন ছবি। এবড়ো-খেবড়ো করে রং দেওয়া। নূতন শিক্ষার্থীরা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে এ ধরনের ছবি আঁকে। সামনে খুব ঘন তৃণগুল্ম, সেগুলি যেন আস্তে আস্তে উপরের দিকে গিয়ে একটা পাহাড়ের গায় মিশেছে। পাহাড়ের রং গাঢ় লাল। বেসল্ট পাহাড়ের মতো তার গড়ন। পাহাড়ের একটা অংশ পিরামিডের মতো, তার চূড়ায় একটা লম্বা গাছ—মাঝে একটা ফাটল থাকায় মূল পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন। সব শেষে নীল আকাশ। রাঙা পাহাড়ের মাথায় সবুজ গাছের শোভা। পরের পাতায় একই ছবি জল রঙে আঁকা। তবে এটি খুব কাছ থেকে আঁকা বলে অনেক জিনিসই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখছেন?"

"দৃশ্যটি খুবই অদ্ভুত! এ রকমটি বড় দেখা যায় না। কিন্তু আমি তো ভূতত্ত্ববিদ্ নই। কাজেই এটা খুব অসাধারণ কিছু কিনা তা বলতে পারব না।"

"এ সত্যিই অসাধারণ। এর জুড়ি মেলা ভার। এ রকম যে কোনো জায়গা থাকতে পারে, তা সহজে বিশ্বাস করা শক্ত। এ যেন স্বপ্নেরও অতীত। যাক পরের পাতাটি ওলটান।"

এবার সত্যি সত্যিই আমার বিস্ময়ের পালা। গোটা পাতা জুড়ে এক অদ্ভুত জন্তুর ছবি আঁকা। মাথাটা মুরগির মতো, শরীরটা অতিকায় টিকটিকির মতো, লম্বা বাঁকানো লেজের উপর দিকটায় শজারুর কাঁটার মতো লম্বা লম্বা কাঁটা, সারা পিঠটা করাতের প্রকাণ্ড দাঁতের মতো, অনেকটা মোরগের ঝুঁটির মতো দেখতে। এই জন্তুটির সামনে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে।

অধ্যাপক একটু আত্মপ্রসাদের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ছবিটি দেখে আপনার কি মনে হয়?"

"অদ্ভুত—অপূর্ব। তবে এ ছবি নেশার ঝোঁকে আঁকা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নেশার ঝোঁকে আঁকা? হাসালেন আপনি। এ জন্তু এখনও বেঁচে আছে। আর তাই দেখেই এটি আঁকা হয়েছে।"

"যত সব গাঁজাখুরি"—বলতে বলতেও সামলে নিলাম। শুধু বললাম, "সামনে একটা বামনের ছবিও আঁকা। সে তো খাঁটি ইওরোপিয়ান, তার মাথায় সোলার টুপি।"

অধ্যাপক মোষের মতো ফোঁসফোঁস করে বললেন, "আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি নেহাতই কম। কোনো বিষয়ই আপনার মাথায় ঢোকে না।"

আমি কোনোক্রমেই রাগ করব না স্থির করেছি। তাই শুধু বললাম, "আমার মনে হয়েছিল লোকটি খুবই বেঁটে।"

তিনি বললেন, "জন্তুটির পেছনের গাছটি দেখছেন? এটি হচ্ছে আইভরি পাম্। লম্বায় এগুলি পঞ্চাশ-ষাট ফুট হয়। কাজেই বুঝতে পারছেন, একটা উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষটির ছবিটি আঁকা হয়েছে। এই ভয়ংকর জন্তুটির সামনে দাঁড়িয়ে তার ছবি আঁকা সম্ভব নয়—এটাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? প্রাণীটি যে কি অতিকায় তা বোঝাবার জন্যই মানুষটির ছবি আঁকা হয়েছে। মানুষটি যদি পাঁচ ফুট হয়, তবে গাছটি হবে তার দশগুণ উঁচু।"

"তা হলে জন্তুটির যে কি বিরাট দেহ হবে, তা কল্পনাই করা যায় না।"

"কিন্তু, এই অদ্ভুত অতিকায় প্রাণী যে এখনও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, এ কথা তো স্বীকার না করে উপায় নেই।"

ইত্যবসরে আমি বইটির সব কয়টি পাতাই উলটিয়ে দেখে নিয়েছি। এরপর আর কোনো ছবি ছিল না। তাই বললাম, "একজন আমেরিকান চিত্রশিল্পী খেয়ালের বশে, কিংবা নেশার ঝোঁকে এটি এঁকেছে বলেই কি এটি বিশ্বাস করতে হবে? যাঁরা সত্যিকার বিজ্ঞানী, তাঁরা কখনও এ কথা মেনে নেবেন না।"

অধ্যাপক আমার কথার সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, "প্রাণিবিজ্ঞানের উপর আমার বন্ধু রে লেঙ্কেস্টারের এ একখানা চমৎকার বই। এর মধ্যে একখানা ছবি আছে দেখুন।" এই বলে তিনি বইখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি ছবিটি দেখে চমকে উঠলাম। এ যে সেই আমেরিকান চিত্র-শিল্পীর আঁকা ছবির মতোই দেখতে। ছবির নীচে লেখা, জুরাসিক যুগের ডাইনোসার স্টেগোসরাসের সম্ভাব্য ছবি। এর শুধু পেছনের পা-ই একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দ্বিগুণ লম্বা।

অধ্যাপক হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি বলবেন!"

"এ অদ্ভুত সাদৃশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এতেও নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায় না। এমনও হতে পারে, আমেরিকান ভদ্রলোক এই ধরনের ছবি আর কোথাও দেখে থাকবেন। সেই স্মৃতি থেকেই তিনি এটা এঁকেছেন।"

"বেশ! আপনার কথাই না হয় মেনে নিলাম। এবার এই হাড়টি ভালো করে দেখুন তো!" এই বলে তিনি টেবিলের উপরে রাখা হাড়টি আমার হাতে দিলেন। এইটি তিনি আমেরিকান ভদ্রলোকের ঝোলায় পেয়েছিলেন, সে কথা তিনি আগেই বলেছিলেন। "বলুন তো এটি কার হাড়?"

খানিকক্ষণ দেখে-শুনে আমি বললাম, "এটি হয়তো মানুষেরই কণ্ঠের হাড়। তবে বেশ মোটা।"

"মানুষের কণ্ঠের হাড় বাঁকা, কিন্তু এটি সোজা। তাছাড়া এর গায়ে একটা খাঁজ কাটা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই খাঁজের উপরে ছিল পেশীরজ্জু। মানুষের কণ্ঠাস্থিতে এমনটি হবার কথা নয়।"

"এটি ঠিক কার হাড়, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"এজন্য আপনার লজ্জা পাবার কারণ নেই। আপনি কেন, আমার বিশ্বাস সাউথ কেংসিনটনের কোনো পণ্ডিতই এর উত্তর দিতে পারবেন না।"

"তবে কি এটা কোনো অতিকায় হাতির হাড়? কিংবা তার চেয়েও বড় ট্যাপিরের হাড়?"

"না, হাতিও নয়, ট্যাপিরও নয়। এ হাড় হচ্ছে এমন একটি প্রাণীর যা হাতি বা ট্যাপিরের চেয়েও অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী, অনেক হিংস্র। আর এ প্রাণীটি এখনও ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে আছে। তবে প্রাণিবিজ্ঞানীরা এখনও তার খোঁজ পাননি। যাক সে কথা। এবার আমার কাহিনির বাকিটা বলছি।

"আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন, আমেরিকান শিল্পীর ঝোলা আর নোটবই দেখার পর এ সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে ফিরে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এই ভদ্রলোক কোন পথে এসেছিলেন, রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তা মোটামুটি জেনে নিলাম।

"আচ্ছা, আপনি কি কোনোদিন 'কিউরুপুরী' বলে কারো কথা শুনেছেন?"

"না।"

"রেড ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস যে কিউরুপুরী হচ্ছে বনের দেবতা। তিনি যেমন হিংস্র, তেমনি হিংসাপরায়ণ। ইন্ডিয়ানরা তাঁর ত্রিসীমানায় যেতেও ভয় পায়। তাঁকে কেউ কোনোদিন দেখেনি। তবে তিনি কোথায় থাকেন, সব ইন্ডিয়ানদেরই সে সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। এই আমেরিকান ভদ্রলোক সে দিক থেকেই এসেছিলেন। কাজেই সে পথে নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু আছে। সে ভয়ংকর আসলে কি, তা বের করবার জন্য আমি মনে মনে সংকল্প করলাম।

"ইন্ডিয়ানরা আমাকে প্রথমে খুবই বাধা দিল। তারা কিছুতেই আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরণের মুখে যেতে দেবে না। যা হোক, তাদের অনেক কষ্টে বুঝিয়ে অনেক লোভ দেখিয়ে আমি দুজন পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করলাম। তারপর নানা বিপদের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ চলার পর এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম, এক সেই আমেরিকান ভদ্রলোক আর আমি ছাড়া এ যাবৎ আর কেউ তার সন্ধান পায়নি। এই দেখুন, আমি সে জায়গাটির একটি আলোকচিত্রও তুলে এনেছি। ফটোটি অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়। তার কারণ ফেরার পথে নদীর প্রবল স্রোতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়, আমার সব মূল্যবান সংগ্রহ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। সামান্য কিছু বাঁচাতে পেরেছিলাম, এই ফটোটা তারই একটি। আমার এ কাহিনি অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, বলে এ জাল ফটো। আমি সে সব অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে।"

ফটোটি সত্যি সত্যি খুবই অস্পষ্ট। খুব মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটা একটা টানা উঁচু পাহাড়ের দৃশ্য। সামনে সবুজ গাছপালা।

আমি বললাম, "একটু আগে আমেরিকান ভদ্রলোকের নোটবইয়ে যে জায়গার ছবি দেখেছি, এ যেন তারই ফটো।"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন। ভদ্রলোক যেখানে ক্যাম্প করেছিলেন, আমি তারও সন্ধান পেয়েছি। এই ফটোটা দেখুন।"

এই ফটোটাও সেই একই জায়গার। তবে খুব কাছ থেকে নেওয়া। ফটোটা খুবই অস্পষ্ট। তবুও আমি পাহাড়ের চূড়া, তার উপরের সেই উঁচু গাছ, পাহাড়ের ফাটল—সবই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

"এবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে ভালো করে নজর দিন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

"একটা প্রকাণ্ড গাছ।"

"গাছের উপর কিছু দেখছেন কি?"

"একটা প্রকাণ্ড পাখি বসে আছে।"

তিনি আমার হাতে একটি আতশী কাচ দিলেন। তা দিয়ে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড পাখি। তার ঠোঁটও প্রকাণ্ড। আমি বললাম, "এটা বোধ হয় একটা অতিকায় পেলিকান।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে পারছি না। কেননা পেলিকান তো নয়ই, এটা পাখিই নয়। আমি এরকম একটা প্রাণীকে গুলি করে মেরেছিলাম। আমার অভিযানের এই একটিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি আনতে পেরেছিলাম।"

"আপনার কাছে তা হলে সেটা আছে?"

"আমার কাছে ছিল। কিন্তু নৌকাডুবির সাথে সেটাও গেছে। আমি সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁকড়ে ধরে রাখবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু তার একখানা ডানা ছাড়া আর সবই স্রোতে ভেসে গেছে। আমি নিজেও তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, নইলে হয়তো আর কিছু বাঁচাতে পারতাম।"

এই বলে তিনি তাঁর দেরাজ থেকে সেটা বের করলেন। আমার মনে হল সেটা প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের ডানার উপরের অংশ। লম্বায় প্রায় দু'ফুট। হাড় বাঁকা, তার নীচে পাতলা পর্দা।

"এ যে প্রকাণ্ড বাদুড়ের ডানা!" আমি বললাম।

"মোটেই তা নয়। আমি দেখছি প্রাণিবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানও আপনার নেই। তা না হলে এটা তো আপনার জানা উচিত ছিল যে, পাখির পাখা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার হাত, আর বাদুড়ের ডানায় আছে তিনটে লম্বা আঙুল, পাতলা পর্দা দিয়ে জোড়া। এটা ভালো করে দেখুন, দেখবেন, এখানে একখানা মাত্র হাড়ের সাথে একটা মাত্র পর্দা লাগানো। কাজেই এটা কিছুতেই বাদুড়ের ডানা হতে পারে না। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যদি বাদুড়ও না হয়, পাখিও না হয়, তবে এটা কি প্রাণী হতে পারে?"

আমার বিদ্যায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই চুপ করেই রইলাম।

তিনি তখন প্রাণিবিজ্ঞানের একখানা মোটা বই বের করলেন। তার এক পাতায় একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, "এটা ডাইমোফাডান বা টেরাডাকটাইলের ছবি। এ হচ্ছে এক ধরনের উড়ুক্কু সরীসৃপ—জুরাসিক যুগের প্রাণী এরা। পরের পাতায় এদের ডানা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। পড়ে দেখুন। তারপর এই ডানাটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।"

সব দেখে-শুনে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। নোটবইয়ের ছবি, আলোকচিত্র, অধ্যাপকের বর্ণনা, সব শেষে হাতের সামনে প্রাণীটির ডানার অংশ—এই সব প্রমাণের পর বিশ্বাস না করে উপায় কি? আমার মনে হল, অধ্যাপক যা বলেছেন সব সত্যি, অনর্থক তাঁকে অবিশ্বাস করা হয়েছে।

আমি অভিভূত হয়ে বললাম, "আপনার এ আবিষ্কার সত্যিই যুগান্তকারী। আপনি বিজ্ঞান জগতের একজন কলম্বাস। আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে আমি খুবই অন্যায় করেছিলাম। এখন এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে আমার সব সন্দেহই দূর হয়েছে।"

আমার কথা শুনে অধ্যাপক খুশি হলেন। তাঁর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

তিনি বললেন, "তখন বর্ষা শুরু হয়ে গেছে, আমার রসদও প্রায় শেষ। আমি পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার উপরে উঠবার কোনো পথ খুঁজে পাইনি। পিরামিডের মতো পাহাড়টার উপরই আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেরাডাকটাইলটাকে গুলি করি। সেখানে ওঠা খানিকটা সহজ ছিল। তবুও আমি অর্ধেকের বেশি উঠতে পারিনি। যেখান থেকে আমি গোটা জায়গাটার একটা মোটামুটি চেহারা দেখেছিলাম। মনে হল, জায়গাটা বেশ বড়। নীচেটা জলা, ঝোপ-জঙ্গলে ভরা, সাপ-সরীসৃপ ইত্যাদিতে ভর্তি। এই অদ্ভুত রাজ্যকে প্রকৃতিই যেন বিশেষ ব্যবস্থায় ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

"ওখানে আর কোনো জীবিত প্রাণীর সন্ধান পাননি?"

"না। তবে পাহাড়ের সানুদেশে যেখানে আমরা ক্যাম্প করেছিলাম, সেখানে উপর থেকে নানারকম অদ্ভুত শব্দ কানে আসছিল।"

"আমেরিকান ভদ্রলোক যে জন্তুটির ছবি এঁকেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?"

"আমার কথা হচ্ছে, ভদ্রলোক যে ভাবেই হোক, উপরে উঠেছিলেন এবং জন্তুটিকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন। কাজেই উপরে যাবার একটা পথ নিশ্চয়ই আছে। তবে সে পথে যাতায়াত খুবই কঠিন। তা না হলে উপরের প্রাণীরা হরদম নীচে এসে উৎপাত করত। কথাটা বুঝতে পারছেন?"

"তাহলে এ প্রশ্নও তো আসে উপরে যে সব জন্তু-জানোয়ার আছে, তারা সেখানে গেল কি করে?"

"আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তরও খুব শক্ত নয়। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশই পাহাড়ে অঞ্চল। সুদূর অতীতে এখানকার ভূগর্ভে হয়তো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাতেই এ গোটা ভূমিখণ্ড সব জীবজন্তু সহ উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এখানকার পাহাড়গুলি তাই বেসল্ট পাথরের। আগ্নেয়গিরির লাভা থেকেই বেসল্টের উৎপত্তি, এ তো সবাই জানে। ফলে ওখানকার অধিবাসীরা আজও অক্ষত শরীরে বেঁচে আছে। প্রকৃতিই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তা না হলে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো এ সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা এখানেও এতদিনে বিলুপ্ত হয়ে যেত।"

"আপনার যুক্তিতর্ক, প্রমাণ সবই অকাট্য। আপনার উচিত এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পণ্ডিত মহলে প্রচার করে আপনার সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।"

"সে চেষ্টাও কি করিনি? কিন্তু দুঃখের বিষয় একদল মূর্খ-পণ্ডিত আমার কথা বিশ্বাস করেনি, আর একদল ঈর্ষাকাতর পণ্ডিত আমার যুক্তিতর্ককে পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এদের কথা শুনে আমি শুধু হেসেছি। কারণ সত্য চিরকালই সত্য। আমার এ সত্য একদিন প্রতিষ্ঠা পাবেই। তখন সবাই তা স্বীকার করতেও বাধ্য হবে। আমি যা নিজ চোখে দেখে এসেছি, যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তা যখন বোঝাতে চাই, তখন তা মন দিয়ে না শুনে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝতে চেষ্টা না করে আজেবাজে তর্ক করতে এলে কার না রাগ হয়? আমার স্ত্রী আমাকে মাথা ঠান্ডা রাখবার জন্য অনেকবার বলেছেন। এইসব বে-আদবদের পাল্লায় কি করে মাথা ঠান্ডা রাখি বলুন? তাই আমি চটে যাই, মারামারিও করি।

"যাক আমি যে দরকার মতো মাথা ঠান্ডাও রাখতে পারি, আজই তার প্রমাণ পাবেন। আজ রাত সাড়ে আটটায় জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটে প্রাণিবিজ্ঞানী মিঃ পার্সিভেল্ ওয়ালড্রন 'অতীত কালের সাক্ষ্য সম্পর্কে' এক বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতা শেষে তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আমি আমার এই সব নূতন আবিষ্কারের কথা খুব সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করব। দেখি যদি এতে কারও কোনো কৌতূহল জন্মাতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। তা হলে জানব, আমার অন্তত একজন সমর্থকও ওখানে আছেন। এই নিন কার্ড। হ্যাঁ, আপনাকে যা বললাম, তা আপনি কোথাও কারো নিকট প্রকাশ করবেন না—আপনার এই প্রতিশ্রুতি যেন মনে থাকে।"

আমি বক্তৃতা-সভায় যাব বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

চার

পথে বেরিয়ে আমার বারবারই মনে হল, অধ্যাপকের কাহিনি সত্য এবং বিজ্ঞান জগতে তাঁর আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম। তাঁর অনুমতি পেলে এ সংবাদ যখন 'গেজেটে' ছাপা হবে, তখন পাঠকদের মধ্যে কি বিপুল সাড়া পড়ে যাবে।—এ সব ভাবতে ভাবতে আমি 'গেজেট' অফিসে মিঃ ম্যাক্‌আর্ডলের সাথে দেখা করতে এলাম।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, "খবর কি বলুন! চ্যালেঞ্জারের হাতে মারধোর খেতে হয়নি তো?"

"গোড়ার দিকে খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তারপর সব ঠিক হয়ে যায় এবং আমাদের বেশ খোলাখুলি আলোচনাই হয়। কিন্তু আমাদের 'গেজেটে' প্রকাশের মতো কিছুই আনতে পারিনি।"

"আমি সে কথা মানতে রাজি নই। আপনার মুখে-চোখে কালশিটে পড়েছে, এই তো একটা খবর। কাল এ নিয়ে যদি একটা সম্পাদকীয় লেখা যায়, তবেই চ্যালেঞ্জারের মুখ চুন হবে। তাঁর ভণ্ডামি সবাই জানতে পারবে।"

"না না, তা করবেন না।"

"কেন বলুন তো।"

"কারণ তাঁর মধ্যে ভণ্ডামি নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি তাহলে তাঁর ম্যামথ্, অতিকায় হাতি, সমুদ্রের সাপের গল্প বিশ্বাস করে বসে আছেন?"

"তিনি তো এ সব সম্বন্ধে কোনো কথা বলেননি। তিনি যা বলছেন, তার মধ্যে অবশ্য নূতন আবিষ্কারের কথা আছে। আর সে কথা আমি বিশ্বাস করি।"

"তা হলে আপনি তা আমাদের 'গেজেটের' জন্য লিখে ফেলুন।"

"তার উপায় নেই। কারণ অধ্যাপককে কথা দিতে হয়েছে যে তিনি যা বলেছেন, তা যেন কোথাও প্রকাশ না করি।"

"এ আবার কেমন কথা হল?" এই বলে তিনি খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "আজ রাতে জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটে যে সভা হবে, তা তো আর গোপনীয় ব্যাপার নয়। তবু খুব কম কাগজেই তার রিপোর্ট বেরুবে। কেননা ওয়ালড্রনের বক্তৃতার রিপোর্ট আগেও অনেকবার বেরিয়েছে। তবে চ্যালেঞ্জারও যে সভায় কিছু বলবেন, সে খবর অনেকেই জানে না। একমাত্র আমরাই হয়তো সে বক্তৃতার খবর দিতে পারব। কাজেই আপনি অতি অবশ্য সে সভায় যাবেন, এবং কি হয় না হয় তার রিপোর্ট নেবেন।"

সভায় যাবার আগেই রাতের আহার সেরে নেবার উদ্দেশ্যে সেভেজ ক্লাবে গেলাম। সেখানে টার্প হেন্‌রির সাথে দেখা। তাঁকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বললাম। আমি অধ্যাপকের কথা বিশ্বাস করেছি শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন, "যাঁরা এত বড় আবিষ্কারের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন, তাঁরা কোনোদিনই এভাবে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ হারিয়ে ফেলেন না। এসব গল্প, উপন্যাসে চলে, বৈজ্ঞানিক জগতে অচল। তাঁর সব কথাই বানানো গল্প।"

"কিন্তু সেই আমেরিকান চিত্রশিল্পী?"

"তাঁর কোনোদিন অস্তিত্বই ছিল না।"

"তাঁর নোটবই?"

"সে চ্যালেঞ্জারের তৈরি।"

"সেই জানোয়ারের ছবিও চ্যালেঞ্জারের আঁকা?"

"তাছাড়া আর কে আঁকবে?"

"সেই ফটোগুলি?"

"সেই ফটোতে তেমন কিছুই নেই। আপনিই বলেছেন, সেখানে শুধু একটা পাখি দেখেছেন।"

"টোরোডাক্‌টাইলের অস্তিত্ব?"

"সে তো অধ্যাপকেরই বানানো গল্প। আপনার মাথায় তাই ঢুকিয়েছে।"

"কিন্তু হাড়গুলি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জাল ফটো যে তৈরি করতে পারে, নকল হাড় জোগাড় করা কি তার পক্ষে এতই শক্ত?"

হেন্‌রির কথা শুনে আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল। আমার মনে আবার সংশয় দেখা দিল। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি সভায় যাচ্ছেন তো?"

"চ্যালেঞ্জারের সেই আজগুবি কাহিনি শোনবার জন্য? অনর্থক সময় নষ্ট করে কি লাভ? তাছাড়া ছাত্রের দল যদি সে সভায় হাজির হয়, তবে সভা না হয়ে তা একটা হট্টগোলের বাজার হবে।"

"তবু তিনি কি বলতে চান, সেটা শুনে তাঁর বিচার করা উচিত নয় কি?"

"এটা একটা কাজের কথা বলেছেন। বেশ আমি যাব।"

আমরা গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই সভাগৃহ ভরে গিয়েছে। বহু বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, ছাত্র ও সাধারণ শ্রোতা বক্তৃতা শুনতে এসেছেন।

সভার সভাপতি অধ্যাপক মারে। তিনি যে কি বললেন, তা কিছুই শোনা গেল না। এরপর মিঃ ওয়ালড্রনের বক্তৃতা শুরু হল। তিনি বলেন ভালো। বক্তব্য বিষয়কে সাধারণের বোঝবার মতো করে বলার ক্ষমতাও তাঁর আছে। কি করে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হল, কবে পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হল, প্রথম প্রাণী কারা, তারপর নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা কি করে বর্তমান রূপ পেয়েছে, মানুষের পূর্বপুরুষ কে ছিল—এ সব বলতে বলতে কথাপ্রসঙ্গে যেই বললেন, একসময় পৃথিবীতে বহু অতিকায় উড়ুক্কু সরীসৃপ ছিল। মাটির নীচে শিলাস্তরে তাদের চিহ্ন দেখে আজও আমরা আঁতকে উঠি। কিন্তু জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আজ তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।—অমনি শ্রোতাদের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠলেন, "মিথ্যে কথা!"

মিঃ ওয়ালড্রন বহু জায়গায় বহু বক্তৃতা করেছেন। কাজেই কোন্ আপত্তির উত্তর দিতে হয়, কোনটা অগ্রাহ্য করা চলে, এ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাই তিনি এই বাধাকে উপেক্ষা করেই বলতে শুরু করলেন, "মানুষের জন্মের পূর্বেই এইসব উড়ুক্কু সরীসৃপরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এটা আমাদের পক্ষে মঙ্গলের কথা।"

আবার সেই একই কণ্ঠে একই আপত্তি শোনা গেল—"এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।"

এবার মিঃ ওয়ালড্রন আপত্তিকারীর দিকে নজর দিলেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার। তাই তিনি শুধু বললেন, "এ যে দেখছি, আমার বন্ধু অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার আমার কথার প্রতিবাদ করছেন।"

এই বলে তিনি তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু অধ্যাপক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জার বার বার তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। সভার শ্রোতারা, বিশেষভাবে ছাত্রের দল এই রগড় বেশ উপভোগ করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত মিঃ ওয়ালড্রনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি রেগে উঠে বললেন, "মিঃ চ্যালেঞ্জার! আপনার এ বে-আদবি সত্যি অসহ্য। আপনি দয়া করে এমন অভদ্র আচরণ এবং অজ্ঞের মতো কথা বলা বন্ধ করলেই খুশি হব।"

সমস্ত সভাকক্ষ থমথম করতে লাগল। এই বাক্‌যুদ্ধের শেষ ফল কি দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য সবার মনেই ঔৎসুক্য দেখা দিল।

অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার এতক্ষণ বসে ছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিঃ ওয়ালড্রন! আমিও আপনাকে অনুরোধ করব, বিজ্ঞান যাকে অসত্য বলে প্রমাণ করেছে, আপনিও দয়া করে তাকে সত্য বলে চালাতে চেষ্টা করবেন না।"

সভায় হইচই শুরু হয়ে গেল। একদল বলে উঠল, "অধ্যাপক ঠিকই বলেছেন।" আর একদল অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "অধ্যাপকের এ আচরণ অসহ্য।" আর একদল বলল, "মিঃ ওয়ালড্রনকে বলতে দিন।" অমনি আর একদল বলল, "এসব মিথ্যা শোনবার জন্য আমরা এখানে আসিনি।"

বেগতিক দেখে সভাপতি বার বার টেবিল চাপড়ে বলতে লাগলেন, "আপনারা দয়া করে চুপ করুন। বক্তাকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে দিন। তারপর যদি আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকে বলবেন।"

সবাই চুপ করে গেল। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারও আর মুখ খুললেন না। মিঃ ওয়ালড্রন তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। কিন্তু তা আর তেমন জমল না। দু'চার কথা বলেই তিনি বসে পড়লেন।

সভাপতির নির্দেশে অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার তখন বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠে প্রথমে যখন শ্রোতাদের সম্বোধন করে বললেন, "ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয় এবং বালখিল্য ছাত্রগণ"—তখনই সভায় হইচই শুরু হল। তরুণ শ্রোতার দল চেঁচামেচি করে বলতে লাগল, "আমরা এখানে এমনভাবে অপমানিত হতে আসিনি।"

অধ্যাপক সেদিকে কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, "মিঃ ওয়ালড্রনকে ধন্যবাদ দেবার ভার আমার উপর পড়েছে। উনি যা বলেছেন তা শুনতে বেশ ভালোই লেগেছে। এ জন্য নিশ্চয়ই উনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তবে এ ধরনের সভায় বক্তৃতা দেওয়া সহজ। সত্যের সাথে কল্পনা মিশিয়ে কিছু বলতে পারলেই শ্রোতারা তুষ্ট হয়। নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করলে এসব ক্ষেত্রে শ্রোতার মন পাওয়া যায় না। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য খানিকটা রসের ভিয়ান দিতে হয়। ফলে সত্যের বিকৃতি ঘটে, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে

www.BanglaBook.org

এসব বক্তৃতার কোনো গুরুত্বই থাকে না। সেদিক থেকে এ সব বক্তৃতা শোনা নিছক পণ্ডশ্রম মাত্র। তবে অর্থের দিকে বক্তার কিছুটা লাভ হয় বটে। এসব হাজার বক্তৃতার চেয়ে তাই তুচ্ছতম নূতন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার অনেক বেশি মূল্যবান। মিঃ ওয়ালড্রন তাঁর বক্তৃতায় যখনই ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন, তখনই আমি আমার আপত্তি জানিয়েছি। যদি কেউ মনে করেন, মিঃ ওয়ালড্রনকে অপদস্থ করা আমার এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য, তবে তিনি ভুল করবেন। একজন সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে সত্য আবিষ্কার করেছি, তার অপলাপ আমি কি করে সহ্য করব? মিঃ ওয়ালড্রন বলেছেন, বহুদিন পূর্বেই পৃথিবী থেকে সব প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি এসব প্রাণী জীবন্ত দেখতে পাননি বলেই একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তারা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁর এ কথা সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। কেননা তারা শুধু 'ছিল না', এখনও আছে। আমি নিজ চোখে তাদের কয়েকটিকে দেখেছি। আপনাদের মধ্যে কারও যদি জুরাসিক যুগের এইসব প্রাণীদের বর্তমান আবাসস্থলে যাবার ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সাহস থাকে তবে আপনারা আজও তাদের দেখতে পারেন। এরা এমনই অতিকায়, এমনই হিংস্র যে, অতি অনায়াসে এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণীকেও নিমেষে শেষ করে দিতে পারে।"

এইসময় সভায় আবার গণ্ডগোল শুরু হল। শ্রোতাদের মধ্য থেকে নানা মন্তব্য শোনা যেতে লাগল। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার এতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, "আপনারা প্রমাণ চেয়েছেন, সে প্রমাণ আমি দেব। আমাকে আপনারা মিথ্যাবাদী বলছেন, তাতেও আমার দুঃখ নেই। যাঁরা নূতন কিছু আবিষ্কার করেছেন, কোনো নূতন সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, অতীতেও তাঁদের ভাগ্যে এইরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপহাসই জুটেছে! যীশুকে আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করেছেন; গ্যালিলিও, ডারুইনের মতো বৈজ্ঞানিকরাও আপনাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। আপনারা যত গোলমালই করুন, বোকার মতো যত চেঁচামেচিই করুন, সত্য চিরদিন সত্যই থাকবে। আর সে সত্যকে চেপেও রাখা যাবে না। আমি বলছি—আমি এক নূতন সত্যের আবিষ্কার করেছি। আমাদের পূর্বসূরী বহু অতিকায় হিংস্র প্রাণী—যারা অনেকদিন আগেই ধরার বুক থেকে লোপ পেয়েছে বলে এতদিন শুনে আসছেন—তারা আজও বেঁচে আছে। যাঁরা আমার এ কথা বিশ্বাস করতে চান না, আমি তাঁদের আহ্বান করছি, আপনারা এগিয়ে আসুন। আমার কথার সত্যাসত্য নিজেরাই যাচাই করুন।"

তাঁর এই কথা শুনে তুলনামূলক শরীরবিদ্যার অধ্যাপক মিঃ সামারলি উঠে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়ালেন! বললেন, "মিঃ চ্যালেঞ্জার যা বললেন, তার ভিত্তি কি তাঁর দু'বছর আগেকার আমাজন অভিযান?"

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।"

"আপনার অনেক আগেই ওয়ালেস্, বেটস্ এবং আরও অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিক আমাজন নদী পরিক্রমা করেছিলেন, তাঁদের কেউ তো এসব কথা বলেননি।"

অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, "মিঃ সামারলি ভুলে যাচ্ছেন, আমাজন নদী টেম্স্ নদীর মতো ছোট নয়। পঞ্চাশ হাজার মাইল তার এলাকা। এত বিরাট জায়গায় কোথায় কি আছে তার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য আবিষ্কার করা একজন বা দুজন বৈজ্ঞানিকের কাজ নয়।"

"আপনার কথাই মেনে নিলাম। আপনি যে স্থানে এইসব অতিকায় প্রাণীকে জীবন্ত দেখে এসেছেন বলছেন, তার ভৌগোলিক সংস্থান জানাবেন কি?"

"জানাব, তবে ঠিক এখনই নয়। আমি প্রস্তাব করি, শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একটা কমিটি গঠন করা হোক! তাঁরা আমার আবিষ্কারের সত্যাসত্য নির্ণয় করবেন। মিঃ সামারলি সে কমিটির সভাপতিত্ব করতে রাজি হবেন কি?"

"নিশ্চয়ই রাজি আছি।"

"তবে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সেখানে কিভাবে যাওয়া যাবে, কমিটিকে আমি তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেব। সে পথ দুর্গম, বাধা-বিঘ্নও অনেক। তাই আমি বলছি, মিঃ সামারলি তাঁর সাথে দু'একজন তরুণ সঙ্গী নিন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কেউ এই অভিযানে যেতে রাজি আছেন কি?"

আমার মনে তখন গ্ল্যাডিসের মুখ ভেসে উঠল। কানে বাজতে লাগল তার কথা—দুঃসাহসিক কিছু করে নাম-যশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করার কথা। অমনি আবেগভরে আমি বলে উঠলাম, "আমি রাজি আছি।"

মিঃ টার্প হেন্‌রি আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি আমার কোট ধরে টানতে টানতে চুপি চুপি বললেন, "মিঃ মোলান, এ কি পাগলামি করছেন? বসে পড়ুন?"

কিন্তু তাঁর কথা শোনার আমার মনের অবস্থা কোথায়? তাই আমি আবার বললাম, "আমি রাজি।"

চারদিক থেকে সবাই চিৎকার করে উঠল—"নাম বলুন, আপনার নাম বলুন।"

"আমার নাম এডওয়ার্ড ডান মোলান। আমি 'ডেলি গেজেটে'র একজন রিপোর্টার। আমি সম্পূর্ণ মুক্ত মন নিয়েই যাচ্ছি।"

ইতিমধ্যে আর একজন ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও যেতে চান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সভাপতি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, "আমার নাম লর্ড জন রক্সটন। আমি ইতিপূর্বেই আমাজন নদীর অনেকটা দূর পর্যন্ত গিয়েছি। পথঘাটও চিনি। এই অভিযানে যোগ দেবার যোগ্যতা আমার আছে বলেই আমার বিশ্বাস।"

"খেলোয়াড়, শিকারি আর পর্যটক হিসাবে লর্ড জন রক্সটনের খ্যাতির কথা সবাই জানেন। কাজেই এ অভিযানের জন্য তিনি যে একজন যোগ্য ব্যক্তি, সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহই হবে না। তাছাড়া একজন সাংবাদিক সভ্য থাকাও সবদিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় বলেই আমি মনে করি।"

সভাপতির এ কথার পর অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমি তা হলে এই প্রস্তাব করছি, মিঃ সামারলি, লর্ড জন রক্সটন এবং মিঃ এডওয়ার্ড ডান মোলান—এই তিনজনকে নিয়ে অভিযান কমিটি গঠিত হোক। এ কমিটির সভাপতি হবেন সামারলি।"

সবাই এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সভার রিপোর্ট লিখতে এসে আমি এই অভিযানের সভ্য হয়ে গেলাম। মানুষের ভাগ্য যে তাকে কোন সময় কোনদিকে টেনে নেয় বলা মুশকিল।

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে বেরুচ্ছি, এমন সময় পিঠের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করতেই ফিরে দেখি, লর্ড রক্সটন। তিনি আমাকে বললেন, "আমরা দুজনেই তো এক যাত্রার সাথী হচ্ছি। তার আগে আধঘণ্টার জন্য আমার ওখানে একটু আসবেন কি? তা হলে আপনার সাথে দু'চারটে কাজের কথা আগেই সেরে নেওয়া যায়।"

আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম।

পাঁচ

লর্ড রক্সটনের সাথেই তাঁর বাড়ি গেলাম। বেশ বিত্তবানের বাড়ি। ঘরে নানা মূল্যবান ছবি, আসবাবপত্রও বেশ মূল্যবান। তবে সব জিনিসই অগোছালো। দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোক অবিবাহিত। মেয়েদের হাতের স্পর্শ কোথাও নেই। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের বহু পুরস্কার, নানারকম খেলা ও মুষ্টিযুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, শিকারের বহু চিহ্ন ঘরের এখানে-ওখানে সাজানো।

আমরা মুখোমুখি দু'খানা চেয়ারে বসলাম। আমাকে পানীয় ও সিগারেট দিয়ে তিনি নিজেও তাই নিলেন। পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমাদের কথাবার্তা শুরু হল।

তিনি বললেন, "আমরা দুজনেই একটা বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিয়েছি। অথচ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সভায় যখন বক্তৃতা শুনতে যাই, তখন যে এমন একটা অভিযানে যাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনিও হয়তো ভাবেননি, তাই না?"

"না, আমিও ভাবিনি।"

"মাত্র তিন সপ্তাহ আগে আমি উগান্ডা থেকে ফিরেছি। স্কটল্যান্ডে একটা বাড়ি করব বলে কিছু জমিও ইজারা নিয়েছি। বাড়িও শীঘ্রই শুরু করব ভেবেছিলাম। কিন্তু কবে ফিরতে পারব তারই এখন ঠিক নেই। এই অভিযানটা আপনার কেমন লাগবে বলে মনে করেন?"

"এ তো আমার নিত্যকার কাজের মধ্যেই পড়ে। আমি 'ডেলি গেজেটে'র একজন রিপোর্টার। নানা বিপদের মধ্যে থেকেও সংবাদ সংগ্রহ করাই আমাদের কাজ।"

"হ্যাঁ, আপনি সভায়ই বলেছিলেন যে, আপনি একজন রিপোর্টার। ভালো কথা, আপনি আমার একটু উপকার করতে পারেন কি?"

"আনন্দের সাথেই করব।"

"কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কাও আছে।"

"কি রকম?"

"আপনি বেলিঞ্জারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

"না। শুনিনি তো।"

"আশ্চর্য! গেজেটের রিপোর্টার হয়েও তাঁর নাম শোনেননি? স্যার জন বেলিঞ্জার একজন নামকরা যোদ্ধা। তিনি উপরতলায় অসুস্থ হয়ে আছেন। রাত-দিন কেবল মদ খাচ্ছেন। ডাক্তাররা বলছেন, তাঁকে কিছু না খাওয়াতে পারলে বাঁচানো দায়। অথচ কেউ তাঁর সামনে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ তাঁর ঘরে ঢুকলেই তিনি গুলি করবেন।"

"আমাকে এ অবস্থায় কি করতে বলছেন?"

"আমি ভাবছিলাম, আপনি-আমি একসাথে তাঁর ঘরে যাই। তিনি যদি ঘুমিয়ে থাকেন, তবে তো ব্যাপারটা সোজাই হয়ে গেল। তা না হলে তিনি একজনকে ঘায়েল করলেও আর একজন তাঁকে কাবু করতে পারবে। একবার তাঁর হাত দু'খানা বেঁধে ফেলতে পারলে আর ভয় নেই। তখন পাম্প করে তাঁর পেটের সব বের করে, তাঁকে কিছু খাওয়ানো শক্ত হবে না।"

এ যে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি। আমি যে খুব সাহসী তা নই। তবে অজানাকে জানতে গিয়ে বিপদে পড়ার ভয় করি না। কিন্তু তাই বলে অহেতুক এই বিপদের মুখে গলা বাড়িয়ে দেবারও কোনো মানে হয় না! অথচ সবাই আমাকে ভীরু অপবাদ দেবে, এও তো অসহ্য! তাই তাঁকে বললাম, "ভেবে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিন্তে কোনো কাজ হবে না। চলুন তাঁর ঘরেই যাওয়া যাক। সেখানে গিয়ে যা হয় করা যাবে।"

আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দু'এক পা গিয়েই তিনি মুচকি হেসে তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। আমাকেও আবার বসালেন। তারপর বললেন, "স্যার জন বেলিঞ্জারের কাছে যাবার আর দরকার হবে না। আজ সকালেই তাঁর জন্য যা করা দরকার সব ব্যবস্থা করেছি। আপনার সাহস কেমন আছে, তাই দেখবার জন্যই আপনাকে এ কথা বলেছিলাম। যাক, পরীক্ষায় আপনি বেশ ভালোভাবেই পাশ করেছেন। ভালো কথা, আপনিই কি আয়ার্লন্ডের বিখ্যাত রাগবি খেলোয়াড় মিঃ মোলান? আয়ার্লন্ডের হয়ে আপনি খেলবেন?"

"আমি বোধ হয় রিজার্ভে আছি।"

"তাই আপনাকে এর আগেও কোথায় দেখছি বলে মনে হচ্ছিল। আমি পারতপক্ষে রাগবি খেলা দেখা বাদ দিই না। কারণ, আমার মতে এই হচ্ছে সেরা খেলা। যাক, খেলার কথা আলোচনার জন্য আপনাকে ডেকে আনিনি। এবার আসল কথায় আসা যাক। টাইম্‌স্ পত্রিকার প্রথম পাতাটা দেখুন। আসছে সপ্তাহের বুধবার একটা জাহাজ প্যারা বন্দরে যাচ্ছে। আপনি এবং অধ্যাপক দুজনে মিলে যদি সব ঠিকঠাক করতে পারেন, তবে সেই জাহাজেই আমরা রওনা হতে পারি। আচ্ছা থাক। আমিই না হয় অধ্যাপক সামারলির সাথে কথা বলে নেব। আপনি যা যা নেবেন, তার কি হবে?"

"আমার কাগজই তার ব্যবস্থা করে দেবে।"

"আপনি বন্দুক ছুড়তে নিশ্চয়ই জানেন?"

"কিছুটা পারি। তবে হাত তেমন পাকা নয়।"

"কিছুটা নয়, বেশ ভালোভাবে বন্দুক ছোড়া শিখতে হবে। যদি অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার পাগল না হন, বা মিথ্যা না বলে থাকেন, তবে দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের অনেক কিছু অদ্ভুত জিনিসের সুমুখে পড়তে হবে। তখন বন্দুক ছাড়া চলবে না।"

এই বলে তিনি তাঁর বন্দুকের দেরাজ খুললেন। সেখানে নানা সাইজের নানা ধরনের নূতন নূতন বন্দুক সাজানো। তিনি একটা সুন্দর রাইফেল বের করে আমায় দিয়ে বললেন, "আপনি বরঞ্চ এইটা নিন। তিন বছর আগে পেরুভিয়াতে আমি এটা দিয়েই আত্মরক্ষা করেছিলাম। এটা দিয়ে আমি তাদের নেতা পেড্রো লোপেজকে হত্যা করেছিলাম। যাক সে কথা। আপনি অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে কতটুকু জানেন?"

"আজ সকালের আগে তাঁকে আমি দেখিওনি।"

"আমিও দেখিনি। অথচ মজা দেখুন, তাঁরই গোপন নির্দেশ অনুযায়ী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের চলতে হবে। ভদ্রলোক ভারী দেমাকে। কোনো বৈজ্ঞানিকই এঁকে দেখতে পারেন না। আপনি কি করে তাঁর সংস্পর্শে এলেন?"

আমি আজ সকালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের কথা বললাম। তিনি মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর দক্ষিণ আমেরিকার একটা মানচিত্র টেবিলের উপর রেখে বললেন, "অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার আপনাকে যা যা বলেছেন, আমার বিশ্বাস তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। আমি একাধিকবার দক্ষিণ আমেরিকায় গেছি। সেখানে এমন দুই-একটি জায়গা আছে, যা সকল দিক দিয়েই বিচিত্র। সেখানে আমি অনেকদিন কাটিয়ে এসেছি। সেখানকার অধিবাসীদের সাথে একবার আমার যুদ্ধও করতে হয়েছিল, তাদের অধিপতি পেড্রো লোপেজ আমার হাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। সেখানের সব কথা জানবার আমার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তাদের বিশ্বাসই বলুন, কুসংস্কারই বলুন—তা থেকে আমার এই ধারণা হয়েছিল সেখানে অদ্ভুত অলৌকিক কিছু আছে। কাজেই সেখানে সব কিছুই সম্ভব। ব্রেজিলের বনভূমি এতই বিস্তৃত, তার নানা অংশের বৈচিত্র্যও এত বেশি যে, শুধু একটা অংশ দেখেই সমস্ত বন সম্বন্ধে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা চলে না। আর কিছু না হোক, রাইফেল হাতে নিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে, রোমাঞ্চ আছে।"

বলতে বলতে তিনি যেন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে হল, আমাদের অভিযান যত বিপদসঙ্কুলই হোক, আমাদের পাশে এমন একজনকে পাব, যাঁর মাথা শত বিপদেও ঠান্ডা থাকবে।

আমি তখন গেজেট অফিসে গিয়ে মিঃ ম্যাক্‌আর্ডলের সাথে দেখা করে তাঁকে সব বললাম। তিনি প্রধান সম্পাদক মিঃ বোমোন্টের সাথে কথা বলে সব ব্যবস্থা করার ভার নিলেন।

তারপর যাত্রার দিন উপস্থিত হল। আমরা ফ্রান্সিস্‌কা জাহাজে উঠে আমাদের নির্দিষ্ট কেবিন দখল করলাম। সে দিনটার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে—শেষ বসন্তের ভিজে স্যাঁৎসেঁতে কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের তিনজনের গায়েই রেনকোট। অধ্যাপক সামারলি গম্ভীর, বিমর্ষ মুখে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। লর্ড রক্সটন তেজি ঘোড়ার মতো দৃঢ় পদক্ষেপে চলছেন। আমার মনে একদিকে আশা-উদ্দীপনা, আর একদিকে ভয়-আশঙ্কা। আমরা সবেমাত্র জাহাজে পা দিয়েছি, এমন সময় অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের গলা শোনা গেল। তিনি বললেন, "আমি আর জাহাজে উঠব না। যা বলবার এখান থেকেই বলছি। আপনারা ভাববেন না যে, এই অভিযানে বেরিয়ে আপনারা আমার কোনো উপকার করতে যাচ্ছেন। আপনারা এসে যে রিপোর্টই দেন

www.BanglaBook.org

না কেন, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। কারণ আমি জানি, সত্য কোনোদিনই মিথ্যে হতে পারে না। তবে আপনাদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেলে কয়েকজন সন্দেহবাদীর সংশয় দূর হবে, এই মাত্র। এই খামে আমি আপনাদের পথের ও অন্যান্য সব নির্দেশ লিখে দিয়েছি। আমার অনুরোধ ম্যানাওস্ শহরে না পৌঁছানো পর্যন্ত আপনারা এটা খুলবেন না। মিঃ মোলান, আমি আপনাকে চিঠিপত্র লিখতে বারণ করব না। কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার গেজেটে কোনো কিছুই প্রকাশ করবেন না। চিঠিপত্রেও জায়গাগুলির সঠিক ভৌগোলিক সংস্থান অব্যক্তই রাখবেন। লর্ড রক্সটন, শুনেছি বিজ্ঞানে আপনার কোনো আগ্রহই নেই। তবুও আপনি কি করে ডাইমোর ফডোনকে শিকার করলেন, তার বর্ণনা দিয়ে আপনাদের শিকারের কাগজ 'ফিল্ডে' প্রবন্ধ লেখার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। অধ্যাপক সামারলি, এই বয়সেও যদি আপনার নূতন কিছু জানবার কি শিখবার সত্যিকার আগ্রহ থাকে,—যদিও আমার ধারণা আপনার মোটেই তা নেই,—তবে আপনিও আপনার জ্ঞানভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ করে আসতে পারবেন। সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের যাত্রা সফল হোক, আপনারা আবার নিরাপদে ফিরে আসুন! নমস্কার!"

ছয়

আটলান্টিক মহাসাগর আমরা নির্বিঘ্নেই পাড়ি দিলাম। প্যারা বন্দরে পৌঁছে আমরা ছোট স্টিমারে উঠলাম এবং ম্যানাওস্ শহরে এসে পৌঁছলাম। এখানে ব্রিটিশ-ব্রাজিলিয়ান ট্রেডিং কোম্পানির মিঃ সর্টম্যানের আতিথ্যে আমরা বেশ বিশ্রামের সুযোগ পেলাম। তিনিই আমাদের অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসও সংগ্রহ করে দিলেন।

এখানে আমার সঙ্গীদের কথা কিছু বলে নেওয়া ভালো। অধ্যাপক সামারলির বৈজ্ঞানিক খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এই ধরনের অভিযানের নেতৃত্ব করার ষোল আনা যোগ্যতাই তাঁর আছে! তাঁর আকৃতি দীর্ঘ, দেহ ক্ষীণ, কিন্তু কিছুতেই তিনি ক্লান্ত হন না। কথাবার্তা একটু রুক্ষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া কথাই বলেন না। শরীরে দয়ামায়াও কম। যখন যে অবস্থায়ই পড়ুন, তাঁর প্রকৃতির বড় পরিবর্তন হয় না। ষাট বছরের উপর বয়স, তবুও কোনো অসুবিধাকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। প্রথমে তাঁকে আমাদের বোঝা বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মনোবল, তাঁর সহিষ্ণুতা আমাদের আদর্শস্থল। গোড়া থেকেই তিনি বলে আসছিলেন যে, অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের সব ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজি। তাঁর মতে এই অভিযানে আমাদের কেবল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুঃখকষ্টেই ভুগতে হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। সাউদাম্পটন থেকে শুরু করে ম্যানাওস্ পর্যন্ত তাঁর মুখে এই একই কথা শুনে আসছিলাম। ম্যানাওস্-এ নেমে তিনি খানিকটা শান্ত হলেন। এখানকার পাখি ও পতঙ্গের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি সারাদিনই নূতন নূতন প্রজাপতি ধরে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে তাঁর সময় কাটাতেন। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাঁর কোনো নজরই ছিল না, অনেক সময়ই বড় নোংরা হয়ে থাকতেন। সারাদিন তাঁর মুখে পাইপ লেগেই থাকত।—এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা।

লর্ড জন রক্সটন কোনো কোনো ব্যাপারে অধ্যাপক সামারলির মতো হলেও অনেক বিষয়েই দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। লর্ড রক্সটনের বয়স চল্লিশ, দোহারা চেহারা। তিনি সব ব্যাপারেই ছিমছাম ফিটফাট। পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময়েই সুবিন্যস্ত। রোজই একবার করে দাড়ি কামান। তাই মুখখানাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কথা কম বলেন, আপন মনে চিন্তা করেন, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলে চটপট জবাব দেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাই পৃথিবীর অনেক জায়গার অনেক কিছুই জানেন। দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সত্যই প্রশংসনীয়। আমাদের অভিযান যে নিষ্ফল হবে না, আমরা যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারব, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি স্বল্প অথচ মৃদুভাষী, ব্যবহারে খুবই ভদ্র। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়। চটে গেলে রক্ষা নেই। তবে সহজে চটেন না।

তিনি তাঁর ব্রেজিল ও পেরু ভ্রমণের কথা আমাদের তেমন কিছু বলেননি। কিন্তু আমরা ম্যানাওস্-এ পৌঁছানোমাত্র সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে যে সম্মান দেখাতে লাগল, তা কল্পনাতীত। তাদের চোখে তিনি অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ, অসাধ্য সাধন করা তাঁর পক্ষে কিছুই নয়।

পরে আমি তাঁর মুখে ব্রেজিল ও পেরু অভিযানের কথা শুনেছি। তাও কম চমকপ্রদ নয়। পেরু, ব্রেজিল ও কলম্বিয়া এই তিনটি প্রদেশের সীমানায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাবার বন। এই রাবারের লোভে বিদেশিরা এখানে এসে ভিড় করত। তারা প্রথমে স্থানীয় অধিবাসীদের কয়েকজনকে হাত করত। তাদের হাতে বন্দুক দিত। আর তাদের দিয়ে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে স্থানীয় লোকদের রাবার সংগ্রহে বাধ্য করত। এজন্য তারা মজুরি খুবই কম পেত, অথচ রাবার জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কাজ করে করে তাদের বেশিরভাগই অসুস্থ হয়ে পড়ত। এই বিদেশিদের প্রধান অনুচর ছিল এদেরই দলপতি পেড্রো লোপেজ। লর্ড রক্সটন তার এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। দুই দলে তুমুল লড়াই শুরু হল। শেষ পর্যন্ত লোপেজকে প্রাণ দিতে হল।

www.BanglaBook.org

স্থানীয় অধিবাসীরা তার অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেল। সেদিন থেকেই লর্ড রক্সটন হলেন তাদের চোখে দেবতা।

ব্রেজিলের বনভূমির কথা বলতে বলতে তিনি এক এক সময় উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। বলতেন, "এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় কত অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে। মানুষ আজও তার সন্ধান পায়নি। কাজেই চ্যালেঞ্জার যা বলেছেন, তা ধাপ্পাবাজি মনে করবার কোনো কারণই নেই।"

তাঁর এই উদ্দীপনা দেখে অধ্যাপক সামারলি শুধু মুচকি মুচকি হাসতেন, আর আপন মনে পাইপ টানতেন।

ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন অনুচরও নিযুক্ত করেছি। একজনের নাম জ্যাম্বো। বিশালবপু এক নিগ্রো। গায়ে যেমন শক্তি, বুদ্ধিও তেমনি প্রখর; সব কাজেই সমান উৎসাহ, আর খুব বিশ্বাসী।

অন্য দুজনের নাম গোমেজ আর ম্যানুয়েল। দুজনেই বর্ণ-সংকর। দুজনেই কৃষ্ণবর্ণ, হিংস্র স্বভাব, অথচ কাজেকর্মে চটপটে। দুজনেই এদেশে অনেক দিন যাবৎ আছে, পথ-ঘাট চেনে। তার উপর গোমেজ ইংরিজিও বলতে পারে।

এই তিনজন ছাড়া আমরা বলিভিয়ার তিনজন ইন্ডিয়ানও নিযুক্ত করেছিলাম। তারা নৌকা বাইতে, মাছ ধরতে খুবই ওস্তাদ। এদের নাম ছিল মোজো, জোসি এবং ফার্নান্ডো।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এল। আমরা বারান্দায় গোল হয়ে বসে আছি। বাইরে উজ্জ্বল রোদের আলো, দূরে পাম গাছের লম্বা ছায়া। বাতাস স্তব্ধ, নানা কীটপতঙ্গের একটানা সুর সে স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। বারান্দার একধারে ছোট্ট একটি বাগান, চারপাশে কেয়া কাঁটার বেড়া। তার উপর নানারঙের প্রজাপতির মেলা।

আমাদের সামনে একটি বেতের টেবিল। তার উপর অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের দেওয়া সেই সীলমোহর করা খাম। তার উপরে লেখা—"লর্ড জন রক্সটন ও তাঁর সহযাত্রীদের প্রতি নির্দেশ। এই খাম ম্যানাওস্ শহরে ১৫ জুলাই বেলা ঠিক বারোটার সময় খুলতে হবে।"

লর্ড জন টেবিলের উপর রাখা তাঁর ঘড়িটির দিকে চেয়ে বললেন, "বারোটা বাজতে এখনও সাত মিনিট বাকি।"

অধ্যাপক সামারলি একটু বাঁকা হাসি হেসে তাঁর শীর্ণ হাতে খামটি তুলে নিয়ে বললেন, "সাত মিনিট আগেই যদি খামটি খুলি, তাতেই বা এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? এও তো চ্যালেঞ্জারের বুজরুকিরই আর এক নমুনা!"

লর্ড রক্সটন বললেন, "তাঁর কথামতোই আমরা এখানে এসেছি। এ ব্যাপারেও তাঁর নির্দেশই মেনে চলা উচিত।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যাপক সামারলি একটু বিরক্তি সহকারে বললেন, "এই খামের মধ্যে ছাইভস্ম কি আছে জানি না। যদি সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে সব কিছু লেখা না থাকে তবে প্যারা বন্দর থেকে যে 'বলিভিয়া' জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে, আমি সেই জাহাজেই ফিরে যাব। আলেয়ার পিছনে ঘোরা ছাড়াও আমার আরও গুরুতর কাজ আছে। রক্সটন! এবার বোধহয় বারোটা বাজল। খামটা খোলা যাক।"

সত্যিই তখন ঠিক বারোটা। খামটা খোলা হল। তার মধ্যে বেরুল শুধু একটুকরো সাদা কাগজ। কোনো পিঠেই কিছু লেখা নেই। অদৃশ্য কালিতে লেখা কিনা, তাও পরীক্ষা করা হল। নাঃ, নেহাতই সাদা কাগজ।

"ধাপ্পাবাজের ধাপ্পাবাজির প্রমাণ হাতে-নাতে পেলেন তো! এবার আমাদের কাজ হবে ফিরে গিয়ে তাঁর ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া!"—অধ্যাপক সামারলির চোখ-মুখ রাগে জ্বলতে লাগল।

"আমি আসতে পারি কি?"—বলতে বলতে এমন সময় মিঃ চ্যালেঞ্জার স্বয়ং সেখানে হাজির হলেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি সহাস্যে বললেন, "আমার পৌঁছুতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। মাঝির দোষে নদীর একটা চড়ায় নৌকোটা হঠাৎ আটকে গিয়েছিল, তাই অধ্যাপক সামারলি আমার মুণ্ডপাতের সুযোগ পেয়েছেন বোধহয়।"

লর্ড রক্সটন বললেন, "আপনি এসে ভালোই করলেন। নইলে আমাদের অভিযানের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটত।"

"আপনারা কি সবাই যাত্রার জন্য তৈরি?"

"কালই যাত্রা করতে পারি।"

"তবে তাই চলুন। আমি যখন এসে গিয়েছি তখন পথ দেখাবার আর কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাদের সাথে একটু ছলনা করতে হয়েছে, তার জন্য মাপ চাইছি। আমি আপনাদের সাথে আসব একথা সভায় বললে এ নিয়ে প্রবল আপত্তি উঠত।"

অধ্যাপক সামারলি বললেন, "আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি হত না, এ কথা বলতে পারি।"

"যাক, আমি স্থির করেছিলাম, আমি নিজেই সময়মতো হাজির হয়ে আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। সে সময় এখন উপস্থিত। আজ রাতের মধ্যেই আপনাদের সব ব্যবস্থা শেষ করুন, যাতে কাল ভোরেই রওনা হওয়া যায়। এখন থেকে আমিই এই অভিযানের দায়িত্ব নিচ্ছি।"

লর্ড রক্সটন আগেই একখানা ছোট স্টিমার ভাড়া করেছিলেন। সময়টাও স্টিমার যাত্রার পক্ষে ভালো। কারণ এ সময় নদীতে জলও কম থাকে, স্রোতও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রবল নয়। তিনদিনেই আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে গেলাম। মোহনা থেকে জায়গাটার দূরত্ব প্রায় এক হাজার মাইল। এখানে নদী এত চওড়া যে এপার-ওপার দেখা যায় না। ম্যানাওস্ ছাড়ার চারদিন পর আমরা একটা শাখানদীতে পড়লাম। নদীটি আস্তে আস্তে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই নদীতে দু'দিন চলবার পর আমরা রেড ইন্ডিয়ানদের একটি গ্রামে এসে হাজির হলাম। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার আমাদের এখানেই নামতে বললেন এবং স্টিমারটিকে ম্যানাওস্ ফিরে যেতে বলা হল। কারণ এরপর নদীর স্রোত এত প্রবল যে সেখানে স্টিমারে যাওয়া অসম্ভব। তিনি এও বললেন যে, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে গেছি। কাজেই যত কম লোক আমাদের দলে থাকে, ততই ভালো। অধ্যাপক আবার আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এই প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, আমরা আমাদের অভিযানের কোনো সংবাদ প্রকাশ করব না। এমন কি চিঠিপত্রেও আমাদের গন্তব্যস্থলের সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সংস্থানের উল্লেখ করব না। এ বিষয়ে আমাদের মত দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না।

২ আগস্ট স্টিমারটি ম্যানাওস্-এ ফিরে গেল। বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হল। আমরা দুটি দেশি হালকা নৌকো ভাড়া করে তার উপর আমাদের সব জিনিসপত্র তুললাম। দুজন নূতন রেড ইন্ডিয়ানও নেওয়া হল— তাদের নাম থাটাকা আর ইপিটু। চ্যালেঞ্জারের প্রথম অভিযানের সময়ও তারা তাঁর সঙ্গী ছিল। তাদের ভাব দেখে মনে হল, তারা দ্বিতীয়বার যেতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। শুধু তাদের দলপতির হুকুমে তারা আমাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য হল। কাল হয়তো আমরা সেই অজ্ঞাত রাজ্যে পৌঁছাব। সেখানে আমাদের যে কি অভিজ্ঞতা হবে, মনে মনে তারই জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম।

সাত

সন্ধ্যার দিকে আমরা আমাদের কুটিরে বসে আগামীকালের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছি, এমন সময় জ্যাম্বো গোমেজকে টানতে টানতে আমাদের সামনে এনে হাজির করল। লুকিয়ে অন্যের কথা শোনার বদভ্যাস গোমেজের ছিল। সেই অভ্যাস দোষেই সে আড়ি পেতে আমাদের আলোচনা শুনছিল। জ্যাম্বো সেটা দেখতে পেয়ে তাকে ধরে এনেছে। গোমেজও রাগের মাথায় তার ছুরি বের করেছিল এবং জ্যাম্বোর বুকে তা বিঁধিয়েও দিত, যদি না জ্যাম্বো তড়িৎগতিতে তার হাত থেকে তা কেড়ে নিত। আমরা গোমেজকে খুব বকেঝকে দিয়ে ব্যাপারটা আপোসে মিটিয়ে দিলাম।

এদিকে দুই অধ্যাপকদের মধ্যেও রাতদিন কথাকাটাকাটি চলত। চ্যালেঞ্জার

www.BanglaBook.org

যেমন খোঁচা না দিয়ে কথা বলেন না, সামারলিরও জিভে তেমনি ধার। কাজেই দুজনের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগতে এক মুহূর্তও লাগত না। অথচ দুজনেই বুদ্ধিজীবী, চরিত্রবান; দুজনের অন্তঃকরণও মহৎ।

পরদিন আমরা অজানা রাজ্যের উদ্দেশে রওনা হলাম। দুটি নৌকোয় আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র আগেই তোলা হয়েছিল। এবার আমরা দুজন করে এক এক নৌকোয় উঠলাম। চ্যালেঞ্জার এবং সামারলি দুজন দু'নৌকোয় উঠলেন। আমি চ্যালেঞ্জারের নৌকোয় উঠলাম।

দু'দিনে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। এখানে নদী কয়েকশো গজ চওড়া, জলের রং কালো, অথচ এত স্বচ্ছ যে তলা দেখা যায়। আমাজন নদীর শাখাগুলির অর্ধেক এই ধরনের। বাকি অর্ধেকের জল ঘোলাটে সাদা। দু'জায়গায় নদীর স্রোত এত প্রবল যে তা এড়াবার জন্য আমাদের আধ মাইল ঘুরে যেতে হল। নদীর দু'পাড়ে আদিম অরণ্য, তাদের গাম্ভীর্য বর্ণনা করা সাধ্যের অতীত। গাছগুলি যেমন আকাশস্পর্শী, তার কাণ্ডগুলি তেমনই অতিকায়। গাছের ডালগুলি পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি করে একটি প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ সৃষ্টি করেছে। ফলে নীচেটা অন্ধকার, ক্বচিৎ কোনো জায়গায় একটু-আধটু রোদের আলো প্রবেশ করে। এই গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমরা নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগলাম। চ্যালেঞ্জারের অনর্গল জিহ্বাও যেন এই মৌন গাম্ভীর্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি শুধু ফিসফিস করে আমাকে এই বৃহৎ বনস্পতিগুলির নাম বলে দিতে লাগলেন। কোনোটা দেবদারু, কোনোটা তুলা, কোনোটা বা রক্তচন্দনের গাছ। এই সব গাছে আবার বিচিত্র পরগাছার শোভা। এছাড়া নানা লতানো গাছ বড় বড় গাছগুলির কাণ্ড জড়িয়ে উপরের দিকে উঠছে, একটু আলোর আশায়!

এই বিশাল অরণ্যে আমরা কোথাও কোনো প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলাম না। তবে আমাদের মাথার অনেক উপরে বানর, সাপ, শ্লথ ও নানাপ্রকার পাখির শব্দ শুনতে পেলাম। সকাল-সন্ধ্যায় বানরের কিচিমিচি এবং তোতাপাখির ডাক আমাদের কানে ভেসে আসত। ক্বচিৎ কোনোদিন হয়তো এক-আধটা পিপীলিকাভুক ভালুকের দেখাও মিলত।

এসব সত্ত্বেও আমাদের মনে হল, নিশ্চয়ই কাছেভিতে মানুষেরও বসবাস আছে। আমাদের এ ধারণা যে মিথ্যে নয়, তৃতীয় দিনেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। আমরা একটানা অদ্ভুত একরকম ঢাকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাদের নৌকা দুটি পাশাপাশি চলছিল। এই শব্দ শুনেই রেড ইন্ডিয়ান অনুচরেরা ভয়ে পাংশু হয়ে গেল, মাঝিদের হাতের বৈঠা স্তব্ধ হয়ে গেল।

"এটা কিসের শব্দ?" আমিই প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঢাকের শব্দ। এ হচ্ছে যুদ্ধের সংকেত।" লর্ড জন উত্তর দিলেন।

গোমেজও বলল, "এগুলি ঢাকের শব্দই বটে। বন্য ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধ সংকেত। তারা আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে। সুবিধা পেলেই আমাদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

"এই অন্ধকার অরণ্যে তারা কি করে আমাদের সন্ধান পাবে?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

লোমেজ বলল, "তা তারা পাবে। আর তাদের একজনের নজরে পড়লেই ঢাক বাজিয়ে তারা তা আর সবাইকে জানিয়ে দেয়। তারপর পারলে তারা শত্রুদের নির্মূল করে দেয়।"

সেদিন সন্ধ্যার দিকে নানান দিক থেকে ছয়-সাতটি ঢাকের শব্দ শুনতে পেলাম। কোনো সময় তারা দ্রুত লয়ে, কোনো সময় বিলম্বিত লয়ে বাজছে। তারা যেন বলতে চাইছে—"শীঘ্রই তোমাদের শেষ করছি।"

এই ড্রামের শব্দে আমাদের সব কয়জন অনুচরই যে খুব ভয় পেয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। তাদের মুখে কথা নেই, কেমন যেন মনমরা ভাব। অধ্যাপক দুজনই নির্বিকার। তাঁরা নূতন নূতন পাখি, নূতন নূতন লতাপাতা দেখতেই মশগুল। এঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্কাতর্কিও হয়। বিজ্ঞানীদের মন বুঝি এমন নির্ভয়ই হয়! তাঁরা তাঁদের চিন্তায় এতই মশগুল থাকেন যে, সংসারের অন্য ঝামেলা তাঁদের মনে কোনো রেখাপাতই করতে পারে না। একবার শুধু চ্যালেঞ্জার নির্বিকার ভাবে বললেন, "এ হচ্ছে নরখাদকদের রণ-দুন্দুভি।"

সামারলিও তাঁর কথায়ই সায় দিয়ে বললেন, "এরা হচ্ছে মঙ্গোলিয়ান গোষ্ঠীর লোক।"

"এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।" সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জার টিপ্পনী কাটলেন।

"তুলনামূলক শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে যার সামান্য একটু জ্ঞান আছে, সেও এ কথা বলবে না।"—সামারলি ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিলেন।

অমনি দুজনে তুমুল তর্ক শুরু হল।

সেদিন রাত্রিটা আমরা সতর্ক হয়ে থাকব ঠিক করে আমাদের নৌকো দুটি মাঝ নদীতে নোঙর করলাম। যাহোক, রাতটা নিরাপদেই কাটল। ঢাকের শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

বেলা প্রায় তিনটের সময় আমরা আবার প্রবল স্রোতের মুখে পড়লাম। প্রথম যাত্রায় চ্যালেঞ্জারের নৌকো এখানেই ডুবে গিয়েছিল। আমাদের অনুচরেরা নৌকোগুলি তীরে বেঁধে মালপত্র কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর হালকা নৌকোগুলিও তারা কাঁধে করেই বয়ে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই আমরা এই বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে ফের নদীতে নৌকো ভাসালাম। আমার মনে হল, শাখানদীর মুখ থেকে আমরা প্রায় একশো মাইল উজানে এসেছি।

পরদিন বিকাল পড়তেই অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার যেন উসখুস শুরু করলেন। তিনি নদীর দু'পাড়ই গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ একটা লম্বা পাম গাছ নজরে পড়তেই তিনি উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। সামারলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি গাছ বলুন তো।"

"এ তো এসাই পাম।"

"ঠিকই বলেছেন। গত যাত্রায় এ গাছটাই ছিল আমার প্রথম নিশানা। নদীর ওপারে আর আধমাইল গেলেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানের সীমানায় গিয়ে পৌছাতে পারব। সেখানে শুধু গাছের পর গাছ। ফাঁকা একটুও নেই। অদ্ভুত জায়গা। সেখানে ঝোপ-জঙ্গল বলতে কিছু নেই, শুধু বৃহৎ বনস্পতির সারি। তার একদিকে শিমুলতুলার গাছ। সেটাই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থানে যাবার প্রবেশপথ।

সত্যিই মায়াপুরী! চারদিকে কেবল সবুজেরই শোভা। মাঝে একটা অগভীর নদী। জল এত স্বচ্ছ যে, নীচের বালু পর্যন্ত দেখা যায়। দু'পাড়ে ঘন বন। অনেকটা নলখাগড়ার মতো।

এখানে ইন্ডিয়ানদের বসতির কোনো চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে বন্য প্রাণীর দেখা মিলতে লাগল। কিন্তু তাদের গতিবিধি এত সপ্রতিভ যে, সহজেই বোঝা যায়, এদিকে কোনোদিন কোনো শিকারির নজর পড়েনি।

কালোরঙের বানর তাদের সাদা দাঁত বের করে কিচিরমিচির করছে, বড় বড় কুমিরগুলি ঝুপঝাপ নদীতে লাফিয়ে পড়ছে, একটা টেপির ঝোপ থেকে আমাদের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঝোপের আড়াল থেকে একটা বিরাট পুমা শরীর বাঁকিয়ে আমাদের ভেংচি কেটে আবার ঝোপের আড়ালেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে পাখিও প্রচুর। সারস, বক, আইবিস ছাড়াও নীল, লাল, সাদা, হলদে, কালো—নানারঙের নানারকম পাখি নদীর দু'পাড়ে গাছের ডালে বসে নানারকম আওয়াজ করছে, আর ফাঁকে ফাঁকে ঝপ করে নদীতে পড়ে এক একটা মাছ ধরে আনছে।

তিনদিন আমাদের এই ভাবেই চলল। এর মধ্যে কোনো মানুষের চিহ্নই দেখতে পেলাম না। এতে একটু অবাকই হলাম।

গোমেজ বলল, "কুরুপুরির ভয়ে কোনো ইন্ডিয়ানই এদিকে আসে না।"

"কুরুপুরি! সে আবার কি?" সামারলি জিজ্ঞাসা করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কুরুপুরি হচ্ছে বনের দেবতা। অসভ্য ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস, এদিকেই তিনি থাকেন। তাই ভয়ে তারা এ দিকটা মাড়াতে চায় না।"—লর্ড জন বললেন।

সেদিনই বিকেলের দিকে বোঝা গেল, নৌকো নিয়ে আর এগুনো চলবে না। তাই নৌকো দুটি সেখানেই বেঁধে আমি আর লর্ড জন হেঁটে নদীর তীরে তীরে মাইল দুই উজানের দিকে দেখে এলাম। না, সত্যিই আর নৌকো নিয়ে এগুনো চলবে না। কারণ নদীর জল ক্রমেই কমে আসছে, জায়গায় জায়গায় বালি দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারেরও আগেই এই সন্দেহ হয়েছিল।

তাই নৌকো দুটো ডাঙায় তুলে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হল। ফেরার পথে যাতে আবার সেগুলি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়, সে জন্য একটা বড় গাছের কাণ্ডে কুড়াল দিয়ে চিহ্নও আঁকা হল। তারপর আমাদের সমস্ত মোটঘাট বেঁধেছেঁদে ভাগাভাগি করে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এইবার আমাদের সত্যিকার কষ্ট শুরু হল।

দুঃখের বিষয় এ সময়েই আবার দুই অধ্যাপকের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। এতদিন চ্যালেঞ্জারের নির্দেশ অনুযায়ীই সব কাজ হচ্ছিল। সেইভাবে আজও চ্যালেঞ্জার সামারলির উপরে কি একটা কাজের ভার দিতেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমাকে হুকুম করবার অধিকার আপনাকে কে দিল, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

চ্যালেঞ্জার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "এই অভিযানের নেতা হিসাবেই আমি এই আদেশ দিচ্ছি।"

"দুঃখের বিষয় আপনার নেতৃত্ব আমি মানতে রাজি নই। কারণ জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটের সভায় আপনি যে সব কথা বলেছেন, তার সত্যাসত্য যাচাই করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কাজেই আমরা হচ্ছি বিচারক, আর আপনি হলেন আসামী। আশাকরি আপনি এ কথাটা ভুলে যাবেন না।"

"তাই নাকি! আপনারা তাহলে নিজেরাই এগিয়ে চলুন। আমি আপনাদের পেছনে পেছনেই আসব। আমার নেতৃত্ব যদি না মানেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও আমার আর রইল না।"—এই বলে তিনি একটা গাছের নীচে বসে পড়লেন।

আমি আর লর্ড জন রক্সটন অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দুজনেরই মান ভাঙালাম। তা না হলে আমাদের অভিযান ব্যর্থ হবারই ষোল আনা আশঙ্কা ছিল। অধ্যাপক সামারলিই আগে আগে চলতে লাগলেন। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার তাঁর পেছনে। আর বাকি আমরা সব তাঁদের পিছনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, অধ্যাপক দুজনের অন্য সব বিষয়ে যত মতবিরোধই থাক, এডিনবরার

www.BanglaBook.org

প্রাণীবিজ্ঞানী ডাক্তার ইলিনওয়ার্থের নাম দুজনের একজনও শুনতে পারেন না। দুজনেই তাঁর বিরূপ সমালোচক।

আমরা একটা মস্ত সুবিধা পেয়ে গেলাম। যখনই দুই অধ্যাপকের মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো মতবিভেদ দেখা দিত, তখনই আমরা এক ফাঁকে ডাক্তার ইলিনওয়ার্থের প্রসঙ্গ টেনে আনতাম। অমনি তাঁরা তাঁদের মতবিরোধ ভুলে গিয়ে ডাক্তারের মুণ্ডপাত শুরু করে দিতেন।

সারা দিন চলবার পর আমরা নদীর শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হলাম। সেটা একটা শেওলা ঢাকা বিরাট বদ্ধ জলা। যত রাজ্যের মশা আর পোকামাকড়ের সেখানে বাস। অনেক কষ্টে সে জলা পার হয়ে আবার আমরা শক্ত মাটি পেলাম।

পরের দিন থেকে পথ ও পথের দৃশ্য দুয়েরই আমূল পরিবর্তন হল। পথ ক্রমেই খাড়াই হতে লাগল, গাছপালাও বিরল হয়ে এল। আমাজনের বিশাল বনস্পতির স্থলে দেখা দিল শুধু পাম জাতীয় গাছ। তাদের তলায় তলায় ছোট ছোট ঘাসের ঝোপ।

দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা পথ চলতে লাগলাম। দু'একবার চ্যালেঞ্জারের সাথে আমাদের দেশীয় গাইডদের পথের দিশা নিয়ে মতবিরোধও উপস্থিত হল। আমাদের পীড়াপীড়িতে চ্যালেঞ্জার শেষে তাদের মতেই মত দিতে বাধ্য হলেন। দেখা গেল তাঁরই ভুল হয়েছিল।

এখন আমরা সমানে চড়াই ভেঙেই চলছি। পাম গাছও ক্রমে বিরল হয়ে আসছে। তার জায়গায় দেখা দিচ্ছে শুধু এক ধরনের আইভরি গাছ, যার মাথায় নানারঙের নানারকম অর্কিডের শোভা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ে নদীরও দেখা মিলছে, তাদের তলায় বালির পরিবর্তে পাথরের নুড়ি। নদীতে নীলরঙের ছোট ছোট ট্রাউট মাছ। নদীর দু'ধারে শুধু ফার্ন গাছ। আমরা দিনের শেষে নদীর ধারে সুবিধামতো জায়গায় তাঁবু ফেলতাম, আর ট্রাউট মাছ ধরে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতাম।

নৌকো ছেড়ে আমরা এই পদযাত্রার প্রায় একশো কুড়ি মাইল চড়াই ভাঙলাম। এবার আইভরি গাছও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আর সামনে দেখা গেল দিগন্তবিস্তৃত এক বিশাল বাঁশবন। বাঁশের ঝাড়গুলি এত ঘন যে, সে বাঁশ না কেটে এক পা এগুবার উপায় নেই। ভোর সাতটা থেকে সন্ধ্যা আটটা অবধি বাঁশ কেটে কেটে পথ করে চলতে চলতে ক্লান্তিতে আমাদের সবারই শরীর যেন একেবারে অবশ হয়ে এল। বাঁশবনে এক ফালি রোদের আলোও ঢোকে না, তাই দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। এভাবে সারা দিন চলা যে কি কষ্টকর, ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। এই নিবিড়

www.BanglaBook.org

বনে যে কেউ বসবাস করতে পারে, তা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হত, আমাদের খুব কাছেই যেন কোনো অতিকায় ভারী জানোয়ার বাঁশবনে লাফালাফি করছে। লর্ড জনের মুখে শুনলাম, এ এক ধরনের বন্য মোষ। রাত হতেই আমরা খানিকটা বাঁশঝাড় কেটে পরিষ্কার করে সেখানেই আমাদের আস্তানা গাড়লাম এবং রাতের খাবার পেটে পড়তে না পড়তেই গভীর ঘুমে একেবারে অচেতন হয়ে পড়লাম।

ভোর হতেই আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। এবার প্রকৃতির আর এক রূপ দেখা গেল। পিছনে বাঁশবন, সামনে উন্মুক্ত মাঠ, তিমি মাছের পিঠের মতো আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে আছে। দুপুর নাগাদ আমরা এই উঁচু জায়গায় এসে পৌঁছলাম। সামনে ছোট একটু উপত্যকা। তারপর আবার চড়াই। মাঝে মাঝে ফার্ন গাছ।

উপত্যকাভূমি পার হয়ে আমরা আবার চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার ও দুই ইন্ডিয়ান পথপ্রদর্শক আমাদের আগে, আমরা তাঁদের পিছনে আসছি। এমন সময় তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই ডান দিকটায় দেখুন! দেখুন!"

তাঁর দেখাদেখি আমরা সবাই ডান দিকে তাকাতেই মাইলখানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড ধূসর রঙের পাখি দেখতে পেলাম। পাখিটা মাটি থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে উড়ে ফার্ন গাছের আড়ালে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

চ্যালেঞ্জার সামারলিকে সম্বোধন করে বললেন, "টেরোডাকটাইলটা দেখতে পেলেন তো?"—তাঁর গলায় আনন্দ আর গর্ব দুয়েরই প্রকাশ।

সামারলি এক কথায় তাঁকে নিবিয়ে দিলেন। বললেন, "টেরোডাকটাইল না কচু! ও তো একটা প্রকাণ্ড সারস!"

চ্যালেঞ্জার রাগে আর কোনো কথাই বললেন না। লর্ড রক্সটন আমায় বললেন, "দূরবীন দিয়ে আমি পাখিটা দেখেছি। সেটা টেরোডাকটাইল কিনা জানি না। তবে এ কথা বলতেই হবে, আমার জীবনে আমি এরকম পাখি এর আগে আর কখনও দেখিনি।"

এবার কি তবে আমরা সত্যি সত্যিই আমাদের অভীষ্ট স্থানের সীমানায় এসে পৌঁছেছি? সত্যিই তাই। আমরা যখন দ্বিতীয় পাহাড়টি পেরুলাম তখন আমাদের চোখে ভেসে উঠল এক বিশাল প্রান্তর, তার মাঝে মাঝে পাম গাছের ঝাড়, তার পরে রক্ত পাহাড়ের শ্রেণি। ছবিতেও ঠিক এই দেখেছিলাম।

চ্যালেঞ্জারের মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে, সামারলি এখনও মুখ খুলছেন না। এখনও তাঁর মনের দ্বিধা ঘোচেনি। ইতিমধ্যে আমাদের দলে ছোট্ট একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। জোসির বাঁ বাহুতে একটা কাঁটা বাঁশ সাংঘাতিকভাবে বিঁধে যায়। তাই নিয়ে সে এত বেশি ভুগছে যে, সে আর আমাদের সাথে থাকতে রাজি হল না। বাধ্য হয়ে তাকে বিদায় দিতে হল।

আট

সেই রাতেই আমরা বেসল্ট পাহাড়ের নীচে আমাদের তাঁবু খাটালাম। জায়গাটা ভয়ংকর নির্জন। ভীষণ উঁচু খাড়া পাহাড়, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। কাজেই সে পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা অসম্ভব।

কাছেই আর একটি ছোট পাহাড়—তার মাথাটা আমাদের গির্জার চূড়ার মতো। মূল বেসল্ট পাহাড়ের অধিত্যকা আর এর মাথা একই সমতলে অবস্থিত। কিন্তু দুয়ের মাঝখানে এক বিরাট ব্যবধান। কাজেই এর মাথায় উঠতে পারলেও মূল অধিত্যকায় যাওয়া সম্ভব নয়। এই পাহাড়ের চূড়ায় প্রকাণ্ড একটা গাছ।

চ্যালেঞ্জার সেই গাছটা দেখিয়ে বললেন, "এই গাছটার উপরই টেরোডাকটাইলটা বসেছিল। আমি পাহাড়ের অর্ধেকটা উঠে ওকে গুলি করি। আমার মতো পাহাড়ে চড়ায় যারা দক্ষ, তারা অনায়াসেই এর চূড়ায় উঠতে পারত। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হত না। কেননা এখান থেকে মূল পাহাড়ের অধিত্যকায় যাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব হত না।"

আমি বেশ লক্ষ করলাম, টেরোডাকটাইলের কথায় এবার আর সামারলি কপালও কুঁচকালেন না, কোনো তর্কও তুললেন না। মনে হল, তিনি যেন ব্যাপারটা খানিকটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। তাঁর এ পরিবর্তন চ্যালেঞ্জারের দৃষ্টি এড়াল না।

পরদিন ভোরবেলায় আমরা খুব সাদাসিধে প্রাতরাশ খেলাম। আমাদের সঙ্গের রসদ যাতে ফুরিয়ে না যায়, তার জন্য এখন থেকেই হিসেব করে চলতে হবে। কারণ আমরা এখন এমন এক জায়গায় আছি, যার সাথে সভ্য পৃথিবীর যোগাযোগ অসম্ভব। আমরা আবার ফিরে যেতে পারব কিনা, আমার মনে এক এক সময় সে সন্দেহও জাগতে লাগল। তবে ভরসার কথা এই যে, আমার সঙ্গে যে তিনজন সাথী আছেন—চ্যালেঞ্জার, সামারলি, লর্ড জন—তিনজনই অসীম সাহসী, স্থিরবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ।

প্রাতরাশের পর আমাদের মন্ত্রণা-সভা বসল। সভাপতি চ্যালেঞ্জার। তিনি বললেন, "গতবারই আমি এই অধিত্যকায় পৌঁছাবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। আমার মনে হয় না এবারও আমরা সফল হব। এবার আমাদের সাথে পাহাড়ে চড়বার যে সব সাজ-সরঞ্জাম আছে, তাতে হয়তো আমরা এই আলগা পাহাড়টার চূড়ায় উঠতে পারি। কিন্তু সেখান থেকে মূল পাহাড়ের

www.BanglaBook.org

অধিত্যকায় যাব কি করে? গতবার অবশ্য আমার রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে এবং বর্ষার আশঙ্কায় আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল। তবুও আমি এই বেসল্ট পাহাড়ের পুবদিকে প্রায় ছ'মাইল পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, উপরে উঠবার কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা। আমি তা পাইনি। এবার আমরা কি করব স্থির করুন।"

সামারলি সাথে সাথে জবাব দিলেন, "এ অবস্থায় আমাদের পশ্চিমদিকটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

লর্ড জনও সামারলির কথায় সায় দিয়ে বললেন, "এছাড়া আমাদের করারই বা কি আছে? পশ্চিমদিকটা দেখতে দেখতে যদি কোনো সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া যায় ভালো, নইলে ঘুরে ঘুরে আবার এই ক্যাম্পেই ফিরে আসা হবে।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "এখানে একটা কথা সকলেরই মনে রাখা দরকার। সেটা এই যে, উপরে উঠবার কোনো পথ খুঁজে পেলেও তা খুবই দুর্গম হবে। কারণ ওই উপর থেকে নীচে নামবার বা নীচে থেকে উপরে যাবার যদি সহজ-সরল পথ থাকত, তবে উপরটা অমন জনবিরল হত না। তাছাড়া বেঁচে থাকার যে সাধারণ নিয়মের কথা আমরা জানি, সেসব উপেক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের সেখানে আজও বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। তবে আমি এও বলব যে, মানুষ তার বুদ্ধি ও আধুনিক সাজসজ্জা নিয়ে উপরে উঠবার পথ পেলেও, সেখানকার অতিকায় প্রাণীরা যে সে পথ দিয়ে নীচে নেমে আসতে পারবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে উঠবার একটা পথ আছেই।"

সামারলি প্রশ্ন করলেন, "আপনার এই বিশ্বাসের কারণ কি?"

"কারণ, ম্যাপল হোয়াইট সত্যি সত্যি উপরে উঠেছিলেন। তা না হলে তাঁর নোটবইয়ে যে জানোয়ারের ছবি তিনি এঁকেছিলেন তাকে দেখবেন কি করে?"

"আপনার এ যুক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারছি না। উপরে যে অধিত্যকা আছে, তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেখানে যে কোনো জীবন্ত প্রাণী আছে তার পরিচয় তো এখনও পাইনি।"

"আপনি মানুন, আর না মানুন সে আপনার অভিরুচি। আমি দেখছি, এই বিরাট অধিত্যকাই আপনার বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।" বলতে বলতেই তিনি হঠাৎ সামারলির কোমর কলার ধরে তাঁকে উপরে তুলে বললেন, "ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো, কোনো জীবন্ত প্রাণী দেখতে পান কিনা।"

অধিত্যকার কিনারে কিনারে সবুজ গুল্মের ঝোপ দেখা যাচ্ছিল। তারই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্য থেকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সাপ হেলেদুলে ফাটলের মুখে এসে ফণা তুলল। সাপটি আয়তনে যেমন বিশাল, তার ফণাও তেমনি বিচিত্র, দেখতেও প্রকাণ্ড। খানিক বাদেই সাপটি আবার সেই ঝোপের আড়ালেই গা ঢাকা দিল।

সামারলি এমন তন্ময় হয়ে সাপটিকে দেখছিলেন যে, চ্যালেঞ্জার যে তাঁর কোটের কলার ধরে আছেন, এতক্ষণ সে খেয়ালও ছিল না। সাপটি চলে যেতেই তাঁর সে খেয়াল হল। তিনি চ্যালেঞ্জারকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুরে বললেন, "একটা সাধারণ পাহাড়ি সাপকে দেখবার জন্য ভবিষ্যতে আর এরকম বেয়াদবি না করলেই খুশি হব।"

"উপরের অধিত্যকায় যে জীবজন্তু আছে, তার নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন তো। এখন আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আর দেরি না করে আমাদের এখনই পশ্চিমদিকে এগুনো দরকার।"

পাহাড়ের সানুদেশ রুক্ষ পাথরে ভরা। তার উপর দিয়ে চলা সোজা নয়। কিন্তু তাছাড়া উপায়ও নেই। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। সেখানে আমাদের আগে কেউ এসে তাঁবু ফেলেছিলেন। তার চিহ্নস্বরূপ খালি মদের বোতল, মাংসের খালি টিন, ভাঙা ছুরি এবং অন্যান্য নানা টুকিটাকি জিনিসও দেখতে পেলাম। 'চিকাগো ডেমোসেট্' নামে একটা খবরের কাগজের একটা পাতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তার তারিখের জায়গাটা রোদে-জলে বিবর্ণ; পড়া গেল না।

"এগুলি আমার নয়। ম্যাপল হোয়াইটই এখানে হয় তো তাঁবু ফেলেছিলেন।"—চ্যালেঞ্জার বললেন।

লর্ড জন একটা ফার্ন গাছকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। বললেন, "এই দেখুন এ গাছটায় একটা শুকনা ডাল বেঁধানো আছে। তার মুখটা পশ্চিমদিকেই ফেরানো। নিশ্চয়ই এটা পথের নিশানা।"

"এও ম্যাপল হোয়াইটেরই কাজ। তাঁর পরে কেউ না কেউ আবার অভিযানে আসবেনই।—এই মনে করে তিনি এই নিশানা রেখে গেছেন। আমরা আরও খানিকটা পশ্চিমে গেলে হয়তো এমন আরও নির্দেশ পেতে পারি।"—চ্যালেঞ্জার বললেন।

চ্যালেঞ্জারের অনুমান যে নির্ভুল, একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু সে বড় মর্মান্তিক প্রমাণ। আমরা যে পাহাড় প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছিলাম, তার ঠিক সানুদেশেই প্রকাণ্ড খাড়া বাঁশের ঝাড়। বাঁশগুলি লম্বায় বিশ ফুটেরও বেশি। তাদের মাথাগুলি বর্শার ফলার মতো সরু আর তীক্ষ্ণ। আমরা পথে যে বিশাল বাঁশবন পেরিয়ে এসেছি—এ বাঁশও ঠিক সেই ধরনের। আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সেই ঝাড়ের মধ্যে সাদা একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। একটু ভালো করে দেখতেই দেখি, একটা মড়ার খুলি। তার বাকি কঙ্কালটাও বাঁশের মধ্যে বিঁধে আছে। কঙ্কালের গায়ে তখনও ছেঁড়া পোশাকের টুকরো ঝুলছে। কোমরে চেন দিয়ে একটা স্টাইলো পেন বাঁধা। একটা সোনার ঘড়িও বুকের পাঁজরের সাথে আটকে আছে। এক পায়ে একটা বুট জুতোর খানিকটা অংশ। পাশে একটা রুপোর সিগারেট কেস্‌ও ঝুলছিল। তার ঢাকনিতে খোদাই করা আছে—'জে. সি.'-কে 'এ. ই. এস.'-এর উপহার। সব দেখে মনে হল ভদ্রলোক একজন ইওরোপীয়ান এবং এই দুর্ঘটনাও খুব বেশিদিন আগে ঘটেনি।

"ভদ্রলোকটির সব কয়খানা হাড়ই ভেঙে গেছে দেখছি।"—লর্ড রক্সটন বললেন।

"বেচারা বাঁশে বিঁধে যাবার পর সেগুলি কুড়ি ফুট বেড়ে গেছে, এ তো আর হতে পারে না।"—সামারলি বললেন।

চ্যালেঞ্জার তখন বললেন, "এই ভদ্রলোক কে জানতে চান? ইনি হচ্ছেন, ম্যাপল হোয়াইটেরই সঙ্গী, জেমস কলভার। ম্যাপল হোয়াইটের নোটবইয়ে এক পাদরীর ছবি ছিল। তার নীচে লেখা ছিল—রোজারিওতে ফাদার ক্রিস্টোফারোর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ। খুঁজে খুঁজে আমি এই পাদরীর সাথে দেখা করি। তাঁর কাছেই জানতে পারি, চার বছর আগে ম্যাপল হোয়াইট তাঁর অভিযানে বের হন; এবং সেই অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন এই জেমস কলভার।"

"এ বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, মিঃ কলভার হয় উপর থেকে পড়ে গেছিলেন, নয়তো তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বাঁশঝাড়ের উপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল! তাছাড়া তাঁর হাড়গোড় এভাবে ভাঙার বা তার পাঁজরার ভেতর দিয়ে বিশফুট বাঁশ গজিয়ে ওঠার আর কোনো কারণ দেখা যায় না।"—লর্ড জনের এ কথা শুনে আমরা সবাই যেন মুহূর্তের জন্য নির্থর হয়ে গেলাম। এতে দুটো জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ইনি উপরের অধিত্যকায় উঠেছিলেন। সেখান থেকে দৈবাৎ কোনোক্রমে নীচে পড়ে গেছিলেন, নয়তো তাঁকে ইচ্ছে করেই এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তার মানে, উপরে তবে জীবন্ত নৃশংস প্রাণী আছে!

শঙ্কিত চিত্তে আমরা নিঃশব্দে চলতে লাগলাম। বন্ধুর উপলখণ্ডের উপর দিয়ে চলা যে কি শ্রমসাধ্য কঠিন কাজ, যাঁদের সে অভিজ্ঞতা আছে, শুধু তাঁরাই তা বুঝতে পারবেন। পাঁচ মাইল এভাবে চলার পর যেন একটু আশার আলো আমাদের চোখে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট

www.BanglaBook.org

এর পায়ের থপথপানিতে যেন মাটি কেঁপে উঠতে লাগল।

www.BanglaBook.org

দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড—

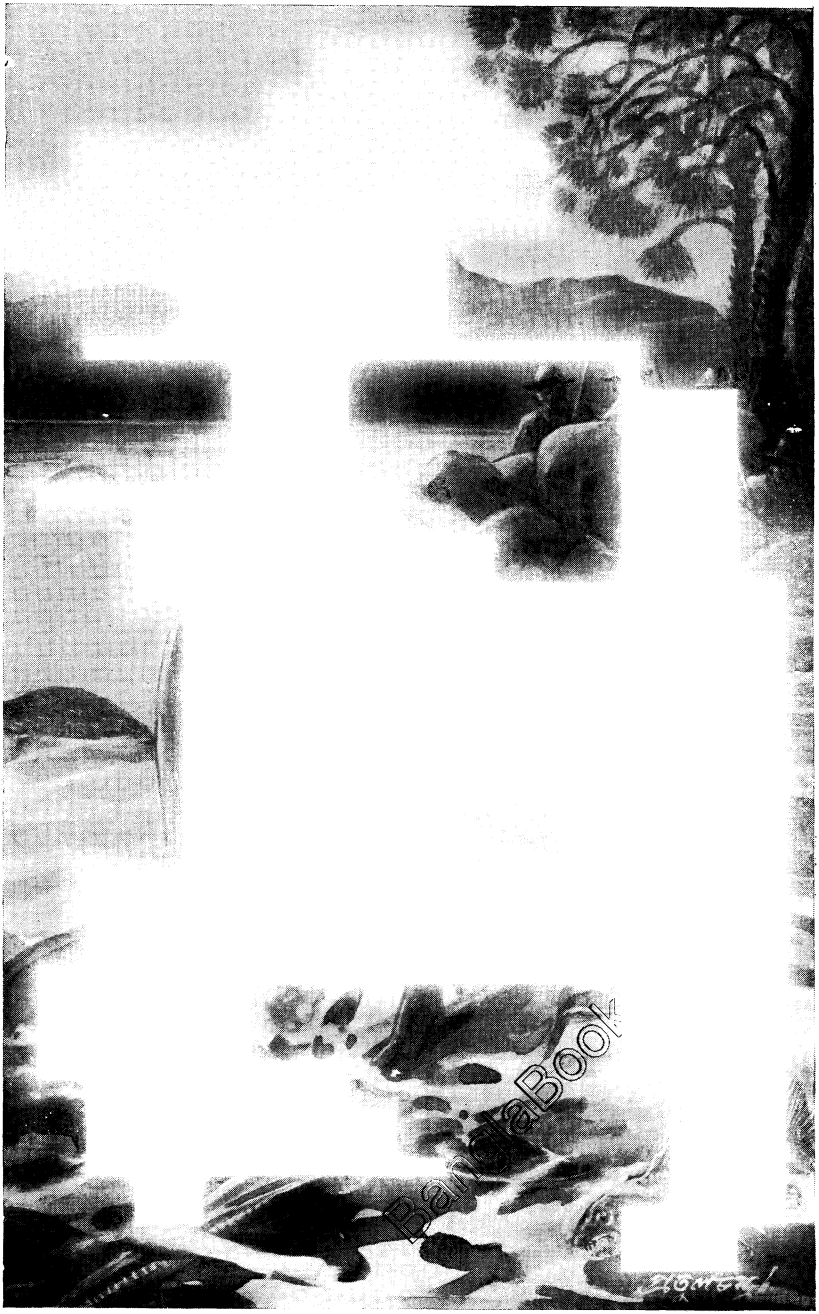

বিচিত্র প্রাণীর খেলা দেখতে দেখতে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

www.BanglaBook.org

গুহার মতো ছিল। সেখানে খড়িমাটি দিয়ে একটা তীর এঁকে আরও পশ্চিমে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"এও ম্যাপল হোয়াইটেরই কীর্তি। ভবিষ্যতের অভিযানকারীরা যাতে কোনো অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্যই এ চিহ্ন।"—চ্যালেঞ্জার বললেন।

"তাঁর কাছে খড়িমাটিও ছিল?"

"ছিল বৈকি! তাঁর ঝুলির মধ্যে রঙিন চক পেনসিল ছাড়া একটা ক্ষয়ে যাওয়া সাদা চক পেনসিলও ছিল।"

সামারলি বললেন, "এ একটা চমৎকার প্রমাণ। কাজেই আমরা চোখ বুজে এই নির্দেশ মেনে চলতে পারি।"

আরও পাঁচ মাইল পশ্চিমে যাওয়ার পর আবার পাহাড়ের গায়ে ঠিক একইরকম খড়িমাটির তীর আঁকা আছে দেখা গেল। এখানে পাহাড়ের গায় এই প্রথম একটা ফাটল দেখলাম। ফাটলের ভিতরে আর একটি চিহ্ন।

ফাটলের মুখের দিকটা প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া। কিন্তু পাহাড়টি এতটা খাড়া যে এখানে তীরের ফলার মতো সামান্য সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে মাত্র। বইয়ে পড়েছিলাম, ধান-গম্ভীর ভূধর। এও ঠিক তাই।

সারাদিনের মধ্যে সামান্যই পেটে দিতে পেরেছি, তার উপর পাথরের উপর দিয়ে এত মাইল হেঁটেছি। আর চলবার শক্তি নেই। তবুও মনের জোর সম্বল করে আমরা এই গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করলাম। বর্ত্মটি সিকি মাইলের মতো লম্বা। তারপর আর পথ নেই। আমাদের পরিশ্রম বৃথা গেল। আমরা বর্ত্মের মুখে ফিরে এলাম। সবারই মনে তখন একই প্রশ্ন—এই গিরিবর্ত্মের ভেতরেই কোথাও উপরে ওঠার চাবিকাঠি লুকোনো আছে। কিন্তু সেটি কোথায়? কোনখানে?

এমন সময় লর্ড জনের নজরে পড়ল গিরিবর্ত্মের দেওয়ালের গায়ে আমাদের মাথা সমান উঁচুতে একটি বৃত্তাকার চিহ্ন। আশায়-আনন্দে আমাদের সবার চোখ-মুখই জ্বলজ্বল করতে লাগল। নিশ্চয়ই এইটাই উপরে ওঠবার ইঙ্গিত।

নীচে আলগা পাথরের ছড়াছড়ি। আমরা কতকগুলি পাথর জড়ো করে বৃত্তের কাছে পৌঁছে দেখি, এটা একটা গহ্বরের মুখ। কিছুদূর গিয়ে আবার একটা তীর আঁকা। আমাদের কারো মনেই আর কোনো সন্দেহ রইল না, ম্যাপল হোয়াইট আর তাঁর হতভাগ্য সঙ্গী এই পথেই পাহাড়ের উপরে অধিত্যকায় উঠেছিলেন।

আমরা তখন চরম উত্তেজনার মুখে। আমাদের তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শারীরিক অবসাদ কোনো কিছুরই জ্ঞান নেই। ক্যাম্পে ফিরে যাবার কথাও কারও মনে হল না। লর্ড জন তাঁর ঝোলা থেকে টর্চ বার করলেন, আর সেই আলোয়

www.BanglaBook.org

তিনি আর আমি গহ্বর রহস্য জানবার জন্য সামনে এগিয়ে চললাম। বর্ষার জল পড়ে পড়ে পথটি বেশ মসৃণ হয়েছে। পায়ের নীচের নুড়িগুলিও আর তেমন চোখা নয়। কাজেই সেদিক থেকে চলবার খুব অসুবিধা ছিল না। কিন্তু আসল অসুবিধা এই যে, গুহাটি এত সরু যে কোনোরকমে একজন লোক যেতে পারে। প্রথম পঞ্চাশ গজ যেতে কোনো অসুবিধা হল না। তারপর থেকেই চড়াই শুরু হল। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। টর্চ হাতে লর্ড জন আগে আগে, আর আমি তাঁর পেছনে পেছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর লর্ড জন হতাশ সুরে বলে উঠলেন, "আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। পথ এখানেই বন্ধ হয়ে গেছে।"

টর্চের আলোয় দেখা গেল, পাহাড়ের প্রকাণ্ড একটা চাঁই পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ পাথর সরানো দু'চার জনের কাজ নয়। কাজেই ম্যাপল হোয়াইটের পথে পাহাড়ের উপরে ওঠার সব আশাই নির্মূল হল। আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ নিয়ে আমরা ক্লান্ত পদে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

গুহামুখ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে আমাদের ক্যাম্প করেছিলাম। আমরা চারজন সেখানে বসে আছি, আমাদের অনুচরেরা তখনও গুহার কাছেই আছে। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই বেগে আমাদের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল। আমাদের অনুচরের মুখে শুনলাম, সেটা উপর থেকে গড়িয়ে এসেছে। ভাগ্যিস পাথরটা আমাদের গায়ে পড়েনি, তাহলে এ কাহিনি আর লিখতে হত না। আমরা সব কয়জনই সেখানে শেষ হয়ে যেতাম।

আমরা তাড়াতাড়ি আরও দূরে সরে এলাম। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পাহাড়ের উপরে মানুষ আছে, আর তারা আমাদের বন্ধু নয়। একেই তো প্রাকৃতিক বাধা যথেষ্ট, তার উপর যদি উপরের অধিবাসীরাও আমাদের পিছনে লাগে, তবে আমাদের উপরে ওঠার কাজ আরও কঠিন হবে।

স্থির হল আমরা পাহাড়টার চারিধারই ঘুরে দেখব, যদি আর কোনোদিক দিয়ে উপরে ওঠা যায়। এই ভেবে পরদিন ভোর থেকেই আমাদের পরিক্রমা শুরু হল। সারাদিনে আমরা প্রায় বাইশ মাইল হাঁটলাম, কিন্তু কোনো আশার লক্ষণই আমাদের চোখে পড়ল না। নৌকো ছাড়ার পর আমরা একটু একটু করে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছি, কাজেই সমতলভূমির তুলনায় এখানে প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আমাজন-বনের মতো বৃহৎ বনস্পতি নেই, পাম গাছও মাত্র দুই-চারটা চোখে পড়ে। তবে ফার্ন গাছ ও নানা পাহাড়ি ফুলের শোভায় মন ভরে যায়।

সেই রাত্রে আর একটা ব্যাপার ঘটল। তাও এখানেই বলে রাখছি। লর্ড জন তাঁর রাইফেল দিয়ে একটা 'এজুতি' শিকার করেছেন। এটা অনেকটা বুনো

www.BanglaBook.org

শুয়োরের মতো। শুয়োরটার অর্ধেকটা আমাদের অনুচরদের খেতে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা আমরা আগুনে পোড়াচ্ছি, নিজেরা খাব বলে। অন্ধকার রাত। আকাশের নক্ষত্রের আলোয় পরিষ্কার কিছু দেখা না গেলেও, মোটামুটি অস্পষ্ট সবই দেখা যায়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটু ঠান্ডার আমেজ। তাই আমরা আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে শরীর গরম করে নিচ্ছি।

এমন সময় আমরা একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাদের মাথার উপরের আকাশ যেন হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল। উপরের দিকে চেয়ে নজরে পড়ল শুধু প্রকাণ্ড দুইখানা চামড়া-ঢাকা ডানা। ঝুপ করে সেটা নেমে এল, আবার নিমেষেই আকাশে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারে আমি দেখলাম প্রকাণ্ড একটা ঠোঁট, আর তার ভেতরে সাদা সাদা দাঁতের পাটি। পাখিটা উড়ে গেল, আর সাথে নিয়ে গেল আমাদের আশার ঝলসানো 'এজুতি'! বুঝলাম, ভগবান সেদিন আমাদের অদৃষ্টে উপোস লিখে রেখেছিলেন।

অধ্যাপক সামারলি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার মুখ খুললেন। বললেন, "অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার! আপনার কথা অবিশ্বাস করবার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। টেরোডাকটাইলকে চাক্ষুষ দেখার পর আমাকে আমার পূর্বেকার ভুল স্বীকার করতেই হবে।"

তাঁর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। দুইজন দুইজনের করমর্দন করলেন। দুইজনের মধ্যে এই প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে দেখে আমরাও আমাদের 'এজুতি'র শোকও ভুলে গেলাম।

পাহাড়ের উপর যে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু আছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই পাওয়া গেল। তবে তারা সংখ্যায় হয়তো খুব বেশি নয়। কারণ এরপর তিনদিন আমরা আর কোনো প্রাণীরই সাক্ষাৎ পাইনি। এই তিনদিন আমাদের পরিক্রমা সমানেই চলছে। কিছুদূর কঙ্করময় পথ, তারপর আবার জলাভূমি। তার বুকে নানারকম বুনো হাঁস। মাঝে মাঝে আবার এমন জলাও মিলল, যেটা শুধু এক ধরনের সাপে ভর্তি। এইসব সাপ যেমন হিংস্র তেমনই বিষাক্ত। জলার পাশ দিয়ে যাবার সময় এরা ফোঁস করে ফণা তুলে আমাদের কামড়াতে আসত, আর আমরা গুলি করে করে আত্মরক্ষা করতাম।

ছ'দিনে আমাদের এই পরিক্রমা শেষ হল। আমরা ঘুরে-ফিরে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এলাম। কিন্তু কোথাও উপরে ওঠবার মতো কোনো জায়গার সন্ধান পেলাম না। গিরিবর্ত্ম দিয়ে যেতে উপর থেকে যে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসেছে তার পরিচয় পেয়েছি। সে পথ এখন বন্ধ। তবে পাহাড়ের উপর যখন বৃষ্টি হয়, তখন সে জল যায় কোথায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমার বিশ্বাস অধিত্যকার ঠিক মাঝখানটায় একটা হ্রদের মতো আছে। বৃষ্টির জল গিয়ে সেইখানেই জমে। তারপর কোনো চোরাপথে চুইয়ে চুইয়ে তা নীচে এসে জলায় পড়ে।"

সামারলি বললেন, "এমনও হতে পারে, হ্রদটা একটা মরা আগ্নেয়গিরির মুখ। এই পাহাড়টার আগাগোড়াই আগ্নেয় শিলা দিয়ে গঠিত, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। জল যে পথ দিয়েই জলায় নামুক, সে পথ দিয়ে আমাদের উপরে ওঠা সম্ভব হবে না। কাজেই এ নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই।"

কিন্তু কি করলে যে আমাদের লাভ হবে, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে, তাও বুঝতে পারছি না। তাই ভেবে-চিন্তে কোনো পথ বার না করতে পেরে আমরা যে যার মতো কম্বল টেনে শুয়ে পড়লাম। শুধু চ্যালেঞ্জার একটা পাথরের উপর বসে আকাশ-পাতাল কি ভাবতে লাগলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

পরদিন ভোরেই তাঁর সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি। তিনি সবাইকে ডাকাডাকি করে তুলে বললেন, "আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।"

বলেন কি! আমরা সবাই উৎসুক চিত্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন, "আমরা প্রথমে ওই ছোট পাহাড়টায় উঠব।"

"তারপর সেখান থেকে মূল পাহাড়ের উপর কি করে যাওয়া যাবে?"

"আগে তো এই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যাক। তখন ও কথা ভাবা যাবে।" চ্যালেঞ্জারের কথায় রহস্যের আভাস।

আমরা আর এ নিয়ে কথা বাড়ালাম না। তাঁর নির্দেশমতো ছোট পাহাড়টার চূড়ায় ওঠার সব ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। চ্যালেঞ্জারই প্রথমে উঠলেন। তাঁর এই বিশাল দেহ নিয়ে এমন তরতর করে খাড়া পাহাড়ে চড়া, দেখবার মতো দৃশ্য বটে। তিনি উপরে উঠেই পাহাড়ের চূড়ায় মোটা গাছটার সাথে একটা দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিলেন। সেই দড়ি ধরেই আমরা বাকি তিনজন চূড়ায় উঠলাম।

খানিক বিশ্রামের পর চ্যালেঞ্জার বললেন, "এটা কি গাছ বলুন তো?"

সামারলি বললেন, "আমাদের বীচ গাছের মতোই মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছেন। এ পাহাড় থেকে মূল পাহাড়ের ব্যবধান চল্লিশ ফুট। গাছটা প্রায় ষাট ফুট উঁচু। কাজেই এই গাছটি কেটে যদি দুই পাহাড়ের উপর আড়াআড়ি ফেলা যায় তবে চমৎকার সেতু তৈরি হয়ে যাবে। সেই সেতুর উপর দিয়ে মাত্র চল্লিশ ফুট যাওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। মিঃ মেলোনই আমাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁর কবজির জোরও নিশ্চয়ই বেশি হবে। আমি প্রস্তাব করি, তিনিই গাছটা কাটবার কৃতিত্ব অর্জন করুন। অবশ্য লর্ড জনও তাঁকে সাহায্য করবেন।"

www.BanglaBook.org

মিঃ চ্যালেঞ্জারের নির্দেশ অনুযায়ী আমি গাছের গোড়ায় জোরে জোরে কুড়াল চালাতে লাগলাম। আমি ক্লান্ত হলে লর্ড জন আমাকে বিশ্রাম দিয়ে নিজে কুড়াল ধরলেন। এইভাবে দুজনে কুড়াল চালাবার পর গাছটা মড়মড় করে ঠিক চ্যালেঞ্জারের হিসাব মতোই দুইটি পাহাড়ের উপর আড়াআড়ি হয়ে এমনভাবে পড়ল যে, সত্যি সত্যিই একটা সেতু হয়ে গেল।

চ্যালেঞ্জারের আর তর সয় না। তিনি তক্ষুনি মূল পাহাড়ের চূড়ায় যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু লর্ড জন বাধা দিয়ে বললেন, "আপনাকে এখনই ওপারে যেতে দিতে আমরা রাজি নই। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, নীচ থেকে প্রথমে আমাদের রাইফেলগুলি আনি। তারপর গোমেজ আর ম্যানুয়েল আসুক। গোমেজ আগে ওই পাহাড়ে যাবে। যদি সে সেখানে বিপদের কিছু না দেখে, তবে আমরা পরে যাব। সাবধানের মার নেই। কে জানে ওখানে নরখাদকের দল ওত পেতে নেই?"

লর্ড জনের যুক্তির সারবত্তা কেউ অস্বীকার করতে পারলেন না। তাই চ্যালেঞ্জার গোমড়ামুখে গাছের গুঁড়িটার উপর চুপচাপ বসে রইলেন।

আমি আর লর্ড জন নীচে নেমে গিয়ে চারটি রাইফেল ও অন্যান্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে এলাম। আমাদের পরে এল রসদ নিয়ে গোমেজ ও ম্যানুয়েল। বাকি সবাই পাহাড়ের সানুদেশে আমাদের অন্য সব জিনিসপত্রের জিম্মায় রইল।

পাহাড়ের উপর আমাদের রসদগুলি আসায় আমরা বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। কতদিন এখানে থাকতে হবে কে জানে? তাই কিছু সম্বল থাকা ভালো।

এবার লর্ড রক্সটন চ্যালেঞ্জারকে বললেন, "এখন আপনি যেতে পারেন। আমরাও আপনার সাথে সাথে আসছি!"

"ওখানে প্রথম পদার্পণের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আমারই অর্জন করা উচিত।" এই বলে তিনি শুধু তাঁর হাত-কুড়ালটি কাঁধে ঝুলিয়ে তরতর করে ওপারে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর মাথার টুপিটি দোলাতে লাগলেন।

এরপর গেলেন সামারলি। তিনি দুই হাতে দুইটি রাইফেল নিয়ে যেভাবে নির্ভুল পদক্ষেপে গাছের উপর দিয়ে গেলেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়।

সামারলির পর আমি। আর সব শেষে লর্ড জন। গাছটি পার হবার সময় ভয়ে আমি নীচের দিকে চাইতেই পারলাম না, পাছে আমার মাথা ঘুরে, ভিরমি খাই। লর্ড জন এসব ব্যাপারে নির্ভীক। তাঁর স্নায়ুর সত্যিই জোর আছে!

তাহলে সত্য সত্যই আমরা আমাদের স্বপ্নলোকে এলাম। অধিত্যকার একপাশে দাঁড়িয়ে আমি একবার চারিদিকে চাইলাম! কি অপূর্ব শোভা! সেই বন, প্রান্তর, বাঁশ, পাম, জলা, নদী সব যেন নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল।

একসময়ে আমরা সবাই মিলে একটু ভেতরের দিকে গিয়েছি, এমন সময়

www.BanglaBook.org

কি যেন মড়মড় করে নীচে পড়ে যাচ্ছে শুনতে পেলাম! দৌড়ে এসে দেখি, আমাদের জীবন-মরণের সেতু সেই বীচ গাছটি আর নেই। সেটি গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। তারই শব্দ!

কি করে এমনটি হল, বুঝতে পারলাম না। গাছটি যেভাবে পড়েছিল, তাতে কেউ ঠেলে ফেলে না দিলে তো এমনি গড়িয়ে পড়বার কথা নয়! ঠেলে দেবেই বা কে?

আমরা এসব ভাবছি এমন সময় ও পাহাড়ের ধারে গোমেজকে দেখা গেল। গোমেজই বটে! তার মুখে অদ্ভুত হাসি। সে চেঁচিয়ে ডাকছে—"লর্ড রক্সটন, লর্ড রক্সটন।"

এদিক থেকে লর্ড জন উত্তর দিলেন, "এই যে আমি এখানে।"

"কুকুরের বাচ্চা, ওখানেই থাক। ওখান থেকে আর উদ্ধার পাবার উপায় নেই। এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম, আজ সুযোগ পেয়েছি! ওখানে গিয়েছিস ওখানেই থাক। আর ফিরতে হবে না। বোকার দল সব কটাই তো ফাঁদে পড়েছিস, আর রক্ষা নেই! হা হা হা!"

খানিক বাদে আবার বলতে শুরু করল, "তোদের পাথর মেরে মারবার চেষ্টাও করেছিলাম। সে যাত্রা খুব বেঁচে গেছিলি। ভালোই হয়েছিল। সে হত নিমেষে মৃত্যু, আর এ হবে তিলে তিলে, না খেয়ে মৃত্যু! তোদের চামড়া শুকোবে, মাথা ঘুরে পড়বি। শকুনে তোদের চামড়া ছিঁড়ে খাবে, থাকবে শুধু হাড় ক'খানি। কেউ জানবে না তোরা কে, কোথা থেকে এসেছিলি। তুই পাঁচ বছর আগে আমার ভাই লোপেজকে মেরেছিলি। মনে আছে? পাঁচ বছর সে জ্বালা বুকে পুষে রেখেছি, আজ তার শোধ নিলাম। হা হা হা!"

এ তবে গোমেজের কাণ্ড! সে আর ম্যানুয়েল দুজন মিলে আমাদের এমন সর্বনাশ করেছে!—রক্সটনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমাদেরও ডুবিয়েছে!

এই বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই গোমেজের কাল হল। রক্সটনের মুখ রাগে টকটকে হয়ে উঠল। তিনি হয়তো এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন, কি করলেন না। তাঁর হাতের রাইফেল গর্জে উঠল। গোমেজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তিনি তখন বললেন, "আমার জন্য আপনাদের সকলের এ বিপদ হল। আমি জানতাম যে এ জাত আজীবন প্রতিশোধ-স্পৃহা পুষে রাখে। এদের বিশ্বাস করে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে।"

"ম্যানুয়েলের কি হল? দুই শয়তান মিলেই এই কাণ্ড করেছে।"

"যাকগে তাকে আর মারলাম না। সে সত্যি সত্যি দোষী কিনা তা ঠিক জানি না।"

কিন্তু সেও রেহাই পেল না। আমরা দেখলাম, জ্যাম্বো তার টুঁটি চেপে

www.BanglaBook.org

ধরেছে। দুজনের মধ্যে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল। দুজনই গড়িয়ে পড়ল। জ্যাম্বো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ম্যানুয়েলকে আর উঠতে হল না।

দুজন বিশ্বাসঘাতকেরই উচিত শাস্তি হল। কিন্তু তারা যে সর্বনাশ করে গেল, তার থেকে আমরা রেহাই পাব কি? এও পাহাড়ের চূড়া, আর ঐ সামনেও পাহাড়ের চূড়া! কিন্তু দুয়ের মধ্যে কি মারাত্মক ব্যবধান! ও পাহাড়ের চূড়া থেকে নামা যাবে, সেখান থেকে নৌকোয় যাওয়া যাবে। নদী পেরিয়ে সমুদ্র ডিঙিয়ে আবার সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসা যাবে। আর এখান থেকে!—মুক্তির কোনো উপায়ই নেই। পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ থেকে বঞ্চিত জীবন নিয়ে এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে!

আশ্চর্য আমার সঙ্গী তিনজনের মনের দৃঢ়তা। তাঁদের মুখে চিন্তার ছায়া পড়েছে, কিন্তু তাঁরা এ বিপদেও ভেঙে পড়েননি। তাঁরা জ্যাম্বোর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্যাম্বো দেখা দিল। চিৎকার করে বলল, "আমি এখন কি করব, বলুন।"

সোজা প্রশ্ন। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া কি সোজা? কি উত্তরই বা দেওয়া যাবে? শুধু এইটুকু বোঝা গেল, জ্যাম্বো আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সে কোনোদিনই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

সে বলল, "আপনারা না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানে থাকব। কিন্তু আর সবাই বাড়ি ফেরবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে। তাদের বিদায় করে দিন।"

স্থির হল, জ্যাম্বো আমাদের ক্যাম্প পাহারা দেবে, আর সবাই কাল ভোরে বিদায় নেবে।

ইতিমধ্যে জ্যাম্বো অনেক কিছু করল। আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী সে গাছের গুঁড়ি থেকে দড়িটা খুলে আমাদের দিকে ছুড়ে দিল। আমরা তার এক মাথা ধরে রইলাম। আর এক মাথায় সে আমাদের সব রসদ বেঁধে দিতে লাগল, আর আমরা তা টেনে টেনে এ পাহাড়ে মজুত করলাম।

সারাদিন এভাবে পরিশ্রম করবার পর আমরা শুয়ে পড়লাম। সহজে কি আর চোখে ঘুম আসে? শেষে একসময় সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম।

নয়

ঘুম থেকে উঠেই আমার এক নূতন অভিজ্ঞতা হল। ঘুমের ঘোরে আমার ট্রাউজার পায়ের একটু উপরে উঠে গেছিল। দেখি সেখানে বেগুনি রঙের প্রকাণ্ড আঙুরের মতো কি একটা লেগে আছে। আঙুল দিয়ে সরাতে যেতেই ওটা ফেটে গেল এবং চারিদিকে রক্ত ছিটিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই দেখে দুইজন অধ্যাপকই আমার পায়ের উপর ঝুঁকে পড়লেন। সামারলি বললেন, "এ তো ভারী অদ্ভুত ধরনের জোঁক। প্রাণিবিজ্ঞানীরা এখনও এর খোঁজ পাননি। কেননা কোনো বইয়েই এ যাবৎ এ ধরনের জোঁকের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমাদের পরিশ্রমের প্রথম পুরস্কার! নূতন প্রাণী আবিষ্কার। এ আবিষ্কারের গৌরব অবশ্য আমাদের তরুণ বন্ধু মেলোনের। তাঁর নামেই আমি এর নামকরণ করছি 'ইক্সোডেস্ মেলোনি'। দুঃখের বিষয় মিঃ মেলোন জোঁকটাকে পিষে মেরে ফেলেছেন।"

"একটা বাজে পোকা নিয়েই এত!" আমি বললাম।

"মিঃ মেলোন। আপনার চোখে একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনে একটু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আনবার চেষ্টা করুন, তাহলে দেখবেন, এই ছোট্ট জোঁকটির রক্ত চোষার কৌশল বা তার পেটটিকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে বড় করার মধ্যে প্রকৃতির যে মুন্সিয়ানা আছে, একটা ময়ূর বা অরোরা বোরিয়েলেসের চেয়েও সেটা বড় কম নয়। আপনি এটাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন, এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। আর একটা জোঁক পেলে তাকে ভালো করে পরীক্ষা করা যেত।"

সামারলি বললেন, "সে জন্য আর আপনাকে আপসোস করতে হবে না। ঐ যে, আপনার শার্টের কলারেই একটা জোঁক দেখা যাচ্ছে।"

"তাই নাকি!" বলেই চ্যালেঞ্জার লাফাতে লাফাতে তাঁর শার্ট খুলে ফেললেন। তাঁর সারা শরীর বড় বড় লোমে ঢাকা। তার মধ্য থেকে জোঁকটাকে খুঁজে বের করা হল। দেখা গেল সেটা তখনও অধ্যাপকের শরীরে কামড় বসাতে পারেনি।

এই একটাই নয়, আমাদের পাশে যে ঝোপ ছিল, সেটা অজস্র জোঁকে ভর্তি। কাজেই এখানে থাকা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। অন্য কোথাও একটা সুবিধাজনক আস্তানার খোঁজ করা প্রয়োজন।

কিন্তু তারও আগে জ্যাম্বোর সাথে আমাদের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা দরকার। সে ছাড়া আমাদের অন্যান্য সব অনুচরদেরই বিদায় দেওয়া হবে, তা গতকালই স্থির হয়েছিল।

পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখি, জ্যাম্বো আমাদের আদেশের আশায় পাশের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে সে অন্য অনুচরদের সাহায্যে অনেকগুলো বিস্কিটের টিন, শুকনো মাংসের টিন, বাকি কার্তুজের বাক্স—সব উপরে এনে জমা করেছিল। সেই দড়িটির সাহায্যে আমরা এগুলি আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাহাড়ে আনলাম। রসদপত্র যা হল, তাতে হিসেব করে চললে, দু'তিন মাসের জন্য আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

নীচে বাকি রসদ যা রইল, তার খানিকটা জ্যাম্বোর নিজের জন্য রেখে বাকিটা ইন্ডিয়ান অনুচরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলা হল। আমরা একটু পরই দেখলাম ইন্ডিয়ানরা তাদের মাথায় এক একটি বোঝা নিয়ে নিজেদের দেশের দিকে ফিরে চলেছে।

এবার আমরা একটা নূতন আস্তানা ঠিক করার দিকে মন দিলাম। একটু দূরেই অপেক্ষাকৃত একটা খোলা জায়গা পাওয়া গেল। জায়গাটা পরিষ্কারও বটে। তার চারধারেই ঘন গাছের শ্রেণি। মাঝখানটায় বেশ বড় কয়েকটা পাথরের চাঁই। শোয়া-বসা চলে, এমনি বড় বড়। কাছেই একটা ঝরনা। জায়গাটা আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ হল। গাছের উপরে নানারকম পাখির ডাকও শুনতে পেলাম, তার মধ্যে একটা ডাক একটু অদ্ভুত মনে হল। যাক, এ নিয়ে আমরা আর মাথা ঘামালাম না।

আমাদের রসদগুলির—বিশেষভাবে রাইফেল ও কার্তুজগুলির নিরাপদ ব্যবস্থা সকলের আগে দরকার। কারণ এই অজানা রাজ্যে কোনদিক দিয়ে কখন কোন বিপদ আসবে কে জানে? তখন এই রাইফেলগুলিই হবে আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

তাই আমরা কতকগুলি কাঁটা গাছ কেটে চারদিকে শক্ত করে বেড়া দিলাম। আমাদের যাতায়াতের জন্য যে জায়গাটা খোলা রইল, রাতে শোবার সময় যাতে সেটাও কাঁটা গাছ দিয়ে বন্ধ করা যায়, সে ব্যবস্থাও করা হল। মোট কথা হঠাৎ কোনো প্রাণী যাতে কোনোদিক থেকেই সহজে আমাদের আক্রমণ না করতে পারে, মোটামুটি তারই ব্যবস্থা করা গেল। মাথার উপরটা অবশ্য খোলাই রইল, সেটা ঢাকবার ব্যবস্থা করা গেল না। তার তেমন প্রয়োজনও মনে করলাম না।

এবার সব রসদ আমাদের এই নূতন আস্তানায় আনা হল। চারটি রাইফেল, প্রায় তেরোশো গুলি। একটা পাখিমারা বন্দুক এবং তার জন্য প্রায় দেড়শো হালকা গুলি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যান্য ছোটখাটো জিনিস ছাড়াও ছিল একটা ভালো দূরবীন এবং একটা ফিল্ড্গ্লাস। কোকো, বিস্কিট, শুকনো মাংস, তামাক—সবই মোটামুটি দু'তিন মাস চলবার মতো। সে দিক দিয়ে আমরা খানিকটা নিশ্চিন্ত।

এ সব ব্যবস্থা করতে করতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। কিন্তু রোদে আমাদের তেমন কোনো কষ্ট হল না! বোঝা গেল এই অধিত্যকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। বীচ, ওক এবং বার্চ গাছে জায়গাটা ভর্তি। একটা জিংকো গাছই সবচেয়ে বড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর উঁচু। তার ছায়া আমাদের এই তাঁবুর উপর পড়ায় জায়গাটা বেশ ঠান্ডা।

লর্ড জনই এসব ব্যবস্থা করছিলেন। তিনি বললেন, "এ রাজ্যে কি ধরনের প্রাণী আছে জানি না। তবে যতক্ষণ না আমরা তাদের চোখে পড়ি, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। তাদের সামনা-সামনি পড়বার আগে জায়গাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নেওয়া দরকার। একটা কথা আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে। নেহাত দায়ে না পড়লে আমরা যেন অযথা রাইফেল ব্যবহার না করি। ভালো কথা, এ জায়গাটার একটা নাম দেওয়া যাক।"

এ নিয়ে খানিক আলোচনার পর চ্যালেঞ্জার বললেন, "ম্যাপল হোয়াইটই এ জায়গাটি প্রথম আবিষ্কার করেন। তাই আমার প্রস্তাব, তাঁর নামেই এর নাম হোক—ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ড। ভবিষ্যতে ভূগোল ও মানচিত্রে এই জায়গাটি এই নামেই চিহ্নিত হবে।"

আমরা সবাই এই প্রস্তাবে সম্মত হলাম।

এবার আমরা আস্তে আস্তে ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ড জরিপ করতে বেরুলাম। আমরা সবাই চারদিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। চারদিকে নানা নাম-না-জানা গাছ। আমাদের মধ্যে অধ্যাপক সামারলি উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তিনি অনেকগুলি গাছের নাম বলে দিলেন।

কয়েকশো গজ এগুবার পর লর্ড জন হঠাৎ থেমে পড়লেন। তিনিই সবার আগে আগে রাইফেল হাতে চলছিলেন। আমরা তখন একটা জলার কাছাকাছি এসেছি। জায়গাটা ভিজে ভিজে। সেখানে একটি অদ্ভুত প্রাণীর পায়ের ছাপ। বেশিরভাগ ছাপই তিন আঙুলের। মাঝে মাঝে আবার কয়েকটা ছাপে পাঁচ আঙুলের দাগও আছে। দাগগুলি বেশ বড় বড়। এগুলি যার ছাপ তার আয়তনও যে নেহাত ছোট নয়, তা সহজেই বোঝা গেল। বড় ছাপগুলির পাশে পাশে একই ধরনের ছোট ছোট ছাপ। দেখেই মনে হল, বড়দের সঙ্গে তাদের বাচ্চারাও এখান দিয়ে গেছে। বেশি আগেও যায়নি, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। যে ছাপগুলি একটু বেশি গভীর, তাদের মধ্যে তখনও একটু একটু করে জল চুঁইয়ে আসছিল।

লর্ড জন বললেন, "এ নিশ্চয়ই অদ্ভুত কোনো পাখির পায়ের চিহ্ন।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "না না, এ পাখি নয়।"

"তবে কি কোনো পশু?"

"না তাও নয়। এ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক একপ্রকার সরীসৃপ—ডাইনোসর। পৃথিবী থেকে এরা বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কে জানত আমরা এদের জীবন্ত দেখতে পাব! নিশ্চয় আশেপাশে এদের আস্তানা আছে। খুঁজে দেখা যাক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা আস্তে আস্তে জলের ধারে এসে পড়লাম। দেখি পাঁচটা অদ্ভুত প্রাণী সেখানে অবাধে বিচরণ করছে। তাদের মধ্যে দুটি ধাড়ি, তিনটি বাচ্চা। তাদের সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়। ধাড়ি দুটি আয়তনে অতি বৃহৎ, বাচ্চাগুলি আমাদের হাতির চেয়ে বড়। তাদের গায়ের রং স্লেট পাথরের মতো, গায়ে কুমিরের মতো আঁশ, লম্বা লেজ। সব কটিই লেজ এবং পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা। সামনের দুটি পা তারা হাতের মতো ব্যবহার করছে। সব মিলিয়ে এদের চেহারা প্রকাণ্ড কুমিরের মতো।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা গাছের আড়াল থেকে এদের দেখতে লাগলাম। বড় দুটি চুপচাপ বসে আছে, বাচ্চা তিনটি তাদের আশেপাশে খেলছে।

আমাদের সবার মুখেই চাপা উত্তেজনা। চ্যালেঞ্জারের চোখে বিজয়ীর হাসি। সামারলির চোখে বিস্ময়। তিনি ফিসফিস করে বললেন, "ইংলন্ডের সবাই যখন আমাদের মুখে এদের কথা শুনবে, তখন তারা কি বলবে?"

"বলবে, আপনি এক নম্বরের মিথ্যাবাদী। গাঁজাখুরি গল্প বলছেন। আমাকে আপনারা সেদিন যা যা বলেছিলেন, তারাও ঠিক তাই বলবে।"

"যখন এদের ফটো দেখবে?"

"বলবে, জাল ফটো।"

"যখন এদের নমুনা নিয়ে যাব?"

"তখন অবশ্য আপনার কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবে না। মিঃ মেলোন, আপনার ডাইরিতে লিখুন, আজ ২৮ আগস্ট তারিখে আমরা পাঁচটি জ্যান্ত ইওয়ানোডন দেখলাম। এদের ফটো তুলে নিন। দেখুন, তাতেও আপনাদের কাগজওয়ালাদের বিশ্বাস করাতে পারেন কিনা। আপনাদের সবজান্তা সম্পাদকরাও তো সহজে কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না।"

"যদি এখান থেকে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়, হবে কিনা ভগবানই জানেন, তবে আমি সম্ভবত এদের একটিকে মেরে তার মাথাটা নিয়ে যাব। আমার সংগ্রহশালায় এটি হবে একটি মূল্যবান সংগ্রহ।"—লর্ড জন বললেন।

"এই ইওয়ানোডনরা নিরীহ প্রাণী! কিন্তু এই অজানা রাজ্যে আর যারা আছে তারা যে সহস্রগুণ হিংস্র হবে না কে জানে? এমন অনেক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ছিল, বিড়ালের কাছে যেমন নেংটি ইঁদুর, তাদের কাছে বাঘ-সিংহ তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাদের সামনে পড়লে এভাবে রক্ষা পাব কি? আমাদের সে কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে।"—চ্যালেঞ্জার আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন।

আমাদের যে কি বিপদ হতে পারে, তার জন্য আর অপেক্ষা করতে হল

www.BanglaBook.org

না। সে দিনই তার পরিচয় পাওয়া গেল। আমরা খুব ধীর পদক্ষেপে একটা বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। লর্ড রক্সটন রাইফেল হাতে আগে আগে যাচ্ছেন, আমি যাচ্ছি তাঁর পিছনে। আমার পিছনে দুই অধ্যাপক। তাঁরা এক একটা নূতন ফুল বা নূতন পোকা দেখছেন, অমনি তাদের জাতি নির্ণয়ের আলোচনায় মেতে উঠছেন।

এবার পাথুরে রাস্তা শুরু হয়েছে। আমরা পা টিপে টিপে সাবধানে চলেছি। কিছুদূর গিয়ে লর্ড রক্সটন দাঁড়িয়ে পড়ে মুখে আঙুল দিয়ে আমাকে কোনো কথা না বলতে ইশারা করলেন। তিনি সামনে কি দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। এগিয়ে গিয়ে আমিও অবাক। সামনে একটা জলা। আকারে অনেকটা গোল। জল শ্যাওলায় ভরা। জলার ধারে শরবন। সেখানে শয়ে শয়ে টেরোডাকটাইল বসে ওদের হলদে রঙের ডিমে তা দিচ্ছে। হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক শব্দে বাচ্চাগুলি মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে। ধাড়ি টেরোডাকটাইলরা গাছের উপর ডালে বসে ঝিমুচ্ছে। সমস্ত জায়গাটা এমন নোংরা আর দুর্গন্ধে ভরা যে পেটের নাড়ীভুঁড়ি উলটে আসতে চায়। আমাদের মনে হল ধাড়ি-বাচ্চা সব মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক টেরোডাকটাইল সেখানে বাস করে।

আমরা এতক্ষণ আড়াল থেকে এদের দেখছিলাম। কিন্তু কি একটা কথা সামারলিকে বুঝিয়ে বলার জন্য একসময় চ্যালেঞ্জার একটু এগিয়ে যেতেই একটা ধাড়ি টেরোডাকটাইল বিকট স্বরে আচমকা ডেকে উঠল। পরমুহূর্তেই সেটা ডানা মেলে উড়তে শুরু করল। তার দেখাদেখি বাকিগুলিও ডানা মেলে উড়তে লাগল। তাদের এক একটা ডান কুড়ি ফুটের চেয়েও লম্বা। ঠোঁটটি প্রকাণ্ড। তার ভেতর তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। তারা দল বেঁধে প্রথমে খুব উঁচুতে উঠতে লাগল। তারপর চক্রাকারে উড়তে উড়তে নীচে নামতে লাগল। সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য বটে। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখতে লাগলাম।

কিন্তু আমাদের এ বিস্ময় কাটতে দেরি হল না। টেরোডাকটাইলগুলি ক্রমে আমাদের দিকেই নামতে লাগল। লর্ড জন চেঁচিয়ে বললেন, সবাই বনের ভিতরে ঢুকে গা ঢাকা দিন। নইলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু আমরা পালাবার আগেই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা আমাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে তাদের আঘাত করতে লাগলাম। তাতে তারা একটুও দমল না। একটা সামারলির গালে ঠোকর মারল, তাঁর গাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। আমার পিঠেও আর একটার ঠোঁটের আঁচড় লাগতেই হাত দিয়ে দেখি রক্তপাত শুরু হয়েছে। একটা তো চ্যালেঞ্জারকে মাটিতে ফেলে ক্রমাগত ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে শুরু করেছে। তিনি একেবারে রক্তে স্নান করছেন। এমন সময় লর্ড জনের হাতের রাইফেল গর্জন করে উঠল, সাথে সাথে একটা টেরোডাকটাইল মুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাই দেখে বাকিগুলো আবার উঁচুতে উড়তে উড়তে আমাদের মাথার উপর পাক খেতে লাগল।

চ্যালেঞ্জার ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। লর্ড জন বললেন, "আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি আস্তানায় চলুন। আবার যদি এরা দল বেঁধে আক্রমণ করে তবে রক্ষা পাওয়া মুশকিল হবে।"

আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি, আমাদের আস্তানার দিকে ছুটে চললাম। যেতে যেতে ভাবলাম, কি মারাত্মক এদের ঠোঁট, কি প্রচণ্ড এদের শক্তি!

এত কষ্টের মধ্যেও চ্যালেঞ্জারের বিজ্ঞানী মন কি আশ্চর্য রকমে সচেতন। তিনি তাঁর ক্ষতের কথা ভুলে বললেন, "জলায় দেখছি বহু মরা মাছ। ভেবেছিলাম মাছই বুঝি এদের প্রধান খাদ্য। রাগলে যে এরা মানুষকেও রেহাই দেয় না, তার পরিচয়ও পাওয়া গেল।"

লর্ড জন বললেন, "টেরোডাকটাইলটাকে এভাবে মারতে আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্য এছাড়া আর অন্য কোনো পথও ছিল না।"

"সে কথা খুবই সত্য। আর এও ঠিক আপনি না থাকলে আমরা হয়তো কেউ আজ রেহাই পেতাম না। এরা ঠোঁট দিয়েই আমাদের চিরে ফেলত! কি সাংঘাতিক এদের ঠোঁট!"—আমি বললাম। সেদিন আমাদের ভাগ্যে আরও দুঃখ লেখা ছিল। আমাদের আস্তানায় ফিরে দেখি, কে যেন ভেতরে ঢুকেছিল। আমাদের সব জিনিস লণ্ডভণ্ড। একটা মাংসের টিন খোলা, তার ভেতরে এক টুকরো মাংসও নেই। একটা কার্তুজের বাক্স দুমড়িয়ে ফেলা হয়েছে। দু'তিনটে কার্তুজ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে। অথচ আমাদের কাঁটার বেড়া, কাঁটার দোর সব ঠিকই আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আগন্তুক উপর থেকে উড়ে এসেছে, উড়ে গেছে। পাশেই যে জিংকো গাছটা আছে তার উপরে যারা থাকে, এ তাদের কারো কাজ নয় তো? কে জানে?

আমরা তখন যার যার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মলম লাগাতে লাগলাম। চ্যালেঞ্জারই বেশি জখম হয়েছিলেন।

আমাদের এই আস্তানাটির নাম দিয়েছিলাম, চ্যালেঞ্জার দুর্গ। একদিন না যেতেই বোঝা গেল, এ দুর্গ মোটেই নিরাপদ নয়।

দুই অধ্যাপকের মধ্যে ইতিমধ্যে তর্ক শুরু হয়েছে। এই আততায়ীর দল কি টেরোডাকটাইল গোষ্ঠীর, না ডাইমরফোডন গোষ্ঠীর, এই হল তর্কের বিষয়।

লর্ড জনও এ তর্কে কান না দিয়ে আমাকে একপাশে ডেকে বললেন, "এই জানোয়ারগুলি যে জলাটায় ছিল, তা ভালো করেই দেখেছিলেন তো?"

"নিশ্চয়ই। এ একটা মৃত আগ্নেয়গিরির গহ্বর।"

www.BanglaBook.org

"চারপাশের মাটিটা লক্ষ করেছিলেন?"

"পাহাড়ে শক্ত মাটি।"

"কিন্তু জলার ধার, যেখানে শরবনে ভর্তি?"

"সেখানকার মাটি নীলচে, কাদা কাদা।"

"ঠিকই দেখেছেন। আগ্নেয় পাহাড়—তার পাশে নীল কাদামাটি।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"না কিছু হয়নি।"

আমার মনে হল লর্ড জন যেন কি একটা কথা চেপে গেলেন।

দশ

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখা গেল, চ্যালেঞ্জার, সামারলি এবং আমার—তিনজনের শরীরেই অসহ্য ব্যথা। আমার আবার জ্বরও হয়েছে। লর্ড রক্সটন বললেন, কাল যে প্রাণীটি আমাদের ঠুকরিয়েছে, নিশ্চয়ই তার ঠোঁট বিষাক্ত। আমাদের সঙ্গে যে ঔষধ ছিল, তাই আবার কাটা জায়গায় লাগিয়ে আমরা শুয়েই রইলাম। লর্ড রক্সটন একাই আমাদের চ্যালেঞ্জার দুর্গকে যথাসম্ভব পাকাপোক্ত করবার কাজে সারাদিন ব্যস্ত রইলেন। এই অজানা রাজ্যে আপাতত এটিই আমাদের আশ্রয়স্থল, তার উপর আমরা তিনজনই অল্প-বেশি অসুস্থ। কাজেই আস্তানাটি একটু সুদৃঢ় না হলে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা স্বভাবতই দুরূহ ব্যাপার হবে।

শুয়ে শুয়েও আমার সারাটি দিন কেবলই মনে হল, কেউ যেন কোনো অদৃশ্য স্থানে লুকিয়ে আমাদের সব কাজকর্মের উপর নজর রাখছে। এই অদ্ভুত ধারণা আমার কেন হল বলতে পারি না। কিন্তু সারাদিনের মধ্যেও আমি মন থেকে এই চিন্তাকে দূর করতে পারলাম না। কথাটা আমি চ্যালেঞ্জারকে জানালামও। জ্বরের জন্য আমার মাথার বিকার বলে তিনি তা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। রেড ইন্ডিয়ানরা যে 'কুরিপুরি'র ভয়ে ভীত, বনের সেই অপদেবতার ভয় কি তবে আমাকেও পেয়ে বসল?

সেই রাত্রে আমাদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। আমরা আগুন জ্বেলে আমাদের চ্যালেঞ্জার দুর্গে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম, আমাদের আস্তানা থেকে কয়েকশো গজ দূরে কে যেন বুকফাটা চিৎকার করছে। সে কি বিকট চিৎকার! সেই চিৎকারের ফাঁকে ফাঁকে আবার যেন কারো অদ্ভুত হাসির শব্দ। বেশ খানিকক্ষণ এই একটানা চিৎকার ও অদ্ভুত হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ।

এ কিসের চিৎকার, কার হাসি জানতে চাইলে লর্ড জন বললেন, "ভোর

www.BanglaBook.org

হোক, তারপর খুঁজে দেখা যাবে। এখন ঘুমোন।" এই বলে তিনি আগুনের মধ্যে খানকয়েক শুকনো ডাল গুঁজে দিলেন।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "এতক্ষণ যা শুনলাম, তা হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের জীবন-যুদ্ধ। শক্তিমান কোনো প্রাণীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল কারো উপর হিংস্র আক্রমণ—তাকে নির্বিচারে হত্যা করা। এসব প্রাণীর শক্তি এত বেশি যে, কোনো কিছু দিয়েই তাকে প্রতিরোধ করা যায় না। মানুষের ভাগ্য ভালো যে, এইসব প্রাণীর বিলোপের পর তাদের জন্ম হয়েছে। নইলে তাদের তীর-ধনুক-কামান-বন্দুক নিয়েও তারা এদের সাথে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে টিকে থাকতে পারত কিনা সন্দেহ।" কথা বলতে বলতেই চ্যালেঞ্জার হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বললেন, "কিসের যেন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে!"

সত্যিই তাই। নিশীথ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কি একটা প্রাণী যেন থপথপ করে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তার নিঃশ্বাসের হিসহিস শব্দও শোনা যাচ্ছে। প্রাণীটা আমাদের চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। আগুনের অস্পষ্ট আলোয় বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখলাম, ঘোড়ার চেয়ে বড় ধূসর রঙের একটা প্রাণী। চেহারা দেখেই মনে হয় তার শরীরে আসুরিক শক্তি। নিঃশ্বাসের ফোঁসফোঁসানিতেও সেই পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে।

এই সাক্ষাৎ মরণদূত আর আমাদের মাঝে মাত্র কাঁটাবনের বেড়া। তার এক ধাক্কায়ই তা চুরমার হয়ে যাবে। তারপর? আমরা আর যেন কিছু ভাবতে পারলাম না। সবাই শুধু গুলিভরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে রইলাম। মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করব!

জানোয়ারটা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার যেন লাফ দিয়ে আমাদের উপর পড়বে বলে মনে হল। আমি রাইফেল তাক করলাম।

লর্ড রক্সটন আমায় বাধা দিয়ে বললেন, "উঁহু! ও কাজটি করবেন না। এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে রাইফেলের শব্দ হলেই এই ঘুমন্ত পুরী জেগে উঠবে। তখন এমনি হিংস্র কত প্রাণী কোন দিক থেকে এখানে ছুটে আসবে কে জানে? তখন আর আমাদের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই থাকবে না।"

"সে তো পরের কথা। এখানকার বিপদ থেকে আগে রক্ষা পাই তো!"

"অধৈর্য হবেন না।" এই বলে লর্ড রক্সটন অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে নিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা বাধা দেবারও অবসর পেলাম না। জানোয়ারটাও ধীরে ধীরে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। তার চোখ দুটি জ্বলছে, জিহ্বা লকলক করছে, তার বড় বড় ধারালো দাঁতগুলি ঝকঝক করছে, সারা মুখে টাটকা রক্তের দাগ। একটু আগেই আর কারও ঘাড় ভেঙে এসেছে।

www.BanglaBook.org

সে কি উত্তেজনাকর মুহূর্ত! এই বুঝি জানোয়ারটা লর্ড রক্সটনের উপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু অসম্ভব সাহস আর মনোবল লর্ডের। তিনি দোর থেকে একটা ডাল সরিয়ে নিয়ে একটু ফাঁক করলেন, আর তার মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত ডালটা জানোয়ারটার উপর ছুড়ে মারলেন।

আগুনের স্পর্শ পেতেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে সেখান থেকে ছুটে পালাল। আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

আমরা সবাই লর্ড জনকে বললাম, "এমন অসমসাহসিক কাজের ঝুঁকি নেওয়া আপনার ঠিক হয়নি। জানোয়ারটা যদি আগুনকে ভয় না করে আপনার উপর লাফিয়ে পড়ত!"

"আমি জানতাম, আগুনকে ও ভয় করবেই। আর তা যদি নাও করত, তাহলেও আমাদের আর কিইবা করবার ছিল? বেড়া ডিঙিয়ে ও যদি আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ত, তবে চারজনেই হয়তো গুলি ছুড়তাম। সে গুলিতে জানোয়ারটা মরত কিনা জানি না, আমরা নিজেরাই জখম হতাম। আর ও লাফ দেওয়ার আগেই যদি আমরা গুলি ছুড়তাম, তবেও ও ঘায়েল হত কিনা সন্দেহ। তার গায়ের চামড়া কিরূপ পুরু দেখেছিলেন তো! সে ক্ষেত্রে সে রেগে গিয়ে আমাদের উপর পড়ে আমাদের ছিঁড়ে ফেলত! তাই সব দিক ভেবেই আমি এই ঝুঁকি নিয়েছিলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমাদের বিপদ কেটে গেছে।"

জানোয়ারটা কি, লর্ড রক্সটনের এই প্রশ্নের উত্তরে চ্যালেঞ্জার বললেন, "এটা কি জানোয়ার সঠিক বলা শক্ত। তবে এইটুকু বলা চলে যে, এটা একটা মাংসাশী ডাইনোসর। আমার বরাবরই এ বিশ্বাস ছিল যে, এই রাজ্যে এ ধরনের হিংস্র প্রাণী আছে। যাক, এ নিয়ে এখন আলোচনা না করে বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটানো যাক।"

লর্ড রক্সটন বললেন, "সবার একসাথে ঘুমুনো চলবে না। আমাদের মধ্যে পালা করে এক একজনকে পাহারা দিতে হবে।"

সামারলি বললেন, "তবে আমিই পাহারায় রইলাম। আপনারা ঘুমান।" এই বলে তিনি পাইপ টানতে লাগলেন।

পরদিন ভোরে উঠেই কাল রাতের ব্যাপারটার খোঁজে বেরুলাম। যে জলাটায় ইগুয়ানোডনদের আস্তানা, সেখানে গিয়ে দেখি, বীভৎস ব্যাপার। এক জায়গায় তাল তাল মাংস পড়ে আছে। জায়গাটা রক্তে ভেসে গেছে। প্রথমে ভাবলাম, সব কয়টি ইগুয়ানোডনকেই বুঝি হত্যা করা হয়েছে। পরে দেখা গেল, না, একটিই মাত্র এই হত্যাযজ্ঞের আহুতি হয়েছে।

রক্তাক্ত মাংসের টুকরো কয়েকটি পরীক্ষা করে দুই অধ্যাপক আততায়ীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাতি নির্ণয়ে বসে গেলেন। চ্যালেঞ্জার বললেন, "মাংসের টুকরোগুলির আয়তন দেখে মনে হচ্ছে, আততায়ীর দাঁতগুলি খুব তীক্ষ্ণ। বাঘের দাঁতের সাথে তার মিল আছে। তার চোয়ালের জোরও সাংঘাতিক। আমার মনে হয় আততায়ী হচ্ছে হিংস্র এলোসরাস।"

সামারলি বললেন, "মেগালোসরাসও হতে পারে।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "তা হওয়াও বিচিত্র নয়। মোট কথা আততায়ী এক দুর্দান্ত শক্তিশালী হিংস্র মাংসাশী ডাইনোসর।"

"আপনাদের এই আলোচনা একটু আস্তে আস্তে করুন। কে জানে সেই আততায়ী যদি তার প্রাতরাশ সারবার জন্য এখন এখানে এসে হাজির হয়, তবে আমাদের অবস্থা বড় সুবিধের হবে না।"

কথাটা ঠিক। দুই অধ্যাপকই চুপ করে গেলেন।

লর্ড রক্সটন তখন তাঁদের বললেন, "দেখুন তো মরা ইগুয়ানোডনের চামড়ার উপর এটা কিসের দাগ?"

দাগটা অনেকটা আলকাতরার দাগের মতো।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "আগ্নেয় শিলা দিয়ে এই পাহাড়টা তৈরি, এটা আমরা সবাই জানি। কাজেই পাহাড়ের কোনো জায়গায় হয়তো তরল আলকাতরার স্রোত আছে। এই ইগুয়ানোডনটি কোনোমতে তার সংস্পর্শে এসেছিল। তাই তার চামড়ায় এই দাগ লেগেছে। কিন্তু আমাদের সামনে সব চাইতে বড় প্রশ্ন হল, এই ছোট্ট অধিত্যকায় এখনও কি করে এই মাংসাশী ডাইনোসরটা টিকে আছে। জীবনসংগ্রামের সাধারণ নীতিই হচ্ছে, প্রবল দুর্বলকে শেষ করে বেঁচে থাকবে। তার মানে, দুর্বল প্রাণী যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে, প্রবল প্রাণীরা হয় না খেয়ে মরবে, অথবা তাদের বংশবিস্তার এমনভাবে কমাতে হবে, যাতে তাদের খাদ্যের অভাব না হয়। এখানে ঠিক কোনটা হয়েছে বলা শক্ত।"

এই নিয়ে দুই অধ্যাপকের মধ্যে জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুরু হল। আমি আর লর্ড রক্সটন সে দিকে মন না দিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখবার জন্য রাইফেল হাতে বেরুলাম।

এবার যেদিকে এলাম, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। পথের দুই ধারে ফুলবন। ফুলের রং হয় সাদা, নয়তো হলদে। মনে হয় যেন সাদা আর হলদে কার্পেট বিছানো। অনেকগুলি ফুলই বেশ সুগন্ধি। ফুল ছাড়া অনেকগুলি ফলের গাছও আমাদের চোখে পড়ল। তাতে নানারকমের ফল ধরে আছে। যে সব ফল পাখিরা খেয়েছে বলে বুঝতে পারলাম, আমরা তার দু-চারটা মুখে দিয়ে দেখলাম, চমৎকার স্বাদ!

www.BanglaBook.org

এই বনপথে ছোট-বড় নানা জানোয়ারের পদচিহ্নও নজরে পড়ল। কোনোটা বেশ বড়, কোনোটা বা ছোট। এক জায়গায় একটা জলার মধ্যে কয়েকটা ইগুয়ানোডন খেলে বেড়াচ্ছে। লর্ড রক্সটন তাঁর ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখলেন, তাদের গায়েও সেই আলকাতরার দাগ! এর রহস্য কি তা আমাদের দুজনের কেউ বুঝতে পারলাম না।

যেতে যেতে নানাধরনের ছোট ছোট প্রাণীও আমাদের নজরে পড়ল। কাঁটাওয়ালা সজারু, পিঁপড়ে-খেকো, বুনো শুয়োর। বুনো শুয়োরের গায়ের রং বহুবর্ণ, তার সামনে দুটো দাঁতই বাঁকানো। দূরে প্রকাণ্ড একটা জন্তুকে শোঁ করে ছুটে যেতে দেখলাম। তার গতি দেখে মনে হল হরিণ হবে। কিন্তু তার গায়ের রং হরিণের মতো নয়।

এইসব দেখে-শুনে আমরা আমাদের ক্যাম্পে ফিরলাম। ফিরে আবার কোন কাণ্ড দেখি, এ ভয় যে না ছিল, তা নয়। কিন্তু না, আর কোনো উপদ্রব হয়নি!

সেইদিনই বিকালের দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হল, সামারলি বললেন—"এখান থেকে কি করে নীচে নামা যায়, তার চেষ্টা করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ। এই রাজ্যে কি আছে না আছে তা খুঁজে বেড়িয়ে অনর্থক আমাদের দুটো দিন নষ্ট হয়েছে।"

"আপনার কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। আপনি একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী। এই অজানা রাজ্য কত অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে আপনার সামনে। আপনি সে সব তথ্য উপেক্ষা করে, ফিরবার জন্য অস্থির হবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।"

"আপনি ভুলে যাবেন না, আমাদের এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল আপনার বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করা। সে যাচাই হয়ে গেছে। এখন আমাদের বক্তব্য হবে লন্ডন জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটে গিয়ে সে সংবাদ দেওয়া। এই অধিত্যকা সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হলে সেভাবে তৈরি হয়ে আর একবার আসতে হয়।"

লর্ড রক্সটন বললেন, "সে কথা ঠিক। তবুও একবার যখন অজানা রাজ্যে এসে পৌঁছতে পেরেছি, তখন এর সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ না করে লন্ডনে ফিরে যাওয়াটা আমি ভালো মনে করি না!"

আমি বললাম, "আমারও তাই মত। নূতন কিছু সংবাদ পরিবেশন করবার মতো তথ্য না নিয়ে ফিরলে আমার কাগজই বা কি মনে করবে? তাছাড়া, যতদূর বোঝা যাচ্ছে, ফিরে যাবার কোনো উপায়ই নেই। কাজেই এখন তা নিয়ে এ আলোচনারই বা সার্থকতা কতটুকু!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জার আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আমার তরুণ বন্ধুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা না থাকলেও সাধারণ বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সাধারণত তাই হয়ে থাকে। তিনি ঠিকই বলছেন, ফিরে যেতে চাইলেও আমরা আর ফিরতে পারছি না, তখন এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে সত্যিই লাভ নেই।"

সামারলি তবুও তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। বললেন, "এটা কোনো কাজের কথাই হল না। আমরা কি মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই থাকব নাকি? উপরে ওঠবার সময়ও তো আমরা প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারই মাথা খাটিয়ে একটা পথ বার করেছিলেন। আমি বলব, তিনি আবার মাথা খাটিয়ে নামবারও একটা পথ আবিষ্কার করুন।"

প্রশংসায় কে না খুশি হয়? চ্যালেঞ্জারও খুশি হলেন। তিনি বললেন, "নামার ব্যাপারটা সত্যি একটা মহা সমস্যা বটে। তবে এও ঠিক, বুদ্ধি খাটাতে পারলে সব সমস্যারই সমাধান হয়। আজীবন ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ডে পড়ে থাকব, এটা একটা কথাই নয়। আমাদের ফেরার কথা ভাবতেই হবে। তবে আমার কথা হচ্ছে, এ জায়গাটার মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ ও এর একটা খসড়া ম্যাপ না আঁকা পর্যন্ত ফেরবার কথা আমি ভাবতেই পারি না।"

তাঁর এই কথা শুনে সামারলি আবার অধৈর্য প্রকাশ করলেন। বললেন, "দুটো দিন আমরা বৃথা নষ্ট করেছি। তাতে আমাদের কি লাভ হয়েছে? এখানকার বিশাল বনভূমি জরিপ করে তার সব কিছু জানা দু'চার দিন বা দু'চার মাসের কাজ নয়। জায়গাটা মোটামুটি সমতল। যদি একটা চূড়ার মতোও কোনো কিছু থাকত, তাহলে সেখানে উঠে গোটা পাহাড়টার একটা মোটামুটি ধারণা করা যেত। কিন্তু তারও উপায় নেই। এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের কতটুকু লাভ হবে?"

সামারলির কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার জিংকো গাছটার দিকে নজর পড়ল। এ তল্লাটে এইটাই সবচেয়ে মোটা আর উঁচু গাছ। ওটার মগডালে উঠলে কেমন হয়? তা হলে তো সেখান থেকে গোটা পাহাড়টাই দেখতে পাওয়া যাবে। ছেলেবেলায় অনেক গাছে চড়েছি, সে অভ্যাস তো একেবারে নষ্ট হয়নি।

কথাটা বলতেই সবাই তার তারিফ করলেন। তখনও সন্ধ্যা হতে বেশ কিছুটা দেরি আছে। তাই চ্যালেঞ্জার বললেন, "শুভস্য শীঘ্রম্! অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এখনই উঠে পড়ুন।"

গাছের গোড়ার দিকটা মোটাও বটে, ডালপালাশূন্যও বটে। তাই প্রথম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিকটা উঠতে বেশ কষ্টই হল। তারপর যখন ডালের নাগাল পেলাম, আমাকে আর পায় কে? তরতর করে উপরে উঠতে লাগলাম। নীচ থেকে বাকি সবাই আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

গাছটার মাঝামাঝিরও অনেকটা উপরে উঠে গেছি, দেখি একটা পরগাছা সামনের ডালটাকে এমনি জড়িয়ে ধরে আছে যে, ওপরে আর কিছু দেখা যায় না। পরগাছার ওপাশে কি আছে দেখবার জন্য যেই আমি একটু মাথা গলিয়েছি, অমনি আমার চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। দেখি ফুটখানেক উপর থেকে মানুষের মতো একজন আমার দিকে চেয়ে আছে। হ্যাঁ, মানুষের মুখ বলেই মনে হল। মুখটা লম্বা, সাদাটে রং, মুখে ব্রণ ভর্তি, নাকটা চ্যাপ্টা, নীচের ঠোঁটটা যেন ঝুলে পড়েছে, তার দু'পাশে খোঁচা খোঁচা গোঁফ। চোখ দুটো তেমন বড় না হলেও লাল, যেন কটমট করে চেয়ে আছে। মুখ খিঁচিয়ে আপন মনেই কি যেন বলল, আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু তার ধারালো ঝকঝকে দাঁতগুলি দেখেই আমার প্রাণ উড়ে গেল।

একটা বড় ছুরি ছাড়া আমার আর কোনো অস্ত্র নেই। তাই নিয়ে আত্মরক্ষা করা দুরাশা! তাই বলে ভয় পেলেও চলবে না। তাই আমিও নির্ভয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। হয়তো ত্রিশ সেকেন্ড, হয়তো এক মিনিট। তারপরই বনমানুষটি এক লাফে নীচে নেমে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি যেমন তাকে ভয় পাচ্ছিলাম, সেও হয়তো তেমনি আমাকে ভয় পেয়েই পালিয়ে গেল।

এদিকে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে মনে করে লর্ড রক্সটন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল? পা পিছলে গেল নাকি?"

আমার তখন কোনো উত্তর দেবার সামর্থ্য ছিল না। তাই চুপ করেই রইলাম। তারপর আবার সাহসে ভর করে উপরে উঠতে উঠতে একেবারে মগডালে উঠলাম।

সেখান থেকে পাহাড়ের এবং তারও চারধারের যে প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ল, তার ঠিকমতো বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়। সে চেষ্টাও আমি করব না।

দেখলাম, ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ডের আকৃতি অনেকটা ডিমের মতো। লম্বায় প্রায় ত্রিশ মাইল, চওড়ায় কুড়ি মাইল। চারধারটা উঁচু। ঢালু হয়ে হয়ে মাঝখানটায় একটা বেশ বড় হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। তার ব্যাসও দশ মাইলের কম হবে না। নীল জল টলটল করছে। হ্রদের ধারে শরবন, মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি। অস্তগামী সূর্যের আলোয় বালিগুলি সোনার মতো চকচক করছে। হ্রদের জলে কুমিরের মতো দেখতে অথচ কুমিরের চেয়ে অনেক বড় কালো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালো কি যেন ভেসে আছে। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখেও সেগুলি যে কি ঠিক বোঝা গেল না। তবে তাদের নড়াচড়া দেখে বুঝলাম, ওগুলি জীবন্ত।

পাহাড়ের যে দিকটায় আমরা ছিলাম সে দিকটায় পাঁচ-ছয় মাইল জুড়ে নিবিড় বন হ্রদের দিকে চলে গেছে। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা বা জলা! একটা জলায় ইগুয়ানোডন ও আর একটায় টেরোডাকটাইলদের দেখতে পেলাম। কিন্তু আমাদের বিপরীত দিকে পাহাড়ের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম। নীচে যেমন বেসল্ট পাথর, উপরেও এদিকে তেমনি লাল পাথর। তবে তার উচ্চতা দুশো ফুটের বেশি নয়। এই লাল পাথরের পাহাড়ের গায় কালো কালো গহ্বর। মনে হল যেন গুহামুখ। একটা গুহার মুখে কি একটা সাদা জিনিস যেন ঝিকমিক করছিল। সেটা ঠিক কি, তা দূর থেকে বুঝতে পারলাম না।

নোটবই আর পেনসিল নিয়েই আমি গাছে উঠেছিলাম। আমি একটা সুবিধাজনক জায়গায় বসে সমস্ত পাহাড়টার একটা খসড়া ম্যাপ আঁকাও শুরু করলাম। আঁকা শেষ করে আমি নীচে নেমে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

আমার সঙ্গীরা আমার জন্যে উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। নামতেই তাঁরা আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরলেন। প্রথমেই আমি বনমানুষটির কথা বললাম। সে যে বরাবরই সেখানে ছিল, এ কথা আমি একটু জোর দিয়েই বললাম।

"আপনার এটা মনে করার কারণ কি?" লর্ড জন প্রশ্ন করলেন।

"তার ঠিক উত্তর দিতে পারব না। তবে কাল থেকেই আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, কেউ যেন কোনোখান থেকে আমাদের সব কিছু লক্ষ করছে! আমার এ ধারণার কথা কালও আমি মিঃ চ্যালেঞ্জারকে বলেছিলাম।"

"ওটা দেখতে কেমন বলুন দেখি।" আমি যতটা পারি, বর্ণনা দিয়ে বললাম, "আবছা দেখা। সেটা দেখতে অনেকটা বুনো শুয়োরের মতো। তবে গায়ের রং লালচে, আর ভারী ক্ষিপ্রগতি।"

"ওটা সামনের হাত মুঠো করতে পারে কিনা, লক্ষ করেছিলেন কি?"— চ্যালেঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, তা লক্ষ করিনি।"

"তার লেজ ছিল কি?"

"না।"

"তার পিছনের পা দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরতে পারত কি?"

"সেটা দেখবার সময় পেলাম কোথায়? তবে সে যেমন ক্ষিপ্রগতিতে ডাল ধরে পালিয়ে গেল, তাতে এটাই স্বাভাবিক যে তার সে ক্ষমতা আছে।"

"দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় ছত্রিশ জাতের বানর আছে। কিন্তু বানর-মানুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় এনথ্রোপয়েড, তা যে এখানে আছে, এ যাবৎ কেউ তা জানত না। এখন আমাদের দেখতে হবে এই জানোয়ারটির সঙ্গে মানুষের না বানরের সাদৃশ্য বেশি। যদি মানুষের সাথে বেশি সাদৃশ্য হয়, তবে পণ্ডিতেরা যাকে বলেন মিসিং লিঙ্ক বা হারানো গ্রন্থি, তার চমৎকার সমাধান হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধানই হচ্ছে আমাদের আশু কর্তব্য। কি বলেন অধ্যাপক সামারলি?"

"ও সব কিছু করবার দরকার নেই। মিঃ মেলোন যখন ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ডের চার্ট তৈরি করে ফেলেছেন, তখন আমাদের এবার কাজ হল নীচে নামার চেষ্টা করা।"—সামারলি চটপট উত্তর দিলেন।

"বেশ কাল থেকে নীচে নামবার কথা ভাবা যাবে। দেখা যাক একটা পথ বার করা যায় কিনা।"

সে প্রসঙ্গ সেখানেই শেষ হল।

সন্ধ্যায় আগুনের চারধারে বসে আমরা তখন আমার আঁকা ম্যাপ নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। মাঝখানটায় হ্রদের উপর হাতের পেনসিলটা রেখে চ্যালেঞ্জার বললেন, "এর একটা নাম দেওয়া যাক।"

"আপনার নামেই এর নামকরণ হোক—লেক চ্যালেঞ্জার।"

"আপনার নামে হতেই বা বাধা কি?—লেক সামারলি।"

"আমি বলি মিঃ মেলোনই যখন এটা আবিষ্কার করেছেন তখন এর নাম দেওয়া যাক লেক মেলোন।" লর্ড জন বললেন।

আমি তাতে রাজি হলাম না। লর্ড জন তখন বললেন, "তবে আপনিই আপনার পছন্দমতো একটা নাম দিন।"

"আমি এর নামকরণ করছি লেক গ্ল্যাডিস্।"

"তরুণদের কাণ্ডই আলাদা।" চ্যালেঞ্জার টিপ্পনী কাটলেন। সামারলিও মুচকি হাসি হাসলেন।

এগারো

আমার সেদিনের কৃতিত্বের জন্য তিনজনই আমায় এত প্রশংসা করলেন যে, আমার মনের মধ্যে বেশ একটু গর্বের সঞ্চার হল। দলের মধ্যে বয়সে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতায় আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাই আর সবাই আমাকে একটু স্নেহের চক্ষেই দেখত।

কিন্তু আজ? জিংকো গাছে ওঠা, অধিত্যকার মানচিত্র আঁকা, এপ্‌ম্যান আবিষ্কার করা সবই আমার একার কীর্তি! এজন্য গর্ব হওয়া স্বাভাবিকই, বিশেষত আমার বয়সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুয়ে শুয়ে সে কথাই ভাবছিলাম। লর্ড জন এবং চ্যালেঞ্জার কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। সামারলি রাইফেল হাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। আর কম্বলের নীচে শুয়ে আমি নিদ্রাহীন চোখে আকাশ-পাতাল ভাবছি।

হঠাৎ মনে হল, এই ফাঁকে চুপে চুপে গ্ল্যাডিস্ লেক পর্যন্ত ঘুরে এলে কেমন হয়? যদি ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ড সম্বন্ধে আরও নূতন খবর সংগ্রহ করে ভোরের আগেই ফিরে আসি, তাহলে আমার সঙ্গীদের কাছে আরও বাহাদুরি পাওয়া যাবে। আমার কাগজের জন্যও আরও বেশি সংবাদ সংগৃহীত হবে।

গ্ল্যাডিসের মুখও মনে পড়ল। মনে পড়ল তার কথা—বীরত্ব ও সাহস দেখাবার সুযোগের অভাব হয় না। আমি স্থির করলাম আমি একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসব।

এ যে কত বড় অর্বাচীনতার কাজ, তখন কি তার বোঝবার ক্ষমতা ছিল! আমি আস্তে আস্তে দোর খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

শ'খানেক গজ গিয়েই মনে হল, কাজটা ভালো হল না। এই অজানা রাজ্যে রাত্রিকালে কত বিপদ হতে পারে! কিন্তু কেন জানি না তখন আমার কেমন একটা গোঁ চেপে গিয়েছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। আকাশে চাঁদের আলো। কিন্তু চারধারের বন এত ঘন যে, তার মধ্যে চাঁদের আলো প্রবেশ করতে পারে না। কিছুদূর যেতেই এই আলো-আঁধারি চোখে সয়ে গেল। আমি একটু একটু করে এগুতে লাগলাম।

মনে নানা ভয়ংকরের ছবি ফুটে উঠতে লাগল। সেই রাতের সেই বিকট চিৎকার, ইগুয়ানোডনের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, আমাদের আস্তানার কাছে সেই ভয়ংকর জানোয়ারের নিঃশব্দ আনাগোনা—যে কোনো মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে পড়তে পারে। ভয়ে গুলি ভরবার জন্য রাইফেল হাত দিয়ে দেখি, সেটি রাইফেল নয়, পাখিমারা বন্দুক। উত্তেজনার মুখে রাইফেল আনতে গিয়ে পাখিমারা বন্দুক নিয়ে এসেছি! এ আমার কোনো কাজেই লাগবে না।

ভাবলাম ফিরে যাই। এমন নিরস্ত্র হয়ে রাতে এই ভয়ংকরের রাজ্যে বেরুনোর কোনো মানে হয় না। পরক্ষণেই মনে হল, এখন ফিরে গেলে সবাই টের পেয়ে যাবে। আমার আর একা বেরুনো হবে না। আমার সঙ্গে আর কেউ থাকলে আমার একার আর কোনো কৃতিত্ব থাকবে না। এই ভেবে ফিরে যাবার কথা মন থেকে মুছে ফেললাম।

অরণ্যের অন্ধকারে যে এত বিভীষিকা, এর আগে তা কোনোদিনই মনে হয়নি। আবার যখন খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ি, জ্যোৎস্নার আলোয় যখন চারিদিক পরিষ্কার দেখা যায় তখন মনে হয় অন্ধকারই ভালো। সেখানে অন্তত আত্মগোপনের চেষ্টা চলতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলতে চলতে আমি ইগুয়ানোডনদের জলার কাছে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম সেখানে একটি প্রাণীও নেই। সেদিনের সেই বীভৎস হত্যালীলার পর তারা বোধ হয় নূতন কোনো আস্তানা খুঁজে নিয়েছে।

যেতে যেতে টেরোডাকটাইলদের আবাসস্থলের কাছে পৌঁছলাম। ঠিক তখনই একটি টেরোডাকটাইল দু'পাখা ছড়িয়ে আকাশের দিকে উড়তে শুরু করল। ভাবলাম, আমাকে দেখেই বুঝি তার এই আকাশ পরিক্রমা। এখনই যদি একবার বিকট চিৎকার করে ওঠে, তবে তার সাথে আরও শয়ে শয়ে টেরোডাকটাইল আকাশে উঠবে। তারপর দল বেঁধে আমায় আক্রমণ করলে আমি কোথায় যাব! তাই আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। যাক আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হল। টেরোডাকটাইলটা একটু বাদেই একটা গাছের ডালে এসে বসল।

আমি আবার আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। একটু পরেই কানে এল একটা টগবগ শব্দ, যেন কেটলিতে জল ফুটছে। প্রথমে মৃদু শব্দ, ক্রমে সেটা জোরালো হচ্ছে মনে হল। সেই শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা বদ্ধ জলা। কালো রঙের জলে ভর্তি। সেখানে গলগল করে গরম আলকাতরার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চারপাশটা এত গরম যে কাছে দাঁড়ানো যায় না। আলকাতরার সাথে কালো কালো ধোঁয়া বেরিয়ে জায়গাটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

এই পাহাড়টি যে আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপেই এমন উঁচুতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, চ্যালেঞ্জারের মুখে আগেই সে কথা শুনেছিলাম। বেসল্ট পাহাড়ও আগ্নেয়শিলায় তৈরি। কিন্তু সেই আগ্নেয়গিরি যে এখনও এমন সক্রিয় থেকে তার একটা মুখ দিয়ে এমন গরম আলকাতরা আর ধোঁয়া বের করছে, তা কে জানত?

প্রতিটি পা সতর্ক হয়ে ফেলতে হচ্ছে। আমি যথাসম্ভব গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলছি। মাঝে মাঝে গাছের ডালে বন্য পশুর লাফালাফি কানে আসছে, মাঝে মাঝে পাশ দিয়েই হয়তো কোনো অতিকায় প্রাণী থপথপ করে যাচ্ছে। আমি তখন নিঃস্পন্দ হয়ে গাছের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে থাকি। এইভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমি গ্ল্যাডিস্ হ্রদের কাছে এসে পৌঁছলাম। এতক্ষণ হেঁটে হেঁটে আমার ভারী তৃষ্ণা পেয়েছিল। তাই হ্রদের টলটলে পরিষ্কার জল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। আঁজলা করে অনেকটা জল খেয়ে ফেললাম। বেশ ঠান্ডা মিষ্টি জল!

হ্রদের পাড়ে একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাথর পড়ে ছিল। আমি তার উপরে গিয়ে বসলাম। আকাশে মৃদু জ্যোৎস্না। বাতাস স্নিগ্ধ শীতল। নিমেষের জন্য যেন আমি বিপদ-আপদের কথা ভুলে গেলাম। রহস্যময়ী নৈশ প্রকৃতির এমনি মোহিনী মায়া!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে একটা পথের চিহ্ন। তার উপর নানারকম পায়ের ছাপ। পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল বন্য পশুর দল এখানে জল খেতে আসে। এ তাদেরই পায়ের চিহ্ন।

আমি যখন জিংকো গাছ থেকে হ্রদটা দেখি, তখন কতকগুলি কালো কালো গহ্বর দেখেছিলাম। এখন সেদিকে চেয়ে দেখি সেগুলির মুখে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ভাবলাম, এও বুঝি আগ্নেয়গিরিরই মুখ—তা থেকেই জ্বলন্ত লাভা বেরুচ্ছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আগ্নেয়গিরির মুখ তো আর পাহাড়ের গায় থাকবে না! তবে এ আগুন কিসের? নিশ্চয়ই গুহার ভিতরে মানুষ আছে। তারাই আগুন জ্বালিয়েছে। তারই শিখা দেখা যাচ্ছে। গুহাগুলি আমার ওখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। তাই পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু তাও আর সম্ভব নয়!

গ্ল্যাডিস্ হ্রদ! কল্পনায় মনে হল, গ্ল্যাডিস্ আমার পাশেই বসে আছে। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে হ্রদের শোভা দেখছি। জ্যোৎস্নায় হ্রদের জল একটা রুপোর চাদরের মতো দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে চড়া পড়ে গেছে। চড়ার বালিও জ্যোৎস্নার আলোয় মায়াময় হয়ে উঠছে।

হ্রদের জলে ছোট-বড় নানারকমের মাছ। অতিকায় প্রাণীরও অভাব নেই। মাঝে মাঝে তাদের বিরাট দেহের খানিকটা উপরে ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই আবার হ্রদের জলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কারও বা শুধু বিরাট লেজের ডগাটুকু দেখা যাচ্ছে।

চড়ার উপর একটা প্রকাণ্ড রাজহাঁস ডানা মেলে বসে আছে। এত বড় রাজহাঁস এর আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি। তার গলাই বা কি লম্বা! হাঁসটা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে কতক্ষণ কি খোঁজাখুঁজি করল। তারপর হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে হ্রদের ধারে বসে আর্মাডিলোর মতো দুটি প্রাণী তাদের লাল লাল লম্বা লম্বা জিভ বের করে চুকচুক করে জল খাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড হরিণ হরিণী ও দুই বাচ্চা নিয়ে জল খেতে এসেছে। তার মাথায় শিং-এ অনেকগুলো ডাল। এতবড় হরিণও এর আগে দেখিনি। জল খেতে খেতেই হরিণটা উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনল। তারপর দলবল নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালাল। আর্মাডিলো দুটি হরিণের দেখাদেখি ছুটতে শুরু করল।

হঠাৎ এমন কি হল, যার জন্য এরা এমন ছুটে পালাল? দেখি, একটা অদ্ভুত বিকটাকার প্রাণী জল খেতে এদিকেই আসছে। প্রাণীটা যেন আগেও দেখেছি, কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না। হঠাৎ মনে পড়ল, মিঃ ম্যাপল হোয়াইটের নোটবই-এ এর ছবি দেখেছি। এই হচ্ছে সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টেগোসরাস্! ম্যাপল হোয়াইট এ দেখেই ছবিটা এঁকেছিলেন। এর পায়ের থপথপানিতে যেন মাটি কেঁপে উঠতে লাগল! জল খাওয়ারই বা কি ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ! মিনিট পাঁচেক ধরে কয়েক কলসী জল খাবার পর সেটা আবার থপথপ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত আড়াইটে। আর নয়, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এবার ফেরা যাক। এই স্থির করে ফেরার পথ ধরলাম। অর্ধেক পথ গিয়ে মনে হল, পিছনে যেন কার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, কে যেন আমায় অনুসরণ করছে। একি মনের ভয়! কানের ভুল! না শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মনে হল একটা নিঃশ্বাসও যেন শুনতে পাচ্ছি।

সত্যিই একটা প্রাণী আমার পিছনে পিছনে আসছে। অনেকটা ক্যাঙারুর মতো। পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে থপথপ করে হেঁটে আসছে। প্রথমে ভাবলাম, নিরীহ ইগুয়ানোডন। কিন্তু শীঘ্রই আমার ভুল ভাঙল। নিরীহ ইগুয়ানোডন নয়, ভয়ংকর হিংস্র এক ডাইনোসর। এদের মতো দুর্দান্ত হিংস্র প্রাণী পৃথিবীতে আর দুটি হয়নি। এদেরই একটি সেদিন আমাদের তাঁবু আক্রমণ করতে গেছিল!

আমার তখন সে কি অবস্থা! জানোয়ারটা খানিক দূর এসেই নাক দিয়ে মাটি শুঁকছিল। আমার মনে হল, শুধু গন্ধ শুঁকে শুঁকেই সে আমাকে অনুসরণ করছে। এখনও তবে আমায় দেখতে পায়নি!

আমি কি করি! হাতে মাত্র একটা পাখিমারা বন্দুক। এ থাকা না থাকা দুইই সমান! কাছে কোনো গাছও নেই যে তার উপরে উঠে আত্মরক্ষা করব! সামনেই উন্মুক্ত প্রান্তর। একটু আড়ালও নেই যে লুকিয়ে থাকব! আড়ালে লুকিয়েও তো গন্ধ ঢাকা দেওয়া যাবে না।

বেগতিক দেখে আমি মরিয়া হয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগলাম। সে যেন জীবন-মরণ দৌড়। ছুটতে ছুটতে হাত-পা অবশ হয়ে এল, দম বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। তবুও ছুটছি, না ছুটে উপায় নেই। থামলেই সাক্ষাৎ যমের মুখে পড়ব। জানোয়ারটা এতক্ষণ গন্ধ শুঁকে শুঁকে আসছিল। খোলা জায়গায় এসে আমায় দেখতে পেয়ে সেও তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। তার সঙ্গে আমার দূরত্ব ক্রমেই কমে এল। শেষে একসময় মনে হল, তার নিঃশ্বাস যেন আমার গায় লাগছে। তার মরণ থাবা বুঝি আমার কাঁধে এসে পড়ল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসতেই একটা বিকট দুর্গন্ধ নাকে এল। হাতে লাগল থলথলে মাংস আর একটা হাড়। অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে পড়ল, পকেটে দেশলাই আছে। তাই জ্বেলে দেখি, এ একটা মাঝারি ধরনের খাদ। তার মাঝখানটায় একটা বাঁশ পোঁতা। তার

www.BanglaBook.org

আগাটা চোখা। খাদের মধ্যে পচা মাংস আর হাড়ের স্তূপ। তারই দুর্গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উলটে আসছে। এটা তাহলে মানুষেরই তৈরি ফাঁদ। উপরে লতাপাতা থাকায় বোঝবার উপায় নেই যে, এ এমন সাংঘাতিক মরণ ফাঁদ।

গুহাবাসী মানুষ আত্মরক্ষার জন্যই এই ফাঁদ তৈরি করেছে। গায়ের জোরে তারা মাংসাশী ডাইনোসরদের সঙ্গে পেরে উঠবে না জেনেই তারা এই বুদ্ধির খেলা খেলেছে। এভাবেই তবে হিংস্র ডাইনোসরদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে!

আকাশে মৃদু জ্যোৎস্না। তার আলো তেরছা হয়ে খাদেও পড়েছে। দেখা গেল, খাদ থেকে উপরে ওঠা কঠিন নয়। যদিও এতক্ষণ দৌড়ে দৌড়ে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে, তবুও যে শক্তি অবশিষ্ট আছে তাতে উপরে ওঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু উপরে ওঠা নিরাপদ হবে কি? সেই হিংস্র জানোয়ারটা ওত পেতে নেই তো?

এইসব জানোয়ারদের সম্পর্কে দুই অধ্যাপকের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তাতে শুনেছিলাম যে, এদের বুদ্ধি বা মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই। সহজাত অভ্যাসের বশেই এরা সব কাজ করে। তাই যদি হয়, তবে আমি যে খাদে পড়ে গেছি, জানোয়ারটা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। এবং সেজন্যই হয়তো সে আর আমার জন্য এখানে বসে নেই।

এই ভেবে আমি আস্তে আস্তে খাদ থেকে উপরে উঠে এলাম। তখনও কি ভয় যায়? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে যখন বুঝলাম, জানোয়ারটা কাছেভিতে কোথাও নেই, তখন আবার আমাদের ক্যাম্পের দিকে ছুটতে শুরু করলাম।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে মনে হল, আমাকে না দেখে আমার সঙ্গীরা না জানি আমার জন্য কত কি ভাবছে। এমন সময় হঠাৎ রাইফেলের একটা শব্দ শুনলাম। এ সময় রাইফেলের আওয়াজ কেন? তবে কি তারা কোনো বিপদে পড়েছে? তাই যদি হবে, তবে শুধু একটা আওয়াজ হবে কেন? আমি যদি পথ হারিয়ে ফেলি, তাই আমাদের নিশানা বোঝাবার জন্যই বোধহয় এই রাইফেল ছোড়া! এইটাই সম্ভাব্য মনে হল।

আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের ক্যাম্পের দিকে পা চালালাম। গিয়ে দেখি, দোর খোলা, ভেতরে কেউ নেই। আমি তাঁদের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম, কোনো উত্তর নেই। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

চ্যালেঞ্জার দুর্গে ঢুকে দেখি, সেখানকার সব জিনিস লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। তিন-চারটে কার্তুজ দুমড়ে-মুচড়ে এদিক-ওদিক পড়ে আছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে দলাদলা রক্ত জমে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার তিনজন সঙ্গীই তবে আততায়ীর হাতে পড়েছে। এই ভয়ংকরের রাজ্যে আমি যে তাদের উপর কতটা নির্ভরশীল ছিলাম, তা যেন নতুন করে অনুভব করলাম। এই অজানা রাজ্যে আমি একা। পাহাড় থেকে নামবার পথ নেই। এখন কি করি!

চ্যালেঞ্জার দুর্গে থাকা নিরাপদ নয়। যাবই বা কোথায়? ভাবতে ভাবতে জিংকো গাছে উঠলাম। সেখানেই বাকি রাতটা কাটাব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, চোখে ঘুম এলেই নিশ্চিত পতন এবং সম্ভবত মৃত্যু। তাই আবার গাছ থেকে নেমে এলাম। ধীরে ধীরে আস্তানায় ঢুকলাম। রাইফেল, ক্যামেরা, ফিল্ডগ্লাস সব সেখানে পড়ে আছে। শুধু খোলা খাবারগুলি অদৃশ্য হয়েছে। চ্যালেঞ্জার ও সামারলির কম্বল তেমনি পড়ে আছে। শুধু লর্ড রক্সটনের রাইফেল থেকে একটা গুলি ছোড়া হয়েছে। তার মানে, আর বেশি গুলি ছোড়ার সুযোগ হয়নি। আততায়ীরা এর মধ্যে তিনজনকেই কাবু করে ফেলেছে।

আততায়ী কারা? মানুষ না পশু? মানুষ হলে তারা আরও অনেক জিনিসই নিয়ে নিত। সে দিনের সে জানোয়ার আবার এসেছিল? তা হলে একজনকে ধরলে, বাকি দুজনও রাইফেল ঘাড়ে তাঁর পেছনে ছুটতেন! কিন্তু তিনটি রাইফেলই তো পড়ে আছে। তবে? ভেবে-চিন্তে আমি কোনো কূল-কিনারা পেলাম না।

বারো

সেই আস্তানায় রাত কাটানো নিরাপদ নয়। কিন্তু বাইরে শোয়া আরও বিপজ্জনক। তাই আমি চ্যালেঞ্জার দুর্গে বাকি রাত কাটানোই স্থির করলাম। ভেতরে ঢুকে কাঁটার দোরটি শক্ত করে বাঁধলাম। তারপর তিন দিকে তিনটি আগুনের কুণ্ড জ্বালালাম। শেষে পেটভরে খেয়ে কম্বল নিয়ে শুয়ে পড়লাম। জেগে জেগেই রাত কাটাব ভেবেছিলাম। কিন্তু শরীরের উপর যে ধকল গেছে, তাতে শরীর আর কত বইবে? তাই কম্বলের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঘুম জড়িয়ে এল।

ভোরের আলো ভালো করে ফুটতে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল আমার পিঠের নীচে কে যেন হাত গলিয়ে দিয়েছে। আঁতকে উঠে আমি রাইফেলটি বাগিয়ে ধরে উঠতেই দেখি, লর্ড রক্সটন আমার সামনে বসে। কিন্তু এই কি সেই লর্ড রক্সটন? তাঁর এ কি উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা! তাঁর চোখ-মুখ বসে গেছে। সারা মুখে নখের আঁচড়। মাথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টুপি নেই, গায়ের জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলছে। ঘন ঘন শ্বাস বইছে। দেখেই মনে হয় অনেক দূর থেকে যেন দৌড়ে এসেছেন।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার? এমন চেহারা কেন, অধ্যাপক দুজনই বা কোথায়?"

তিনি আমার কোনো প্রশ্নেরই কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি কার্তুজ আর বিস্কুটের টিন একটা ঝোলার মধ্যে ভরতে লাগলেন। আমাকে বললেন, "সব কথা পরে শুনবেন। এখন সময় নেই। তাড়াতাড়ি যত পারেন বিস্কুট আর কার্তুজ পকেটে ভরে নিন। এক্ষুনি ছুটতে হবে। একমুহূর্ত বিলম্ব হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আমি হতভম্বের মতো তাঁর আদেশ পালন করলাম। তিনি তখন দুটি রাইফেল নিজে নিলেন, দুটি আমাকে নিতে বললেন। তারপর পাগলের মতো ছুটতে লাগলেন। আমিও তাঁর পিছন পিছন ছুটলাম। অনেক বন-জঙ্গল ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে শেষে আমরা এক ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম। তারই এক অন্ধকার কোণে লর্ড রক্সটন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, আমাকেও পাশে শোয়ালেন। শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ দম নিলেন। তারপর বললেন, "এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত। তারা এতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারবে না।"

"কাদের কথা বলছেন?"

"বানর-মানুষ! বেশি জোরে কথা বলবেন না। তারা অনেক দূরের কথা শুনতে পায়, অনেক দূরের জিনিসও দেখতে পায়। তারা শুধু গন্ধটাই বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি কোথায় ছিলেন বলুন তো।"

আমি সংক্ষেপে আমার কাহিনি বললাম।

"এভাবে বেরুনোটা খুবই দুঃসাহসের কাজ হয়েছিল। যাক বেরিয়ে এক হিসাবে বেঁচে গেছেন। এই বানর-মানুষদের হাতে পড়তে হয়নি। একবার আমি মানুষখেকো পপুয়ার মুখে পড়েছিলাম। এরা তার চেয়েও সাংঘাতিক।"

"ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলে বলুন তো!"

"তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। এমন সময় উপরের গাছটা থেকে বানর-মানুষেরা ঝুপ ঝুপ করে আমাদের আস্তানায় পড়তে লাগল। হতভাগারা আগে থেকেই দল বেঁধে গাছে উঠে বসেছিল। আমি একটার পেটে গুলি করলাম। কিন্তু তার আগেই তারা আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। তাদের হাতে লাঠি ছিল, পাথর ছিল। নিজেদের ভাষায় তারা কি বলাবলি করল। তারপর লতা দিয়ে আমাদের হাতগুলি পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, আমরা বাধা দেবারও অবসর পেলাম না। এরা নাকি এপম্যান! ডারুইনের মিসিং লিঙ্ক। লম্বায়-চওড়ায় তারা মানুষেরই

www.BanglaBook.org

মতো। তবে তাদের দেহের শক্তি অনেক বেশি। তাদের মাথার চুল লাল, চোখগুলি চকচকে। তারা জুলজুল করে অনেকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, এমন সাংঘাতিক তাদের চোখের চাউনি। চ্যালেঞ্জারের মতো লোকও বেশিক্ষণ সে চাউনি সহ্য করতে পারলেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হয়তো হকচকিয়ে গেছিলেন। নইলে এমন পাগলের মতো হাত-পা ছুড়ে তাদের এমন গালাগালি দিতেন না।"

"তারপর?"

"তারা খানিকক্ষণ কিচিরমিচির করে কি বলাবলি করল! নিজেদের মধ্যে হয়তো জল্পনা-কল্পনা করল। তারপর তাদের দলপতি এসে চ্যালেঞ্জারের পাশে দাঁড়াল। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আমার মনে হল চ্যালেঞ্জার আর বানর-মানুষদের দলপতির চেহারা যেন হুবহু এক। তারপর দলপতি যখন চ্যালেঞ্জারের কাঁধের উপর তার প্রকাণ্ড থাবাটা রাখল, তখন এত দুঃখের মধ্যেও সামারলির হাসি চেপে রাখা দায় হল। দুইই যেন দুটি বানর-মানুষ। তারপরের ব্যাপারটা মর্মন্তুদ। তারা সামারলি আর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। কাঁটা ঝোপে আমাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে গেল, শরীরের জায়গায় জায়গায় কেটে গেল। আমরা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। তাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

"চ্যালেঞ্জারকে এসব দুর্ভোগ পোয়াতে হয়নি। চারজন বানর-মানুষ তাঁকে কাঁধে করে বয়ে চলল। এ যেন রোম সম্রাটের বিজয় অভিযান।"

এমন সময় দূরে করতালের শব্দের মতো শব্দ শোনা গেল। লর্ড রক্সটন উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বললেন, "ওই ওরা যাচ্ছে। তারা আজ সারারাত সারাদিন আমাদের খুঁজে বেড়াবে। যাক, যা বলছিলাম। তারা আমাদের তাদের বস্তিতে নিয়ে গেল। সেটা পাহাড়ের একধারে, এখান থেকে তিন-চার মাইল দূরে হবে। বনের মধ্যে লতাপাতা দিয়ে তৈরি হাজারখানেক কুঁড়ে।

"আমাকে আর সামারলিকে তারা একটা গাছের নীচে শুইয়ে দিল। চ্যালেঞ্জার দলপতির সাথে একটা গাছের উপর বসলেন। সেখানে তিনি নানা ফলপাকুড় খেতে লাগলেন। আমাদেরও দু-একটা দিলেন। এরই মধ্যে তিনি আমার হাতের বাঁধনও একটু আলগা করে দিয়ে গেলেন।

"আপনি বলছিলেন, গ্ল্যাডিস্ হ্রদের একপাশে কয়েকটা গুহা দেখেছেন। তাতে মানুষ থাকে। সত্যিই তাই। সে দিকটায় রেড ইন্ডিয়ানদের বাস। এদিকটায় থাকে বানর-মানুষেরা। দুই দলের মধ্যে মারামারি লেগেই আছে। এপম্যানেরা সুযোগ পেলেই ইন্ডিয়ানদের বন্দী করে নিয়ে আসে, তারপর নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ তাদের একটা খেলা। কালও তারা ডজনখানেক

www.BanglaBook.org

ইন্ডিয়ানকে বন্দী করে এনেছে। লোকগুলিকে তারা মেরে মেরে একবারে আধমরা করে ফেলেছে। দুজনকে তো তখনই একবারে শেষ করে দিয়েছে। এই নৃশংস ব্যাপার দেখে সামারলির মূর্ছা যাবার জোগাড়।

"কাল রাতে তারা এই ইন্ডিয়ানদের ধরতে গিয়েছিল বলেই আপনি রক্ষা পেয়ে গেছেন। নইলে পথেই তারা আপনাকে পাকড়াও করত, কিংবা আমাদের ডেরায় এসে আপনাকে ধরে নিত। এই পাহাড়ে আসবার পথে বাঁশবনে আমরা একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের মৃতদেহ দেখেছিলাম, মনে আছে? এই বানর-মানুষদের বস্তি ঠিক তারই উপরে। এই বাঁশবনের পাশেই পাহাড়ের ওপর একটা খোলা জায়গা আছে। তারা সেখান থেকে তাদের শত্রুদের ওই বাঁশের উপর ছুড়ে ফেলে দেয়। বেচারা হয় বাঁশে বিঁধে যায়, নয়তো পাথরে আছাড় খেয়েই তার হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায়। আমাদের সামনেই তারা চারজন ইন্ডিয়ান বন্দীকে এইভাবে মেরে ফেলল। বাকি কয়টিকে আজ মারবে। সামারলিরও একই দশা হবে। চ্যালেঞ্জারের হয়তো তারা কোনো ক্ষতি করবে না। কাজেই আমার চিন্তা হল, কি করে নিজের প্রাণ বাঁচাই, সামারলির প্রাণ রক্ষা করি। এই নর-বানরদের পাগুলো বেঁটে আর বাঁকা, শরীরটা ভারী। তাই খোলা জায়গায় তারা তেমন জোরে দৌড়াতে পারে না। তাছাড়া তারা রাইফেল কি, তাও জানে না। তাই আজ ভোরে আমার পাহারাদার লোকটাকে এক লাথি মেরে আমি এখানে পালিয়ে এসেছিলাম রাইফেল নিতে। এসে দেখি আপনি ঘুমুচ্ছেন। আপনাকে পাব, আশা করিনি।"

লর্ড রক্সটনের কাহিনি শুনে আমি শিউরে উঠলাম। সাথে সাথে এও ভাবলাম, শত বিপদের মধ্যেও তিনি কিরূপ স্থিরচিত্ত। বিপদ যত ঘনিয়ে আসে ততই যেন তাঁর সাহস বাড়ে। এইরকম অভিযানে এই ধরনের লোককে সঙ্গী পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।

আবার আমরা সেই করতালের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের লুকোনো জায়গা থেকে ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, সারি সারি সব নর-বানরেরা যাচ্ছে। তারা কুঁজো হয়ে হাঁটছে, মাঝে মাঝে উবু হয়ে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। তাদের সবারই বুকের ছাতি বেশ চওড়া, সারা শরীর লোমে ঢাকা। কারও কারও হাতে লম্বা লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

লর্ড রক্সটন বললেন, "তারা বোধহয় আমাদের আগের আস্তানার দিকেই যাচ্ছে। তাদের খোঁজাখুঁজি শেষ হোক। তারপর তাদের বস্তিতে গিয়ে হানা দেব। দেখব সামারলিকে উদ্ধার করে আনতে পারি কিনা।"

সেই সকাল থেকে লর্ড জনের পেটে কিছু পড়েনি। তাই তিনি বেশ করে প্রাতরাশ খেয়ে নিলেন। আমিও খেলাম। তখন তিনি বললেন, "চলুন এবার,

www.BanglaBook.org

সামারলিকে উদ্ধার করে আনতে পারি কিনা দেখা যাক। গোটাকতক কথা আপনাকে বলে রাখি। খোলা জায়গা হলেই আমাদের সুবিধে। তাদের সুবিধে বনে। কারণ আঁধার বনেও তারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো দেখতে পায়। কাজেই আমাদেরকে যতটা সম্ভব খোলা জায়গায়ই থাকতে হবে। সেখানে দৌড়ানোও আমাদের পক্ষে সুবিধে। আর একটা কথা, একটা কার্তুজ থাকা পর্যন্ত যেন গুলি ছোড়া বন্ধ করবেন না। চলুন, চারদিক নজর রেখে যাবেন।"

আমরা ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সেই বস্তির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা জীবনে ভুলবার নয়। একটা খোলা জায়গা, কয়েকশো গজ চওড়া। জায়গাটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। পাহাড়ের ধারে ধারে ছোট ছোট পরগাছা। এই জায়গায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে কতকগুলি গাছ। তাদের ডালে লতাপাতা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘর। ঘরের সামনে, ডালের উপর মেয়েরা আর বাচ্চারা ভিড় করে আছে।

পাহাড়ের গায়ে খোলা জায়গায় কয়েকশো বানর-মানুষ জমা হয়েছে। তাদের সবারই রং লাল, বিকট চেহারা। সবাই বেশ বিশাল দেহ ও শক্তিশালী। তাদের সামনে কয়েকজন ইন্ডিয়ান জড়সড় হয়ে বসে। তাদের মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা। তারই মাঝে একজন শ্বেতাঙ্গ। তারও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন। মুখ বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টি উদাসীন। বেশ নজর দিয়ে দেখলে বোঝা যায় ইনিই আমাদের অধ্যাপক সামারলি। একদিনেই তাঁর চেহারা এত বদলে গেছে!

পাহাড়ের কিনারায় একটু উঁচু আসনে আরও দুইজন বসে আছে। একজন আমাদের অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার। তাঁরও পোশাক-পরিচ্ছদের আর কোনো পারিপাট্য নেই। কোট ছিঁড়ে বুক দেখা যাচ্ছে। বুকের উপর তাঁর লম্বা দাড়ি এলোমেলো এদিক-ওদিক দুলছে। মাথায় টুপি নেই। উসকো-খুসকো চুল। কে বলবে যে ইনি একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক! এখানকার বানর-মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য খুব বেশি নেই—এমনি হয়েছে তাঁর চেহারা।

তাঁরই পাশে এদের দলপতি বসে। বেঁটে শক্তসমর্থ চেহারা। সারা গা লোমে ঢাকা। হাত দুটি লম্বা। বুক চওড়া। চোখ দুটি ছোট ছোট। দলপতি তার একটি হাত তুলে ইশারা করতেই দুজন এপম্যান একজন ইন্ডিয়ানকে চ্যাংদোলা করে পাহাড়ের ধারে নিয়ে এল। একজনের হাতে তার দুই হাত, আর একজনের হাতে তার পা। তারা তাকে কয়েকবার দোলা দিয়ে নীচে ছুড়ে দিল। বেচারা চোখা বাঁশে বিঁধে গেল। কি অমানুষিক মৃত্যু! সমস্ত বানর-মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ল। তারা একসাথে হইহই করে হতভাগ্যকে দেখবার জন্য পাহাড়ের ধারে এসে জড়ো হল। তারপর আবার যে যার জায়গায় গিয়ে বসল।

এবার সামারলির পালা! দুজন বানর-মানুষ তাঁকেও চ্যাংদোলা করে ধরল।

www.BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জার দলপতিকে হাত-পা নেড়ে কি বললেন। বোধহয় অধ্যাপকের প্রাণ ভিক্ষা করছেন। কিন্তু দলপতি তাঁর সে কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে একপাশে ঠেলে দিলেন।

সাথে সাথে লর্ড রক্সটনের রাইফেল গর্জন করে উঠল। এক গুলিতেই দলপতি লুটিয়ে পড়ল! ফিনকি দিয়ে তার বিশাল দেহ থেকে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। লর্ডের রাইফেল পর পর গর্জন করতে লাগল। যে দুইজন সামারলিকে ধরেছিল, তারাও মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল।

আমিও চুপ করে নেই। লর্ড রক্সটনের কথামতো বানর-মানুষদের উপর বেপরোয়া গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। রক্তস্রোতে জায়গাটা ভেসে গেল। কত লোক যে মারা গেল, কত লোক আহত হল! এদের মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হল। এরা কোনোদিন রাইফেল দেখেনি, তার শক্তি জানে না। তাই কোথা থেকে কি করে যে এই মৃত্যুলীলা শুরু হল, তা বুঝতে না পেরে তারা ছুটে পালাতে শুরু করল।

সামারলি তখনও এত হতভম্ব, তিনি যে তখন মুক্ত, সে বোধও তাঁর নেই। চ্যালেঞ্জার তখন তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে তুলে ধরলেন। আমরাও এগিয়ে গিয়ে একটা রাইফেল চ্যালেঞ্জারকে দিলাম। আর একটি দিতে গেলাম সামারলিকে। কিন্তু রাইফেল ধরা দূরে থাক, তাঁর তখন দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাও নেই।

আমি আর চ্যালেঞ্জার তখন দু'দিক থেকে দু'হাত ধরে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে শুরু করলাম। যে সব বানর-মানুষ আমাদের আবার ধরতে আসছিল, লর্ড রক্সটন রাইফেল চালিয়ে তাদের বাধা দিতে লাগলেন।

মাইলখানেক তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করে এল। এর মধ্যে রক্সটনের গুলিতে তাদের অনেকেরই ভবলীলা সাঙ্গ হল। তারা তখন আমাদের পিছু ধাওয়া বন্ধ করে নিজেদের বস্তির পথ ধরল।

আমরা আমাদের পুরোনো আস্তানায় ফিরে এলাম। সেখানে আর কোনো উৎপাত হয়নি। ভাবলাম, এত ধকল গেছে, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক। এই ভেবে আমাদের কাঁটার দোরটি বেশ শক্ত করে বেঁধে-ছেঁদে একটু হাত-পা ছড়াবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় বেড়ার পাশে আমরা যেন পায়ের শব্দ পেলাম।

লর্ড রক্সটনই রাইফেল হাতে উঠে এসে দোর খুললেন। দেখা গেল যে চারজন ইন্ডিয়ান মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, তারা কাঁপতে কাঁপতে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। চ্যালেঞ্জারের দিকে ভয়ে তারা চাইতে পারছে না, বারবার করে লর্ড রক্সটনের পা জড়িয়ে ধরছে।

www.BanglaBook.org

লর্ড রক্সটন অনেক কষ্টে তাদের বোঝালেন, তাদের কোনো ভয় নেই। তখন তারা একটু শান্ত হল।

এদের কি করা যায়?—এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। স্থির হল এদের আড্ডায় পৌঁছে দিলেই ভালো হয়। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। কারণ তাদের গুহাগুলি এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে।

আলোচনা তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় দূরে আবার গোলমাল শোনা গেল। বানর-মানুষেরা আবার দল বেঁধে এ দিকেই আসছে। লর্ড রক্সটন বললেন, "এখানে আর এখন থাকা চলবে না। কারণ তারা এখানে এসেই আমাদের খুঁজবে। চলুন, এখান থেকে পালাই।"

রাইফেল, কার্তুজ, ক্যামেরা, দূরবীন, ফিল্ডগ্লাস এবং রসদ—সব গুছিয়ে নিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জার ফোর্ট ছেড়ে চললাম। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তিনজন মোট বয়ে আমাদের সাথে চলল। লর্ড জন ঝোপের মধ্যে যে নূতন আস্তানা ঠিক করেছিলেন, সেখানে গিয়ে আমরা চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। ইন্ডিয়ান চারজনও আমাদের পাশেই রইল।

বানর-মানুষেরা আমাদের পুরোনো আস্তানার দিকে গেল টের পেলাম। তারপর তারা যে ফিরে গেল সেও বুঝতে পারলাম। তবে আমাদের দিকে তারা আসেনি। তাই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। কোনোদিক থেকেই আর কোনো উৎপাত পোয়াতে হয়নি।

তেরো

আমরা ভেবেছিলাম বানর-মানুষেরা আমাদের এই নূতন আস্তানার কোনো খোঁজ পায়নি। কারণ আমাদের আশেপাশে কারও সাড়াশব্দ পাইনি, গাছের একটা ডাল পর্যন্ত নড়েনি। কিন্তু আমাদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক, শীঘ্রই তার পরিচয় পাওয়া গেল।

ভোরে ঘুম ভাঙার পরও আমাদের কারোরই শরীরের অবসাদ কাটেনি। সামারলি তো এত দুর্বল যে, উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। তাই বলে তাঁর মনের জোর একটুও কমেনি।

আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলাম, ঘণ্টাখানেক এখানেই অপেক্ষা করব। তারপর ইন্ডিয়ান চারজনকে তাদের আস্তানায় রেখে আসতে যাব। এদের সাথে কথা বলে আমাদের এই ধারণাই হয়েছিল, যে তাদের ওখানে গেলে আমরা সদয় ব্যবহারই পাব। ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ড সম্পর্কে আমাদের অনেক তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে, এবার এখান থেকে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার আমরা ইন্ডিয়ান কটিকে ভালো করে দেখলাম। তারা দেখতে বেঁটে, আঁটসাটো, পাতলা শরীর। মাথার চুল পিছন দিকে চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা। কোমরে যা একটু ন্যাকড়ার মতো কাপড় আছে, তাও চামড়ার দড়ি দিয়েই বাঁধা। তাদের কানের লতিগুলি ছেঁড়া, তাতে রক্ত জমে আছে। কাল বোধহয় বানর-মানুষেরা জোর করে এদের কানের গয়নাগুলি খুলে নিয়েছে। তাই এই অবস্থা!

এদের মধ্যে একজনের মাথার চুল সামনের দিকে কামানো। বাকি তিনজন একে বেশ সমীহ করেই কথাবার্তা বলে দেখা গেল। চারজনের মধ্যে বয়সে সেই সবচেয়ে ছোট। তবুও তার চালচলনের মধ্যে কেমন যেন একটা ভারিক্কি ভাব ছিল।

এদের জাতি নির্ণয় নিয়ে ইতিমধ্যেই চ্যালেঞ্জারের গবেষণা শুরু হয়ে গেছিল। তিনি অনেক কথাই বললেন। সামারলি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে হয়তো তুমুল তর্ক শুরু হয়ে যেত। আজ আর তা হল না।

ইন্ডিয়ান কয়জন কতক্ষণ ধরেই যেন কেমন উসখুস করছিল। এবার পাশের গাছগুলির দিকে আঙুল দিয়ে বারবারই বলতে লাগল—"ডোডা! ডোডা!"

আমি সেদিকে চেয়েও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমাদের সকলেরই বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল। তাই লর্ড রক্সটন প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে, একজন ইন্ডিয়ানকে একটা খালি টিন দিয়ে ঝরনা থেকে খাবার জল আনতে পাঠালেন। ঝরনাটা বেশি দূরেও নয়। কিন্তু সে আর ফেরে না!

এতক্ষণ দেরি হবার কথা নয়। তাই আমি রাইফেল হাতে তার খোঁজে বেরুলাম। একটুখানি এগিয়ে যেতেই ঝরনার শব্দ কানে এল। মাঝে কয়েকটা বড় বড় গাছের জঙ্গল। সেইটুকু পার হলেই ঝরনা। গাছের নীচে যেতেই দেখি সেই ইন্ডিয়ানটি সেখানে মরে পড়ে আছে। তার ঘাড়-মাথা দুমড়ানো। জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমি তাকে ভালো করে দেখবার জন্য যেই একটু উপুড় হয়েছি, অমনি গাছের উপর থেকে দুইখানা লম্বা লোমশ হাত আমার কাঁধে এসে লাগল। ওদিকে চাইতেই দেখি, গাছের উপর অসংখ্য বানর-মানুষ চুপ করে বসে আছে। আমরা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, তখন তারা চুপিচুপি এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। নিশ্চয়ই আজ রাত্রেই আমাদের নতুন আস্তানায় হানা দেওয়া তাদের মতলব ছিল।

আমি মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু'খানা সরাবার চেষ্টা করলাম। একটা হাত সরাতে পারলাম বটে, কিন্তু আর একখানা হাত আমার গলায় এমন চেপে বসল যে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। আমার এমন অবস্থা যে হাতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও আমি কিছুই করতে পারলাম না।

www.BanglaBook.org

বানর-মানুষটি এবার দু'হাত দিয়ে আমাকে শক্ত করে ধরে উপরের দিকে তুলতে লাগল। বেগতিক দেখে আমি ভয়ে চিৎকার শুরু করলাম। এমন সময় হঠাৎ রাইফেলের শব্দ কানে এল। বানর-মানুষটি আমায় ছেড়ে দিল, আর আমি নীচে পড়ে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, লর্ড রক্সটন আমার চোখে-মুখে জল ছিটাচ্ছেন। তিনি এর মধ্যে ঝরনা থেকে জল আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। চ্যালেঞ্জার এবং সামারলিও ব্যাকুলচিত্তে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

আমার আঘাত তেমন গুরুতর নয়। শুধু আতঙ্কেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

বোঝা গেল, বানর-মানুষেরা আমাদের পিছনে লেগেই থাকবে। দিনের বেলা তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু রাত্রিটা ভয়ের। তাই স্থির হল, দিন থাকতে থাকতেই আমরা এ এলাকা ছেড়ে ইন্ডিয়ানদের এলাকায় চলে যাব।

সেই ব্যবস্থাই হল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের রাইফেল-কার্তুজ ইত্যাদি নিয়ে আমরা রওনা হলাম। মাথামুড়ানো ইন্ডিয়ানটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাকি দুজন আমাদের জিনিসপত্র বয়ে চলল।

পথপ্রদর্শক ইন্ডিয়ানটি সবার আগে। তার পেছনে পর পর চ্যালেঞ্জার, সামারলি, লর্ড রক্সটন ও সবশেষে আমি। আমার পেছনে আমাদের রসদ মাথায় বাকি দুজন ইন্ডিয়ান।

চ্যালেঞ্জার, সামারলি এবং লর্ড রক্সটনের তখনকার সে চেহারা দেখলে কে বলবে, প্রথম দুইজন দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তৃতীয় জন একজন অভিজাত লর্ড। তিনজনের পোশাক-পরিচ্ছদের এমন দুরবস্থা, তিনজনের মুখ-চোখই এমন বিবর্ণ-বিকীর্ণ যে, তাঁদের রং সাদা না হলে তাঁদেরও ইন্ডিয়ানদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মনে করলে খুব বেশি ভুল করা হত না।

বিকালের দিকে আমরা হ্রদের পাড়ে গিয়েই উপস্থিত হলাম। দেখি ওপার থেকে শত শত দেশি নৌকা করে ইন্ডিয়ানরা এদিকেই আসছে। তাদের সবার হাতেই তীর-ধনুক-বর্শা। বোঝা গেল গতকাল বানর-মানুষেরা তাদের কয়েকজনকে ধরে এনেছে বলে তারাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে।

আমাদের পথপ্রদর্শকটিকে দেখে তাদের আর আনন্দ ধরে না। ওদের যিনি দলপতি তিনি এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বোঝা গেল, আমাদের পথপ্রদর্শক দলপতিরই ছেলে। তার মুখে আমাদের দ্বারা তাদের উদ্ধার কাহিনি শুনে দলপতি আমাদের সকলের কাছেই বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন।

এবার তারা ফিরে যাবে না যুদ্ধযাত্রা করবে, এই নিয়ে তাদের মধ্যে

www.BanglaBook.org

খানিকক্ষণ আলোচনা হল। এ আলোচনায় আমাদের পথপ্রদর্শক ইন্ডিয়ানটি বেশ খানিকটা অংশগ্রহণ করল। তার কথা হচ্ছে, বানর-মানুষদের সাথে যদি যুদ্ধ করতেই হয়, তবে এই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আমাদের দেখিয়ে সে বলল, আমাদের কাছে আগুন আছে, সেই আগুনের কাছে বানর-মানুষদের কোনো শক্তিই এগুতে পারে না।

দলপতি আমাদের সাহায্য চাইলেন।

লর্ড রক্সটন তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। আমি এবং চ্যালেঞ্জারও রাজি হলাম। সামারলি আপত্তি করলেন। বললেন, "আমরা যে কাজে এসেছি, তা শেষ হয়েছে। এখন ফেরার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। তা না করে এই দুই দলের যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের জড়ানোর কোনো মানে হয় না।"

যাহোক শেষ পর্যন্ত সামারলিও আমাদের মতেই মত দিলেন। যুদ্ধযাত্রাই স্থির হল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাজেই সে দিনের মতো অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত হল।

ইন্ডিয়ানরা গোল হয়ে বসল। তাদের চারধারে তারা আগুন জ্বালিয়ে দিল। একজন একটা প্রকাণ্ড ইগুয়ানোডন নিয়ে এল। সেই তার মালিক। তার চামড়ায়ও আলকাতরার দাগ। বোঝা গেল এই নিরীহ অথচ প্রকাণ্ড জীবগুলিকে ওরা মাংস খাবার জন্য পোষে। একজনেরটার সাথে আর একজনেরটা যাতে না গুলিয়ে যায়, সে জন্যই এই আলকাতরার দাগ! এতক্ষণে আলকাতরার রহস্য পরিষ্কার হল।

ইগুয়ানোডনটা কেটে টুকরো টুকরো করে আগুনে ঝলসানো হল। হ্রদ থেকে এক ধরনের বড় বড় মাছও বর্শা দিয়ে মারা হয়েছিল। তাও আগুনে পোড়ানো হল। তারপর মাছ-মাংস দিয়ে তাদের মহাভোজ শুরু হল।

সামারলি একটা বালিয়াড়ির উপর শুয়ে পড়লেন। আমরা বাকি তিনজন হ্রদের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। টেরোডাকটাইলের জলায় যেমন নীল রঙের কাদা দেখেছিলাম, এখানেও দুই জায়গায় সেইরূপ কাদার খোঁজ পাওয়া গেল। দেখলাম লর্ড জন এ নিয়েই মেতে রইলেন। এক জায়গায় আগ্নেয়গিরির একটা মুখ থেকে হুসহুস করে একরকম গ্যাস বেরুচ্ছিল। চ্যালেঞ্জার খুব মন দিয়ে সে গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি একটা ফাঁপা শরের কাঠি গর্তটার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। কাঠিটার এক মুখ দিয়ে গ্যাস ঢুকে আর এক মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল। তিনি তখন বাইরের মুখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিতেই গ্যাসটা জ্বলে উঠল এবং একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। তারপর তিনি একটা চামড়ার থলির মধ্যে খানিকটা গ্যাস ভরে তার মুখ বন্ধ করে ছেড়ে দিতেই তা হুস করে উপরে উড়ে গেল।

www.BanglaBook.org

তিনি মহাখুশি হয়ে বললেন, "দেখা যাচ্ছে গ্যাসটা দাহ্য। এর মধ্যে ফ্রি হাইড্রোজেনও আছে।"

এতে তাঁর এত খুশি হওয়ার কী আছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এই হট্টগোলের মধ্যে হ্রদের তীরে সে রাতে আর কোনো প্রাণীর আনাগোনা দেখা গেল না। কিন্তু হ্রদের জলে নানা অদ্ভুত বিচিত্র প্রাণীর খেলা দেখতে দেখতে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাদের গড়ন, আয়তন, বৈচিত্র্য সবই আমাদের চোখে নতুন! তাদের নিয়ে দুই অধ্যাপকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলতে লাগল।

পরদিন খুব ভোরেই আমরা বানর-মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলাম। প্রায় পাঁচশো ইন্ডিয়ান তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে চলল। আমি আর চ্যালেঞ্জার রাইফেল হাতে একপাশে চললাম আর এক পাশে রইলেন লর্ড রক্সটন ও সামারলি। তাঁদের হাতেও রাইফেল। মাঝখানটায় সারিবদ্ধ হয়ে চলল ইন্ডিয়ানরা।

বানর-মানুষদের বস্তিতে হানা দিতেই তারাও হইচই করে এগিয়ে এল। বড় বড় গাছের ডাল আর ভারী পাথর ছুড়ে তারা শত্রুদের বাধা দিতে লাগল। দুই পক্ষেই প্রবল যুদ্ধ হল। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের তীর-ধনুকের কাছে তারা প্রথমটায় বড় সুবিধা করতে পারল না। পাঁচশো ইন্ডিয়ানদের পাঁচশো ধনুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর গিয়ে তাদের অনায়াসেই কাবু করে ফেলল। আমাদের আর রাইফেল ছুড়বার দরকার হল না। তারা তখন খোলা জায়গা থেকে আস্তে আস্তে পিছু হটে হটে গাছের পিছনে গিয়ে পাথর ছুড়তে লাগল। মাঝে মাঝে এগিয়ে এসে ইন্ডিয়ানদের পায়ের নীচে ফেলে পিষে মারতে লাগল। তাদের চাপে একসময়ে সামারলির রাইফেলও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। চ্যালেঞ্জার তখন মারণলীলায় মেতে উঠলেন। এপাশ থেকে লর্ড রক্সটন ও আমি সমানে গুলি চালাতে লাগলাম। ইন্ডিয়ানরাও নতুন উৎসাহে তীর আর বর্শা ছুড়তে লাগল।

বানর-মানুষেরা কাতারে কাতারে মরতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে দুই-চারজন ছাড়া কোনো পুরুষই আর জীবিত রইল না। তাদেরও ধরে এনে বেঁধে ফেলা হল।

ইন্ডিয়ানদের বড় শত্রু বানর-মানুষের দল নিশ্চিহ্ন হল। যারা বেঁচে রইল, তারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের ভৃত্যের কাজ নিতে বাধ্য হল।

ইন্ডিয়ানরা বিজয়গর্বে নাচতে নাচতে তাদের এলাকায় চলে গেল। আমরাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশ্চিন্ত মনে আমাদের পুরোনো আস্তানা চ্যালেঞ্জার দুর্গে আমাদের ফেলে আসা রসদপত্রের খোঁজে রওনা হলাম।

চৌদ্দ

বানর-মানুষদের নির্মূল করবার পর ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ডে আমাদেরই একচ্ছত্রাধিপত্য হল। কারণ ইন্ডিয়ানরা আমাদেরকে দেবতার মতো মহাশক্তিধর মনে করে আমাদের সেইরূপই সমীহ করে চলত।

ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জার দুর্গ থেকে আমাদের সমস্ত রসদপত্র সরিয়ে এনে আমরা ইন্ডিয়ানদের এলাকার কাছেই নতুন ক্যাম্প করলাম। আমরা আশা করেছিলাম, আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড় ছেড়ে নেমে গেলেই তারা খুশি হবে। আমরা আকারে-ইঙ্গিতে আমাদের নেমে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু সেদিক দিয়ে তাদের কাছ থেকে কোনো উৎসাহই পেলাম না। তবে কি তাদের ইচ্ছা নয়, আমরা তাদের ছেড়ে যাই?

অথচ এদিকে আমাদের আদর-আপ্যায়নেরও ত্রুটি নেই। দলপতি আমাদের একটি গুহাও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা ইচ্ছে করেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইনি। গুহার চাইতে আমাদের ক্যাম্পেই আমাদের বেশি স্বাধীনতা থাকবে।

মাঝে মাঝে আমরা গুহাগুলি দেখতে যেতাম। মাটি থেকে প্রায় আশি ফুট উপরে গুহাগুলি অবস্থিত। নীচে থেকে খুব সরু আর খাড়া সিঁড়ি দিয়ে গুহার মুখে পৌঁছতে হয়। এর একটা মস্ত সুবিধা, কোনো অতিকায় হিংস্র প্রাণীর পক্ষেই গুহার ভিতরে কাউকে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। বেশিরভাগ গুহাই সোজাসুজি চলে গেছে। কোনোটা আবার আঁকাবাঁকা। ভেতরটা বেশ মসৃণ আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গুহার দেওয়ালে আদিবাসীদের আঁকা নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবি।

এখানে প্রথম দু'দিন বেশ কাটল। তৃতীয় দিনেই এক নতুন বিপদ দেখা দিল। চ্যালেঞ্জার আর সামারলি কয়েকজন ইন্ডিয়ান নিয়ে তুঁদের দিকে গেছেন। উদ্দেশ্য, গোটাকয়েক নতুন প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা। আমি আর লর্ড রক্সটন আমাদের ক্যাম্পে বসে আছি। আমাদের ক্যাম্পের পাশে জনাকয়েক ইন্ডিয়ানও বসে গল্পগুজব করছে।

হঠাৎ ইন্ডিয়ানরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—"স্টোয়া, স্টোয়া!" সবাই ছুটাছুটি করে গুহায় ঢুকছে। উপরে তাকিয়ে দেখি আমাদেরকেও গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে ইশারা করছে। আমরা দুজনেই রাইফেলে গুলি ভরে তৈরি হয়ে নিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের ক্যাম্পের পিছন দিকে একটা জঙ্গল ছিল। দেখি, সে দিক থেকে দশ-বারোজন ইন্ডিয়ান প্রাণপণে ছুটে আসছে। তাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে দুইটি জানোয়ার। এদেরই একটি আমাদের পুরোনো আস্তানায় এক রাত্রে হানা দিয়েছিল। লর্ড রক্সটন জ্বলন্ত ডাল ছুড়ে তাকে তাড়িয়েছিলেন। আমি যেদিন রাত্রে একা বের হই, সেদিন এদেরই একটি আমাকেও তাড়া করেছিল।

দু'দিনই রাতের বেলা এদের আবছা আবছা দেখেছি। কাজেই পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। এখন দিনের আলোয় দেখা গেল, এদের চেহারাটা অনেকটা কোলা ব্যাং-এর মতো। কিন্তু আয়তন প্রকাণ্ড। হাতির চেয়েও বড়। এরা লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। এদের সারা গা যেন বড় বড় আঁচিলে ভর্তি। তার উপর রোদ পড়ায় রামধনুর মতো নানা রং ফুটে বেরুচ্ছে।

এদের বেশি খুঁটিয়ে দেখার সময় ছিল না। ইতিমধ্যেই পায়ে চেপে তারা আট-দশজন ইন্ডিয়ানকে শেষ করে ফেলেছে। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দুজনেই গুলি ছুড়তে লাগলাম। গুলি তাদের গায়ে লাগলও। কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই! বোঝা গেল, আমাদের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রও এদের কাছে কিছু নয়। জানোয়ার দুটি গুহার সিঁড়ির দিকে এগুতে লাগল। ইন্ডিয়ানরা তখন উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর ছুড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি জানোয়ার বিষের জ্বালায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাই দেখে দ্বিতীয়টি পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার শরীরেও তখন বিষ-ক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারও মৃত্যু হল। ইন্ডিয়ানরা তখন গুহা থেকে নেমে মৃত জানোয়ার দুটিকে ঘিরে নাচতে শুরু করল। তারপর সেগুলি টুকরো টুকরো করে দূরে ফেলে দিল। তাদের দুটি মহাশত্রু শেষ হল।

তারপর ক'দিন আর কোনো উৎপাত পোয়াতে হয়নি। আমরা নির্ভাবনায় হ্রদের নানা আশ্চর্য জীবজন্তু দেখে বেড়াতে লাগলাম। একরকম মাছ দেখলাম, তার মুখটা মাছের মতো, লেজের দিকটা শীলের মতো। চোখের উপর হাড়ের ঢাকনা। সামনে আবার আর একটি চোখ। এই ধরনের তিন চক্ষু মাছও যে থাকতে পারে, না দেখলে কে বিশ্বাস করবে? একদিন সবুজ রঙের একটা প্রকাণ্ড সাপের দেখা মিলল। সাপটা হঠাৎ শরবন থেকে বেরিয়ে এসে একজন ইন্ডিয়ানকে পেঁচিয়ে ধরে হ্রদের জলে ডুব দিল। আর একদিন হ্রদের জলে আর একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখলাম। সেটা জানোয়ার না সরীসৃপ ভগবানই জানেন। তার গা থেকে অন্ধকারের মধ্যেও আলো ঝরে। ইন্ডিয়ানরাও ভয়ে এর কাছে যেতই না। আমরা কাছ থেকে একে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। শুধু মনে হল এ যেন একটা গরুর চেয়েও বড়, আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার গায়ে চমৎকার মৃগনাভির গন্ধ। যে টেরোডাকটাইলের আক্রমণে আমরা একদিন নাজেহাল হয়েছিলাম, লর্ড রক্সটন একদিন তাদের একটিকে গুলি করে মারলেন। একদিন দেখা পেলাম এক অদ্ভুত গিনিপিগের, তার দশটি পা, তার দাঁতগুলি করাতের মতো। এমনি কত বিচিত্র জীবজন্তুর যে দেখা মিলল, তা আর কি বলব? ভাগ্যিস আমি এ অভিযানে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। নইলে এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিতই থাকতে হত।

এক রাতে আমি বেড়িয়ে ফিরছি, এমন সময় টেরোডাকটাইলদের জলার কাছে একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল। একটা খাঁচা যেন এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই দেখি, খাঁচাই বটে! তবে তার মধ্যে আছেন লর্ড রক্সটন। আমি তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ দেখে অবাক হলাম। মনে হল, তিনিও যেন এ সময় আমাকে এখানে আশা করেননি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে এভাবে কি করছেন?"

"টেরোডাকটাইলদের দেখতে এসেছিলাম।"

"হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন?"

"এমনি।"

"তা খাঁচার মধ্যে কেন?"

"এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য।"

"এবার ক্যাম্পে ফিরবেন তো?"

"আপনি এগিয়ে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

"চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

"না, আপনাকে সাথে যেতে হবে না। আমি খাঁচার মধ্যে নিরাপদ আছি, আপনি তো আর তা নেই। তাই অনর্থক বিপদের ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।"

তাঁর কথায় আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণই হলাম।

চ্যালেঞ্জারও খুব ভোরে উঠেই একা কোথায় বেরিয়ে যেতেন, এক একদিন এক এক সময় ফিরতেন। জিজ্ঞাসা করেও তেমন পরিষ্কার কোনো জবাব পাওয়া যেত না। মনে হল, তিনিও যেন আমাদের কাছ থেকে কি একটা রহস্য লুকিয়ে রাখছেন।

আত্মভোলা সামারলির কোনো লুকোচুরি নেই। তিনি সেখানকার পাখি, প্রজাপতি এবং পোকামাকড় নিয়েই মশগুল।

যাহোক দু'তিন দিন পরই চ্যালেঞ্জার নিজেই তাঁর রহস্যের সন্ধান জানাবার জন্য আমাদের তাঁর গোপন স্থানে নিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর সাথে সেই জলার ধারে গিয়ে পৌঁছালাম, যেখানে দাহ্য গ্যাস বেরুচ্ছে। দেখি, সেখানে গোটাকয়েক চামড়ার থলি। ইগুয়াডোনের চামড়া বলেই মনে হল। থলিটার

www.BanglaBook.org

সব দিকই বেশ ভালো করে সেলাই করা, শুধু একদিকের মুখ একটু খোলা। একটা দড়ি দিয়ে থলেটা একটা মোটা গাছের গোড়ায় বাঁধা। আমরা যেতেই তিনি থলেটা গ্যাস ভর্তি করতে শুরু করলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই সেটা ফুলে ফুলে একটা প্রকাণ্ড গ্যাস বেলুনে পরিণত হল। চ্যালেঞ্জার তার খোলা মুখটা এবার আর একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে সামারলি ঠাট্টা করে বললেন, "আপনি কি আমাদের এই গ্যাস বেলুনে চড়াবেন নাকি?"

চ্যালেঞ্জার গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "আপনারা তো আমার উপর নীচে নামবার পথ বার করবার হুকুম করেই খালাস। আমিই আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছি, এখান থেকে আবার আপনাদের ফিরিয়ে নেবার দায়িত্বও তো আমার! তাই যখন দেখলাম, নামবার আর কোনো পথই খোলা নেই, তখন উড়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?"

"এই পাগলামি ছাড়ুন। অন্য কোনো উপায়ের কথা ভাবুন।"—সামারলি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন। তারপর লর্ড রক্সটনকে উদ্দেশ করে বললেন, "আশা করি আপনিও এই পাগলামির প্রশ্রয় দেবেন না।"

"ব্যাপারটার মধ্যে বেশ অভিনবত্ব আছে। বেলুনটা কতটা কার্যকরী হবে, তা পরীক্ষা করতে দোষ কি?"—লর্ডের এই উত্তরে সামারলি খুব খুশি হলেন না! তাই তিনি চুপ করে রইলেন।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "এক্ষুনি আপনাদের সামনে পরীক্ষা করছি। কিছুদিন যাবতই আমি আপনাদের কাউকে কিছু না বলে একা একা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। সে পরীক্ষায় যে সাফল্য সুনিশ্চিত এখনই তার প্রমাণ পাবেন।" এই বলে তিনি আমাদের দড়িটা দিয়ে একটা পাথরের চাঁইকে বেশ করে বেঁধে সেটা বেলুনের সাথে ঝুলিয়ে দিলেন। বেলুনটা উপরে ওঠবার জন্য ছটফট করছিল। চ্যালেঞ্জার গাছের সাথে তার বাঁধন কেটে দিতেই সেটা বায়ুবেগে উপরের দিকে উঠতে লাগল। চ্যালেঞ্জার তাঁর হাতেধরা দড়িটা ছাড়বারও ফুরসত পেলেন না। তাই বেলুনের সাথে তিনিও উপরে উঠতে লাগলেন। বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কোমর চেপে ধরলাম। আমিও উপরে উঠছি দেখে লর্ড রক্সটন আমার পা দুটি চেপে ধরলেন। বেলুনটি তাঁকে নিয়েও উপরে উঠতে লাগল। ভাগ্যিস তিনজন মানুষ আর পাথরের চাঁই নিয়ে উড়বার মতো এর শক্তি ছিল না। তাই একটু উঠেই দড়িটা ছিঁড়ে গেল। আমরা তিনজনেই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লাম।

তিনজনেরই একটু-আধটু ছড়ে গেল। চ্যালেঞ্জার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন, "পরীক্ষার ফল চমৎকার হয়েছে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এক

www.BanglaBook.org

সপ্তাহের মধ্যেই আমি আর একটি বেলুন তৈরি করব, তাতে চড়ে অনায়াসেই আমরা এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারব।"

যাহোক চ্যালেঞ্জারকে আর নূতন বেলুন তৈরি করতে হল না। সেদিনই সন্ধ্যার দিকে ইন্ডিয়ানদের দলপতির ছেলে চুপে চুপে আমার হাতে একটা ভাঁজকরা গাছের ছাল দিয়ে গেল। দলের মধ্যে আমাকে বেছে নেওয়ার কারণ বোধহয় তার আর আমার বয়স অনেকটা কাছাকাছি।

আমি আগুনের কাছে বাকলটা মেলে ধরতেই তার উপর কতগুলো সোজা-বাঁকা লাইন আঁকা দেখা গেল।

"এর তো কোনো মানে বোঝা যাচ্ছে না।" সামারলি বললেন।

"নিশ্চয়ই মানে আছে। নইলে ইন্ডিয়ানটি এটা আমায় দেবে কেন? বরাবরই তো লক্ষ করেছি, আমাদের যাবার ব্যাপারে বুড়ো দলপতির আপত্তি থাকলেও এ কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে আমাদের যাওয়াটা সমর্থনই করেছে।"

"সেটা অবশ্য সত্য।" চ্যালেঞ্জার বললেন। "কিন্তু এই সংকেতলিপি উদ্ধার করা যায় কি করে?"

লর্ড রক্সটন বাকলটা মন দিয়ে দেখে বললেন, "উদ্ধার হয়তো হবে। এই দেখুন এখানে আঠারোটা দাগ আছে। গুহাও আঠারোটা। আমরা দেখেছি গুহাগুলির কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কোনোটা সোজা, কোনোটা আঁকা-বাঁকা। এতেও ঠিক তাই দেখানো হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে গুহাগুলিরই একটা চার্ট। একটা দাগের কাছে একটা ক্রশচিহ্ন। এটাই সবচেয়ে বেশি লম্বা।"

"তার মানে, এটা অনেক দূর নীচে পর্যন্ত গেছে। আমার বিশ্বাস, এটাই হচ্ছে নীচে নামবার পথ।"

"আমার মনে হয়, আমাদের সাংবাদিক বন্ধু ঠিকই অনুমান করেছেন।"—চ্যালেঞ্জার বললেন। "আর দেরি না করে ব্যাপারটা এখনই অনুসন্ধান করে দেখা যাক।"

"কিন্তু গুহাটায় তো ইন্ডিয়ানরা আছে। তারা আমাদের সন্দেহ করবে না? বাধা দেবে না?"—সামারলি বললেন।

"এদিকের গুহাগুলিতে ওরা থাকে না, এগুলি হচ্ছে ওদের গুদামঘর। আপনি তো ভুলে গেছেন দেখছি।" চ্যালেঞ্জার উত্তর দিলেন।

আমাদের ক্যাম্পের কাছেই একটা শুকনো গাছ ছিল। গাছটায় ধূপের মতো একরকম আঠা হয়। তাই এর ডাল মশালের মতো জ্বলে। আমরা তার একটা ডাল ভেঙে নিয়ে তখনই সতেরো নম্বর গুহার দিকে রওনা হলাম। চুপে চুপে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের কাজটা সারতে হবে। তাই প্রথমেই আর মশালটা জ্বালালাম না। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে গুহার ভিতরে চলতে লাগলাম।

গুহাটা খালি। ভেতরে কয়েকটা বাদুড় ছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা ছটফট করে উড়ে পালিয়ে গেল। বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে যখন বোঝা গেল, এবার মশাল জ্বাললেও তার আলো বাইরে যাবে না, তখন আমরা মশালটা জ্বাললাম। পরিষ্কার পথ। আমরা এগুতে লাগলাম। সকলের মনেই আশা, এবার আমাদের মুশকিলের আসান হবে। কিন্তু আরও কিছুদূর গিয়েই আমাদের সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। খাড়া পাহাড়ে গুহাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। বাইরে বেরুবার কোনো পথই নেই। আমরা সবাই একেবারে মুষড়ে পড়লাম।

চ্যালেঞ্জার দমবার পাত্র নন। তিনি বললেন, "এত ভেঙে পড়বার কি আছে? আমার বেলুন তৈরি তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না?"

আমি বললাম, "আমরা ভুল করে অন্য কোনো গুহায় ঢুকিনি তো?"

"না না, আমরা ঠিক সতেরো নম্বরেই ঢুকেছি।" এই বলে লর্ড চার্টটা আমাদের সামনে মেলে ধরলেন।

গুহাটা খানিকটা গিয়ে দুই ভাগ হয়েছে। আমার সন্দেহ হল, আমাদের যেদিকে যাওয়া উচিত সেদিকে না গিয়ে উলটো দিকে গিয়েছি। এবার আমরা আর একটা পথে চললাম। এদিকের পথ আরও চওড়া, আরও মসৃণ। খানিকটা যেতেই দূরে আলোর ঝিলিক দেখা গেল। কাছে কোনো আগুন নেই, উত্তাপ নেই। অথচ আলো দেখা যাচ্ছে! আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, চাঁদের আলো এসে গুহার মুখে পড়েছে, তারই ঝিলিক। তাহলে পথের সন্ধান মিলল! গুহামুখ থেকে পাহাড়ের সানুদেশ একশো ফুটেরও কম। আমাদের যে দড়িটা আছে, সেটা একশো ফুটের বেশি। কাজেই আমাদের আর কোনো ভাবনাই রইল না।

সাফল্যের আনন্দে আমাদের এতক্ষণের পরিশ্রম যেন কোথায় উবে গেল। আমরা আবার আস্তে আস্তে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এলাম। আর মুহূর্তও দেরি নয়। কে জানে, আবার কোন দিকে কোন বাধা আসে! তাই আমরা আমাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লাগলাম। আমাদের সব জিনিস নেওয়া সম্ভব নয়। রাইফেল আর কার্তুজ, দূরবীন ইত্যাদি ছাড়া সামান্য কিছু খাবার সঙ্গে নেওয়া হল। বাকি রসদ সেখানেই পড়ে রইল। সামারলি তাঁর পোকামাকড়ের নমুনা সঙ্গে নিলেন। সবচেয়ে গোল বাধালেন চ্যালেঞ্জার। তিনি একটা বাক্স সঙ্গে নেওয়ার জন্য জিদ ধরলেন। তাতে কি আছে তিনিই জানেন!

রাতটা ঘুমিয়ে কাটালাম। পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কি উত্তেজনা! তারপর

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যা হতেই আমরা ক্যাম্প ছেড়ে সতেরো নম্বর গুহায় প্রবেশ করলাম। এত বিপদসংকুল ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ড ছেড়ে যেতেও শেষ মুহূর্তে বুকটা যেন টনটন করে উঠল। এ কয়দিন বহু দুর্যোগের ঝড়ই আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কম হয়নি।

অন্যসব জিনিস নিয়ে নামতে আমাদের তেমন অসুবিধা হয়নি। চ্যালেঞ্জারের সেই বাক্স নিয়েই যা একটু ভুগতে হয়েছিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই সব জিনিস নিয়ে পাহাড়ের সানুদেশে এসে নিরাপদেই পৌঁছালাম।

আমাদের বিশ্বাসী জ্যাম্বো এতদিন আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আমাদের দেখে সেও খুব খুশি হল।

ফেরার পথে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। যে পথে আমরা এসেছিলাম, সে পথেই প্যারা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছালাম। তারপর জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে লন্ডনে এলাম।

লন্ডনে পা দিতে না দিতেই সব খবরের কাগজের রিপোর্টাররা অভিযানের ফলাফল জানবার জন্য আমাদের একেবারে ছেঁকে ধরলেন। আমরা এক কথায়ই তাঁদের বিদায় করে দিলাম যে, লন্ডন জুলজিক্যাল্ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আমাদের এই অভিযান। কাজেই তাদের কাছে রিপোর্ট না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কাউকে কোনো খবর দেওয়া সম্ভবপর নয়।

পনেরো

আমরা লন্ডনে পৌঁছবার দ্বিতীয় দিনেই লন্ডন জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউট কুইনস হলে তাদের সভা আহ্বান করলেন। সভাপতিত্ব করলেন ডারহামের ডিউক।

ইংলন্ড, আয়ার্লন্ড, স্কটল্যান্ড তো বটেই, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেনের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরাও সে সভায় দলে দলে যোগ দিতে এলেন। জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউট হল ছোট বলে কুইনস্ হলে সভাস্থল ঠিক করা হয়েছিল! কিন্তু সভাতে এত শ্রোতার সমাবেশ হল যে উদ্যোক্তাদের মনে হল, এলবার্ট হলে সভা আহ্বান করলে বোধহয় আরো ভালো হত।

সভাপতি দু'চার কথায়ই তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ করলেন। এবার অভিযানের নেতা অধ্যাপক সামারলি উঠে দাঁড়াতেই শ্রোতারা করতালি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। সে করতালি যেন আর থামে না!

সামারলি আমাদের যাত্রাপথের কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করে সেই অধিত্যকা, তার বিচিত্র প্রাণিজগতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বললেন, "অধ্যাপক

www.BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জার জুলজিক্যাল্ ইন্‌স্টিটিউটের গত সভায় সে সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী আজও বেঁচে আছে বলেছিলেন, তারা সত্যই বেঁচে আছে। আমরা তাদের দেখেও এসেছি। শুধু ম্যাপল হোয়াইটের আঁকা স্টেগোসোরাস বা চ্যালেঞ্জারের বর্ণিত টেরোডাকটাইলই নয়, আমরা জীবন্ত ইগুয়ানোডন, মাংসাশী ডাইনোসর, ফেরোরোকাস জাতের হিংস্র পাখি, ঝাঁকড়া শিংওয়ালা এলক্ হরিণ, একান্ন ফুট লম্বা বেগুনি রঙের সাপ, প্রায় পঞ্চাশ রকমের নতুন প্রজাপতি দেখে এসেছি। প্রজাপতিদের কতকগুলি নমুনাও আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এছাড়া সেই উঁচু পাহাড়ের অধিত্যকার ঠিক মাঝখানে যে হ্রদ আছে তার মধ্যে যে কত বিচিত্র প্রাণী আছে তার সঠিক বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়। মোট কথা সেখানে জুরাসিক যুগের বহু অতিকায় এবং বিচিত্র প্রাণী আজও বেঁচে আছে।"

তারপর তিনি বানর-মানুষ ও অসভ্য ইন্ডিয়ানদের জীবনধারণের প্রণালী ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও তার ফলাফল বর্ণনা করলেন। সব শেষে সবার হাসি-তামাশার মধ্যে তিনি অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের বেলুন তৈরির কাহিনি বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন।

এতক্ষণ সভায় সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সামারলির বক্তৃতা শুনছিলেন। তিনি বসতেই সভাগৃহ আবার করতালিতে ফেটে পড়ল।

সভাপতি ধন্যবাদ দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই এডিনবরার ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ উঠে বললেন, "অধ্যাপক সামারলি যা বললেন, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এসব কাহিনি বিশ্বাস করা সমীচীন বলে আমি মনে করি না! অধ্যাপক সামারলি অন্তত একটা প্রমাণ দিন।"

সামারলি একটা বাক্স থেকে তাঁর সংগৃহীত প্রজাপতিগুলি বের করে দেখালেন।

"এগুলি যে সেখানেই সংগৃহীত হয়েছে, তার নিশ্চয়তা কোথায়?"—ডাঃ ইলিংওয়ার্থ একটু ঠাট্টার সুরে বললেন।

অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। গতবারের সভায় আমি যখন বক্তৃতা করি, তখন অধ্যাপক সামারলি আমার কথা অবিশ্বাস করেছিলেন। এবার সামারলির স্বচক্ষে দেখা ব্যাপার ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ অবিশ্বাস করছেন। আশা করি একটা প্রমাণ দেখালেই তিনি সব বিশ্বাস করবেন।"

"নিশ্চয়ই করব। আগে প্রমাণ বার করুন।"—ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বেশ সে প্রমাণই দেখাচ্ছি।" এই বলে তিনি আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি তাঁর সেই বাক্সটি এনে টেবিলের উপরে রাখলাম। বাক্সের দড়ি-দড়া কেটে তিনি ডাক্তার ইলিংওয়ার্থকে এগিয়ে আসতে বললেন। তিনি সামনে এলে বাক্সের ডালাটি খুলে বললেন, "এইবার প্রমাণ দেখুন।" বলতে না বলতে একটা বাচ্চা টেরোডাকটাইল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বাক্স থেকে বেরিয়ে উপরে উড়ে গেল। উড়বার আগে ডাক্তার ইলিংওয়ার্থের গালের উপর ঠোঁট দিয়ে এমন আঁচড় দিয়ে গেল যে, ডাক্তারের সারা মুখ রক্তে ভেসে গেল।

টেরোডাকটাইলটা সেই সভাগৃহেই খানিকক্ষণ উড়ে বেড়াল। তারপর জানলা দিয়ে এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই চাক্ষুষ প্রমাণের পর, আর কারো মনেই কোনো সন্দেহ রইল না। বিজ্ঞানী মহলে আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য স্বীকৃত হল। চ্যালেঞ্জারের মুখ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সভার শেষে বাড়ি ফিরে এলাম। লন্ডনে পা দিয়েই আশা করেছিলাম, গ্ল্যাডিস এসে আমায় অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেও সে এল না। তাই আমি নিজেই অনেক আশা নিয়ে তার বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি সে এক কেরানিকে বিয়ে করে ঘরকন্না করছে। বিচিত্র নারীর মন। তখনই স্থির করলাম, গ্ল্যাডিস হ্রদ নয়, ওটির নাম সেন্ট্রাল হ্রদই হবে।

পরদিন লর্ড রক্সটনের বাড়িতে আমাদের তিনজনেরই ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি বললেন, "একটা কথা এতদিন আপনাদের বলিনি, এখন বলছি। মিঃ মেলোন একদিন রাতে আমায় টেরোডাকটাইলের জলার কাছে দেখেছিলেন। কেন সেখানে গিয়েছিলাম, সেদিন সে কথা তাঁকে খুলে বলিনি। আপনাদের মনে আছে, সেখানে আগ্নেয়গিরির একটা মরা মুখ দিয়ে নীল রঙের কাদা বেরুচ্ছিল। আগ্নেয়গিরি মুখে যেখানেই এমন নীল কাদা পাওয়া যায়, সেখানেই হীরকও মেলে—এ আমার জানা ছিল! আমি সেদিন হীরার খোঁজেই গিয়েছিলাম। ছোট-বড় সব মিলিয়ে পনেরো-বিশটা পাথর সংগ্রহও করেছিলাম। এখানে এসে একজন হীরক ব্যবসায়ীকে দিয়ে সেগুলি পরীক্ষা করাই। তিনি একটা পাথর কেটে দেখেছেন, এগুলি আসল হীরাই বটে। এদের দাম হবে দু'লক্ষ পাউন্ড। আমরা একসাথে অভিযানে বেরিয়েছিলাম। কাজেই প্রত্যেকেরই এতে সমান অধিকার। এক একজনের ভাগে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মিলবে। মিঃ চ্যালেঞ্জার, এই পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিয়ে আপনি কি করবেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এটা পেলে আমি একটা প্রাইভেট মিউজিয়ম করব। এ আমার অনেক দিনের শখ।"

"মিঃ সামারলি, আপনি?"

"আমি তাহলে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে আমার গবেষণা নিয়েই থাকব।"

"আমার পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড খরচ করে আমি আবার ম্যাপল হোয়াইট ল্যান্ডে অভিযানে বেরুব। মিঃ মেলোন, আপনি বিয়ে-থা করেই টাকাটা খরচ করবেন বোধ হয়?"

আমি একটু করুণ হাসি হেসে বললাম, "আপাতত আমার সে রকম কোনো ইচ্ছা নেই। বরঞ্চ আপনার আপত্তি না থাকে, আমি আপনার নতুন অভিযানের সঙ্গী হব।"

লর্ড জন হেসে তাঁর একখানি হাত আমার কাঁধের উপর রাখলেন।

* * * *

শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার আমাদের এই অভিযানের কাহিনি 'ডেইলি গেজেটে' প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG